

আল কালামুস সরীহ ফী রাকআতিত তারাবীহ

৮ রাকআত তারাবীহর খণ্ডণ
ও
২০ রাকআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ



মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

৮ রাকআত তারাবীহর খণ্ডণ

ও

২০ রাকআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ

আল কালামুস সারীহ ফী রাকআতিত তারাবীহ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফাস্ট ক্লাস), বি.এড., মহষী দয়ানন্দ
ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,
মোবাইল- +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

ঃঃ প্রকাশনায় ::

অন্জুমানে উলামায়ে আহনাফ
ইলামবাজার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
হাফিয় আমিল ওবাইদুল্লাহ
মোবাইল : +৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

Al Qalamus Sharih Fi Rak'atit Tarabih Written by Muhammad Abdul Alim

ঃপ্রকাশনায়ঃ

অন্জুমানে উলামায়ে আহনাফ
ইলামবাজার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

প্রকাশক

হাফিয আমিল ওবাইদুল্লাহ
মোবাইল : +৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ১৩ জুলাই ২০১৪
First Print : 13 July 2014 (Ramajan)

: মুদ্রনে :

নুমান প্রিন্টার্স

শালজোড়, বীরভূম

মোবাইল- +৯১ ৮১৪৫৫৩১৯৬০

সাদ্দিদ আনয়ার হোসাইন

শালজোড়, বীরভূম

মূল্য : ৬০ /- (ষাট টাকা মাত্র)

Al Qalamus Sharih Fi Rak'atit Tarabih Written by
Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 13 July 2014
Published By Anjuman-e- Ulama-e-Ahnaf, Ellambazar,
Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 60/- (Sixty
Rupise Only)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১. প্রারম্ভিকা.....	৭
২. ‘তারাবীহ’ শব্দের অর্থ.....	৯
৩. তারাবীহর নামায ৮ রাকআত না ২০ রাকআত.....	১০
৪. ১ নং দলীল.....	১১
৫. এই হাদীসে উপর পরিপূর্ণ আমল কই.....	১৭
৬. হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রতিবাদ করলেন না কেন.....	১৯
৭. বুখারী শরীফ থেকে ৮ রাকআত তারাবীহর প্রমাণ করা যযীফ মুক্ত নয়.....	২২
৮. হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের আর একটি জবাব.....	২৬
৯. ২ নং দলীল - মুআত্তা ইমাম মালিকের হাদীস.....	২৯
১০. সনদের দিকে লক্ষ্য করুন.....	৩০
১১. ৩ নং দলীল - সাহাবী জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস.....	৪০
১২. উক্ত হাদীসটি যযীফ.....	৪০
১৩. ৪ নং দলীল - সাহাবী জাবির (রাঃ) বর্ণিত আরও একটি হাদীস.....	৪২
১৪. ৫ নং দলীল - সাহাবী উবাই বিন কা’ব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস.....	৪২
১৫. ৮ রাকআত তারাবীহর বিরুদ্ধে হারামাইন শরীফের ফতোয়া.....	৪৫
১৬. আপনারা মুহাম্মাদী না অন্য কিছু ?.....	৪৬
১৭. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কি একটাই নামায.....	৪৮
১৮. বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমানিত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নয়.....	৫১
১৯. তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত আরও কিছু হাদীস.....	৫১
২০. ২০ রাকআত তারাবীহর প্রমাণ.....	৫৯
২১. ১ নং দলীল - ২০ রাকআত তারাবীহর মরফু হাদীস.....	৫৯
২২. এই হাদীসের রাবীর অবস্থা.....	৬০
২৩. হাদীসটা কি সত্যিই যযীফ.....	৬২
২৪. ইবরাহীম বিন উসমা নের প্রতি জেরার পরিপূর্ণ জবাব.....	৬৫
২৫. ২ নং দলীল - ২০ রাকআত তারাবীহর আর একটি মরফু হাদীস.....	৬৯
২৬. সাহাবায়ে কেরামদের আমল.....	৭১
২৭. ৩ নং দলীল - হযরত ইয়াহইয়া বিন সাযীদ.....	৭১
২৮. ৪ নং দলীল - হযরত আব্দুল আজীজ বিন রুফাই.....	৭২
২৯. ৫ নং দলীল - হযরত ইয়াযীদ বিন রুমান.....	৭৪
৩০. ৬ নং দলীল - হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ.....	৭৬
৩১. ৭ নং দলীল - হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ.....	৭৬
৩৩. ৮ নং দলীল - হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ.....	৭৭
৩৩. সাইব বিন ইয়াযীদের বর্ণনার তাহকীক.....	৭৭
৩৪. ৯ নং দলীল - হযরত আলী.....	৭৮
৩৫. ১০ নং দলীল - হযরত আত্তা	৮০
৩৬. ১১ নং দলীল - হযরত সাইব বিন উবাইদ.....	৮১

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

৩৭. ১২ নং দলীল - হযরত আবুল খসীব (রহঃ)	৮১
৩৮. ১৩ নং দলীল - হযরত নাকী বিন উমার.....	৮২
৩৮. ১৪ নং দলীল - মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাজী.....	৮৩
৪০. ১৫ নং দলীল - শুতাইর বিন শ'কল.....	৮৩
৪১. ১৬ নং দলীল - আবুল বুখতারী.....	৮৪
৪২. ১৭ নং দলীল - হযরত সায়ীদ বিন আবী হাসান.....	৮৫
৪৩. ১৮ নং দলীল - হযরত আবুল হাসান.....	৮৫
৪৪. ১৯ নং দলীল - হযরত হাসান বসরী.....	৮৬
৪৫. ২০ নং দলীল - হযরত ইমাম য়ায়েদ.....	৮৯
৪৬. ২১ নং দলীল - হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ.....	৮৯
৪৭. ২২ নং দলীল - হযরত ইবরাহীম নাখরী.....	৯০
৪৮. ২৩ নং দলীল - হযরত সায়ীদ বিন জাবির.....	৯২
৪৯. ২৪ নং দলীল - হযরত ইউনুস (রহঃ)	৯৩
৫০. মুরসাল হাদীসের হুকুম.....	৯৫
৫১. ২০ রাকআত তারাবীহর উপর উম্মতের ইজমা.....	৯৭
৫২. ২০ রাকআত তারাবীহর স্বপক্ষে বিদ্বৎ উলামাদের ফতোয়া.....	৯৯
৫৩. ইমাম তিরমিযী (রহঃ).....	৯৯
৫৪. আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌবী (রহঃ).....	৯৯
৫৫. আল্লামা ইবনে রুশদ (রহঃ).....	১০০
৫৬. আল্লামা ইবনে ক্বাদামাহ (রহঃ).....	১০০
৫৭. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ)	১০০
৬৮. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)	১০১
৫৯. আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালিকি (রহঃ)	১০১
৬০. আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (রহঃ)	১০১
৬১. মুফতী আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ).....	১০২
৬২. মুহাদ্দিস হুসামুদ্দিন.....	১০২
৬৩. আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী.....	১০২
৬৪. বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ)	১০২
৬৫. ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)	১০৩
৬৬. হযরত আব্দুল ওহাব শা'রানী (রহঃ)	১০৩
৬৭. হযরত উমার (রাঃ) কি বিদআতী ছিলেন.....	১০৫
৬৮. আহলে হাদীসদের মাথার উপর ৫ টি বজ্রপাত.....	১০৮
৬৯. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)	১০৮
৭০. আল্লামা সুবকী শাফেয়ী (রহঃ)	১০৮
৭১. আল্লামা শাওকানী.....	১০৮
৭২. ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী.....	১০৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

৭৩. মীর নূরুল হাসান খান.....	১০৯
৭৪. কে এই নাসীরুদ্দীন আলবানী ?.....	১০৯
৭৫. আলবানীর আসল রহস্য.....	১১০
৭৬. আলবানীর আর একটি কুর্ম.....	১১১
৭৭. তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ.....	১১৩
৭৮. আইনুল বারী সাহেবের জালিয়াতী ও খেয়ানত.....	১১৩
৭৯. ১ নং জালিয়াতী :.....	১১৩
৮০. ২ নং জালিয়াতী :.....	১১৪
৮১. উপসংহার.....	১১৫
৮২. আব্দুল্লাহ সালাফীর বাপের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ.....	১১৬
৮৩. একটি চ্যালেঞ্জ.....	১১৮
৮৪. বিশেষ নিবেদন.....	১১৯
৮৫. সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা	১২০
৮৬. লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী.....	১২১

প্রারম্ভিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনি ইস্রাইলের জাতি একাত্তরটি দলে ভাগ হয়েছিল তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া সবগুলি দোজখে যাবে। আর আমার উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে একটি দল ছাড়া সবগুলি দোজখে যাবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই একটি দল কেমন হবে? তিনি বললেন, যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে। উম্মতের ৭২টি দলের মধ্যে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয় খারিজী সম্প্রদায়। এই খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা দুটি মৌলিক বিষয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। প্রথমত, তারা সাহাবাদেরকে উপেক্ষা করে কুরআনের আয়াতের ও হাদীসের মস্তিস্কপ্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা করত, দ্বিতীয়ত তারা কুরআন ও হাদীস বোঝার ক্ষেত্রে কেবল মাত্র নিজেদের বিবেক প্রসূত ব্যাখ্যাটিকেই সার্বিক ভেবে সলফ সালেহীনদের ব্যাখ্যাকে ভুল মনে করত এবং তাদের কাফের বলত। বলাবাহুল্য, বর্তমান যুগের তথাকথিত নামধারী আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভ্রান্তির দিক থেকে উক্ত খারিজী সম্প্রদায়ের উত্তরসূরী। খারিজীদের মতো তারাও সাহাবাদের উপেক্ষা করে কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে এবং তাদের বিবেক প্রসূত ব্যাখ্যাটিকেই সঠিক বলে মনে করে। তাই দেখা যায় ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার আগে আহলে হাদীস বা গায়ের মুকান্নিদ ফিরকার অস্তিত্ব সারা পৃথিবীর মধ্যে ইতিপূর্বে কোথাও ছিল না। কেবলমাত্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কিছু কিছু দেখা যায়। আর ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার আগে সারা পৃথিবীর মধ্যে কোথাও কোনো মসজিদে ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ানো হতো না। সর্বপ্রথম ইংরেজদের চক্রান্তে আহলে হাদীস ফিরকার গোড়াপত্তন হয় এবং তারাই সর্বপ্রথম তারাই কুরআন হাদীসের মড়গড়া ব্যাখ্যা করে তারাবীহর নামায সমাজে চালু করে। এক্ষেত্রে তারা সাহাবী হযরত ওমর রাজিআল্লাহু তাআলা

আনহু ঐর প্রতি বিদআতের তীর নিক্ষেপ করে থাকে। সাহাবায়ে কেরামদের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে ও মসজিদে নববীতে জামাআতের সঙ্গে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়া হচ্ছে। ভারতবর্ষে ইংরেজরা আগমনের পরেই ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়া শুরু হয়। বর্তমানে মিডিয়ার সহযোগিতায় বিষয়টি নিয়ে তথাকথিত নামধারী আহলে হাদীস ফিরকার লোকেরা হট্ট গোলের সৃষ্টি করেছে। তাদের এই বাড়াবাড়িতে সমাজের কিছু নির্বোধ ও শরীয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ লোক নিজে বিভ্রান্ত হচ্ছেন ও অপরকে বিভ্রান্ত করছেন। অথচ সহীহ হাদীসে ৮ রাকআত তারাবীহর কোনো প্রমাণ নেই। তাই ৮ রাকআত তারাবীহর ময়নাতদন্ত ও ২০ রাকআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ পেশ করার জন্যই আমার এই পুস্তক প্রণয়ন।

পাঠকদের বলি মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। পুরো সৃষ্টি জগতে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া কেউ ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই এই পুস্তকের মধ্যে কোনো ভুল ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে পাঠকদের জানায়, আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খাইর দান করুন।
(গ্রন্থকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

গ্রাম:-শালজোড়, পো:- লোকপুর

থানা:-খয়রশোল, জেলা:-বীরভূম,

মোবাইল:+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

E-Mail- md.abdulalim1988@gmail.com

‘তারাবীহ’ শব্দের অর্থ

হাফেজুদ্দুনিয়া আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে তারাবীহ শব্দের অর্থ লিখেছেন,

“তারাবীহ কথাটি ‘তরবীহাতুন’ শব্দের বহুবচন । ‘তরবীহাতুন’ মানে একবার বিশ্রাম করা । যেমন ‘সালাম’ শব্দ থেকে উদ্ভূত ‘তসলীমাতুন’ মানে একবার শান্তি কামনা করা । রমযানের রজনীগুলিতে জামাআত সহ পঠিত নামাযকে এইজন্য তারাবীহ নাম দেওয়া হয়েছে যে, লোকেরা প্রথম যুগে সমবেতভাবে এটা আদায় করতে লাগলো, তখন তারা দুইবার সালাম ফিরিয়ে প্রত্যেক ৪ রাকআত অন্তে একবার বিশ্রাম করত ।” (ফতহুল বারী, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭৮)

প্রত্যেক চার রাকআত শেষে একবার বিশ্রাম করলে ২০ রাকআতে মোট পাঁচবার বিশ্রাম করা হয় । কিন্তু ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়লে মাত্র দুইবার বিশ্রাম হয় । সুতরাং ৮ রাকআতের জন্য বহুবচনে ‘তারাবীহ’ শব্দ ব্যবহার করা সম্ভব নয় । আরবী ভাষায় বচন হল তিন প্রকার, একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন । তাই আরবী ভাষায় বহুবচনের ন্যূনতম সংখ্যা হল তিন । সেজন্য কমপক্ষে তিনবার বিশ্রাম নিলেই ‘তারাবীহ’ শব্দটি আরবী ভাষায় খাপ খাবে । কেননা, ‘তারাবীহ’ তরবীহাতুন শব্দের বহুবচন । তাই ৪ রাকআত অন্তর তিনবার বিশ্রাম নিলে মোট ১২ রাকআত নামায হলে তবেই এই নামাযের নাম তারাবীহর নামায বলে বিবেচিত করা সম্ভব হবে । নতুবা নয় । অতএব সমস্ত উম্মতের ঐক্যভাবে এই নামাযকে ‘তারাবীহ’ নামে অভিহিত করা দ্বারা এটা পরিস্কার প্রমানিত হয় যে তারাবীহর নামায ৮ রাকআত নয় । আটের অধিক । আহলে হাদীসদের বিখ্যাত ফতোয়ার গ্রন্থ ‘ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদীস’ এর মধ্যে লেখা আছে,

“তারাবীহর নামাযের অর্থ উলামারা এইরূপ করেছেন যে, তারাবীহর নামায সেই নামাযকে বলা হয় যা রমযান মাসে রাতের সময় এশার পরে

জামাআতের সঙ্গে পড়া হয় এবং এই নামাযের নাম ‘তারাবীহর’ নামায এইজন্য রাখা হয়েছে যে লোকেরা এই সময় প্রত্যেক ৪ রাকআত অন্তর বিশ্রাম করে। কেননা, ‘তারাবীহর’ ‘তরবীহাতুন’ শব্দের বহুবচন এবং ‘তরবীহাতুন’ শব্দের অর্থ একবার বিশ্রাম করা।” (ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদীস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪১)

উক্ত ফতোয়া গ্রন্থে আরও লেখা আছে, “কিয়ামে রমযান তারাবীহ নামায থেকে আলাদা। কেননা, তারাবীহর নামাযে জামাআত করা আবশ্যিক শর্ত। যদি একা পড়া হয় তাহলে তারাবীহর নামায হবে না। অপরদিকে ‘কিয়ামে রমযানে’র জন্য জামাআত আবশ্যিক শর্ত নয়। যদিও কেউ জামাআতের সঙ্গে পড়ুক আর না পড়ুক।” (ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদীস, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৩)

আহলে হাদীসদের উক্ত ফতোয়া গ্রন্থে পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে তারাবীহর নামাযের জন্য জামাআত শর্ত, একা একা পড়লে তারাবীহর নামায হবে না। সুতরাং বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসটি তারাবীহর নামায কোনদিনই নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘরে একা একা নামায পড়তেন। আর একা একা পড়লে তারাবীহর নামায হবে না এটা আহলে হাদীসদেরই ফতোয়া। তাই আহলে হাদীসরা কিয়ামত পর্যন্ত বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসটাকে তারাবীহর নামায বলে প্রমাণ করতে পারবে না।

তারাবীহর নামায ৮ রাকআত না ২০ রাকআত

গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে এবং তারা ২০ রাকআত তারাবীহর নামাযকে বিদ্আতে উমরী বলে মনে করে যেহেতু হযরত ওমর রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু সর্বপ্রথম জামাআতের সঙ্গে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায কয়েম করেছিলেন। গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ৮ রাকআত তারাবীহর স্বপক্ষে যে হাদীস পেশ করে তা নিচে বর্ণনা করা হল,

১ নং দলীল

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تَوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

হাদীস : হযরত আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু কে জিজ্ঞেস করলেন, রমযান মাসে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐর নামায কেমন ছিল ? প্রতি উত্তরে আন্মা আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে এবং রমযান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআতের বেশী পড়তেন না । প্রথমে চার রাকআত পড়তেন তার সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতা ছিল প্রশ্নাতীত । এরপর চার রাকআত নামায আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতা ছিল প্রশ্নাতীত । এরপর তিন রাকআত নামায আদায় করতেন । আমি (আয়েশা) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আপনি বেতের আদায়ের আগে ঘুমিয়ে যাবেন ? তিনি বললেন : হে আয়েশা ! আমার দুচোখ ঘুমায় বটে কিন্তু আমার কালব নিদ্রাবিভূত হয় না । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-২৯৩)

এই হাদীস কে ইমাম বুখারী (রহঃ) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ বর্ণনায় নিয়েছেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ) রাতের নামাযের বর্ণনায় নিয়েছেন, ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তাহাজ্জুদের বর্ণনায় নিয়েছেন ।

এই হাদীসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণনা করে-ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসেও এগারো রাকআত পড়তেন

সেটা কোন নামায ছিল ? যদি সেটাকে তারাবীহর নামায মনে করা হয় তাহলে ৮ রাকআত তারাবীহ এবং তিন রাকআত বেতের মোট ১১ রাকআত হল এবং এটাকে যদি তাহাজ্জুদের নামায মনে জরা হয় তাহলে ৮ রাকআত তাহাজ্জুদের নামায এবং তিন রাকআত বেতের মোট ১১ রাকআত হয়ে গেল । এই দুটো বর্ননার মধ্যে কেবল মাত্র একটি নামাযই প্রমাণিত হয় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটো নামায প্রমাণিত হয় না । যদি এই নামাযকে তারাবীহর অর্থ নেওয়া হয় তাহলে তাহাজ্জুদের নামায প্রমাণিত হয় না আর এবং যদি এই নামাযকে তাহাজ্জুদের অর্থনেওয়া হয় তাহলে তারাবীহর নামায প্রমাণিত হয় না । তাহলে এই ১১ রাকআত নামাযটি কোন ধরনের নামায তারাবীহ না তাহাজ্জুদ ?

তাহাজ্জুদের নামায রমযান মাসেও পড়া হয় এবং রমযান ছাড়া অন্য মাসেও পড়া হয় । আর তারাবীহর নামায রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসে পড়া হয় না । এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত হয় হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসেও ১১ রাকআত পড়তেন এবং রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসেও ১১ রাকআত নামায পড়তেন তাই এখনে তাহাজ্জুদের নামাযের কথা বলা হয়েছে তারাবীহর নামাযের কথা বলা হয়নি ।

আর তর্কের খতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় উক্ত হাদীসে আশ্মা আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা যে ৮ রাকআত নামাযের কথা বলেছেন সেটা ছিল তারাবীহর নামায তাহলে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে না হয় ৮ রাকআত নামায পড়তেন আর তিনি রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসে যে ৮ রাকআত নামায পড়তেন সেটাও কি তারাবীহর নামায ছিল ? তারাবীহর নামায তো রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসে পড়া হয় না । তাহলে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসে যে ৮ রাকআত নামায পড়তেন সেটা কি নামায ছিল ?

হানাফীদের এই প্রশ্নের জালে গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ফেঁসে গিয়ে পাগলের প্রলাপ বকতে থাকেন । হানাফীদের উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পেরে নিজেদের জঘন্য মসলককে সঠিক প্রমাণ করার জন্য

গোঁজামিল দিয়ে বলে, রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ৮ রাকআত তারাবীহর নামায করে নিতেন এবং রমযান মাস ছাড়া বাকি ১১ মাসে তাহাজ্জুদের নামায করে নিতেন ।

এরকম ধরনের কথা গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের নিছক ধাপ্লাবাজী ছাড়া আর কিছু নয় । রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উক্ত ৮ রাকআত যদি তারাবীহর নামায করে নিতেন তাহলে কি তিনি রমযান মাসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন না ? কেবলমাত্র তিনি কি তারাবীহর নামায পড়েই ক্ষান্ত হয়ে যেতেন ?

সুতরাং এখানে পরিষ্কার বোঝা যায় গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের ফতওয়া অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন না । আর যদি তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন তাহলে তিনি তারাবীহর নামায পড়তেন না । কোনটি ঠিক ? তারাবীহর নামায পড়লে তো তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন না । আর তাহাজ্জুদের নামায পড়লে তারাবীহর নামায পড়তেন না । কেননা গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের কাছে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায এক । তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কোন নামায পড়তেন তারাবীহর নামায না তাহাজ্জুদের নামায ? এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর নামধারী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের কাছে আছে কি ?

এখন হয়তো পুনরায় হানাফীদের প্রশ্নজালে ফেঁসে গিয়ে গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের কুফরী মাসলাককে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য হয়তো আবার বলবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন না, কেবলমাত্র তারাবীহর নামায পড়তেন ।

উত্তরে বলব এটাও আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের গাঁজাখুরি মন্তব্য ছাড়া কিছু নয় । কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর উপর

তাহাজ্জুদের নামায ফরয ছিল, তিনি কোন মতেই রমযান মাসে তাহাজ্জুদের নামায ত্যাগ করতে পারেন না ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُومُ أَوْ لَيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيَقَالَ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

হযরত মুগীরা বিন শো'বা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রে নামাযে (তাহাজ্জুদের নামায) দাঁড়াতে দাঁড়াতে তাঁর পদদ্বয় অথবা পায়ের গোছদ্বয় ফুলে যেত । তাঁকে বলা হল, আপনি এত দীর্ঘক্ষণ কেন নামাযে দাঁড়িয়ে থাকেন ? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দাদের মধ্যে গন্য হব না ? (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১০৬৩)

এই হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য পদদ্বয় এবং পায়ের গোছদ্বয় ফুলিয়ে নিতেন তবুও তিনি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দাদের মধ্যে গন্য হবার জন্য তাহাজ্জুদের নামায পরিত্যাগ করতেন না । তাহলে তিনি রমযান মাসের মত এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মাসের তাহাজ্জুদের নামায পরিত্যাগ করলেন কি করে ? এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর কোনো গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের আছে কি ?

আর আমরা জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন সময় তাহাজ্জুদের নামায পরিত্যাগ করেন নি, তাই তিনি রমযান মাসে তারাবীহর নামায ও তাহাজ্জুদের নামায আলাদা আলাদা পড়তেন । হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অন্য সময়ে যে পরিশ্রম করতেন না, রমযান মাসের শেষ দশকে সেই পরিশ্রম করতেন । (মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা-৩৭২)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, রমযান মাসের শেষ দশক এলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোমর বেঁধে লাগতেন; নিজে রাত জাগরণ করতেন আর বাড়ি ওয়ালাদেরকেও জাগাতেন । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-২৭১)

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, রমযান মাস এলে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐর রং পরিবর্তন হয়ে যেত; তাঁর নামায বৃদ্ধি হত এবং তিনি বিনিত ভাবে দূয়া প্রার্থনায় ব্যাকুল হতেন । (শুআবুল ইমান, পৃষ্ঠা-৩১০)

উপরিউক্ত হাদীসগুলি দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অন্য মাস অপেক্ষা বেশী ইবাদত বন্দেগী করতেন । এই তিনি এত অধিক ইবাদতে মশগুল থাকতেন যে তাঁর শরীর মোবারকের রং পরিবর্তন হয়ে যেত এবং রমযান মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐর নামায বৃদ্ধি পেত ।

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন, আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন তাঁর (অর্থাৎ রসূলুল্লাহর) নামায বৃদ্ধি হত আর আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণিত বুখারী শরীফের যে হাদীস দ্বারা ৮ রাকআত তারাবীহর প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তাতে আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে এবং রমযান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআতের বেশী পড়তেন না । অপরদিকে আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা নিজে বলছেন তাঁর (অর্থাৎ রসূলুল্লাহর) নামায বৃদ্ধি হত ।

এখানে দিবালোকের মতো পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়, যে নামাযটি রমযান ও রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসে ১১ রাকআত (৮ রাকআত

তাহাজ্জুদ ও ৩ রাকআত বেতের) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পড়তেন সেটা তাহাজ্জুদ নামায । আর রমযান মাসে বৃদ্ধি হত সেটা তারাবীহর নামায । অন্যথায় আন্মা আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা এর উভয় হাদীস পরস্পরবিরোধী সাব্যস্ত হবে । অতএব মানতেই হবে যে, বেতের ৩ রাকআত সহ ১১ রাকআত তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে, তারাবীহর নামায সম্পর্কে নয় ।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উক্ত হাদীসের উপর গায়ের মুকান্নিদ সম্প্রদায়ের লোকেরাই ঠিকমতো মানে না । কেননা উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ৪ রাকআত করে দুবার ৮ রাকআত নামায পড়তেন এবং ৩ রাকআত বেতের সহ মোট ১১ রাকআত নামায পড়তেন । কিন্তু গায়ের মুকান্নিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ২ রাকআত করে ৪ বার মোট ৮ রাকআত নামায পড়ে ১ রাকআত বেতের সহ মোট ৯ রাকআত নামায পড়ে, তাহলে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের কাছে উক্ত হাদীসে উপর আমল ঠিকমত হল কি করে ?

আরও লক্ষ্য করলে দেখা যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তারাবীহর নামায মসজিদে জামাআতের সঙ্গে পড়তেন । যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত যে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদিন রাত্রে মসজিদে নামায পড়লেন বহু সংখ্যক মানুষ হযুরের পিছনে নামায পড়লেন । তার পরে আবার এক রাত্রে নামায পড়লেন (যখন হযুরের নামায পড়ানো খবর ছড়িয়ে গেল) তো প্রচুর মানুষ জামায়েত হল, এইরূপ জামায়েত তৃতীয় বা চতুর্থ রাত্রেও হল কিন্তু হযুর বাড়ি থেকে আর বের হলেন না । সকালে হযুর বললেন, তোমরা যা কিছু করছিলে আমি সব কিছু দেখছিলাম কিন্তু আমার না বের হওয়ার কারণ হল যে আমার ভয় হচ্ছিলো হয়তো তোমাদের উপর এই নামায ফরয না হয়ে যায় আর এই ঘটনা রমযান মাসে হয়েছিল । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৫২)

এখানে এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জামাআতের সঙ্গে মসজিদে তারাবীহর নামায পড়তেন ।

এখানে আমাদের প্রশ্ন হল, হযরত আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু মসজিদে কোন সাহাবীর নিকট না গিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা এর কাছে গিয়ে কেন জিজ্ঞেস করলেন, রমযান মাসে হযরের নামায কেমন ছিল ? উক্ত সাহাবীর আশ্মা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করার অর্থই হল তিনি জানতে চেয়েছেন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘরে কিরকম নামায পড়তেন ? অর্থাৎ এখানে উক্ত সাহাবী তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন । তারাবীহর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন নি ।

সুতরাং উক্ত হাদীসে তাহাজ্জুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে তারাবীহর নামায সম্পর্কে বলা হয়নি । হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) এর পুত্র শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) লিখেছেন,

হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা এর বর্ণিত হাদীসের সঙ্গে তারাবীহর নামাযের কোন সম্পর্ক নেই । (হাশিয়া মা-লা বুদা মিনহো, পৃষ্ঠা-৬৯/ফতওয়া আজীজিয়া, পৃষ্ঠা-৪৮ ১-৪৮৬)

এই হাদীসে উপর পরিপূর্ণ আমল কই

লক্ষ্য করলে দেখা যায় আশ্মা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা কর্তৃক বর্ণিত উক্ত হাদীসের উপর আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা আমল করে না । যেমন,

১) বুখারী শরীফের এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই নামায ৪ রাকআত করে পড়তেন কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা ২ রাকআত করে তারাবীহর নামায পড়ে কেন ?

২) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই নামায একাকী পড়তেন । কেননা, এই হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নামায পড়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, পড়বার কথা বর্ণনা করা হয়নি । কিন্তু আহলে হাদীস দলের লোকেরা পুরো রমযান মাসে এই নামায জামাআতের সাথে পড়ে কেন ?

৩) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই নামায ঘরের মধ্যে পড়তেন । কেননা, এই হাদীসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন যে ইয়া রসূলুল্লাহ ! আপনি বেতের আদায়ের আগে ঘুমিয়ে যাবেন ? তিনি বললেন : হে আয়েশা ! আমার দুচোখ ঘুমায় বটে কিন্তু আমার কালব নিদ্রাভিত্ত হয় না ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা এর কথসোকথনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে এই নামায হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘরের মধ্যে পড়তেন, কেননা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হুজরা শরীফের মধ্যেই ঘুমোতেন । কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা পুরো রমযান মাসে ঘরের পরিবর্তে মসজিদে পড়ে কেন ?

৪) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই নামায পড়ে ঘুমিয়ে যেতেন এবং ঘুম থেকে উঠে বেতের নামায পড়তেন । কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা তারাবীহর নামায শেষ হওয়ার তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে বেতের নামায পড়ে কেন ?

৫) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বেতের নামায একাকী পড়তেন । কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা বেতের নামায রমযান মাসে জামাআতের সঙ্গে পড়ে কেন ?

৬) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা বছর বেতের নামায তিন রাকআত এক সালামে পড়তেন। কিন্তু আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনো কখনো এক রাকআত বেতের পড়েন এবং যদি কখনো তিন রাকআত বেতের পড়েন তাহলে দুই সালামে পড়েন কেন ?

সুতরাং নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা বুখারী শরীফের এই হাদীসের উপর পরিপূর্ণ আমল ত করেই না বরং এই হাদীসের উপর তারা পরিস্কার বিরোধীতা করে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রতিবাদ করলেন না কেন

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) লিখেছেন,

হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ১৪ হিজরীতে মানুষদেরকে তারাবীহর নামাযের জন্য সমবেত করেছিলেন। (তারীখে খুলাফা, পৃষ্ঠা-১৬৬)

আর আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রহঃ) উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা এর জীবনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ উলামার মতে তিনি ৫৮ হিজরীর ১৭ রমযান মঙ্গলবার দিন ইত্তিকাল করেন। (ইসবাহ, পৃষ্ঠা-২৫৩)

সুতরাং বোঝা যায় হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু মসজিদে নববীতে ২০ রাকআত তারাবীহ প্রতিষ্ঠা করার পর হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা ৪৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। অর্থাৎ প্রায় ৪৫ বছর যাবৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা এর সম্মুখে

তাঁর হুজরা সংলগ্ন মসজিদে নববীতে বিরাট জামাআত রূপে হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়িয়েছিলেন। আর হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর জামানা থেকে আজ পর্যন্ত ২০ রাকআত তারাবীহর নামায মসজিদে নববীতে জামাআতের সঙ্গে পড়া হচ্ছে। তাহলে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা দীর্ঘ ৪৫ বছরের মধ্যে একবারো বুখারী শরীফে বর্ণিত উক্ত হাদীসটি ২০ রাকআত তারাবীহর নামায আদায়কারী সাহাবাদের বিরুদ্ধে পেশ করলেন না কেন? আর কেনই বা তিনি সাহাবাদেরকে ৮ রাকআত তারাবীহর আদায় করার জন্য তাগিদ দিলেন না? আর কেনই বা তিনি হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর কাছে গিয়ে বললেন না “হে উমার! এ কি শর্বনাশা কাজ করছো! আমি নিজে দেখেছি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়েছেন। আর তুমি ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ছো।”

কিয়ামত পর্যন্ত গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা একথা প্রমাণ করতে পারবে না যে আম্মা হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা একবারও গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর সম্মুখে গিয়ে ২০ রাকআত তারাবীহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এবং দলীল স্বরূপ ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ার জন্য উক্ত হাদীসটি পেশ করেছেন।

আরও একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তো মহিলারাও মসজিদে গিয়ে জামাআতের সঙ্গে নামায পড়তে পারেন। তাহলে নিশ্চয় আম্মাজান হযরত রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর পিছনে ইক্বেদা করে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়েছেন। আর যদি ২০ রাকআত তারাবীহর নামায না পড়েছেন তাহলে অভিযোগ তো করতে পারতেন। তিনি হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এমন প্রমাণ গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের কাছে আছে কি? কোন প্রমাণ নেই। এর দ্বারা বোঝা যায় যে হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণিত উক্ত

হাদীসটি আদৌ তারাবীহর নামায সম্পর্কে নয় । বরং এটা তাহাজ্জুদ সম্পর্কে ।

এখন যদি পুনরায় হানাফীদের নানা প্রশ্নজালে ফেঁসে গিয়ে কোন গায়ের সম্প্রদায়ের লোক এসে বলেন উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ‘কিতাবু সালাতুত তারাবীহ’ অর্থাৎ ‘তারাবীহর নামায পব’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন বলে এটা তারাবীহর নামায । উত্তরে বলব, ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীসটি কিতাবুত তাহাজ্জুদ অর্থাৎ তাহাজ্জুদ অধ্যায়েও তো বর্ণনা করেছেন । তাহলে এটা তাহাজ্জুদের নামায বলে বিবেচিত হবে না কেন ? আর একটি কথা এখানে বলতে চাই, গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি অধ্যায় বা বাব এতই মানেন তাহলে ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফে ‘কিতাবুত তালাক’ অধ্যায়ে একটি বাব বেঁধেছেন ‘বাবু মান ইজাযা সালাসাত তালাক’ - এখানে তিনি একসাথে তিন তালাককে তিন তালাক বলেই গন্য করেছেন । এখানে গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বাব বা অধ্যায় মানেন না কেন ? এখানে কেন তাঁরা বুখারী শরীফকে পাছা দেখিয়ে পালিয়ে যান ?

এই প্রশ্নের কোন উত্তর গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের হালালী সন্তানের কাছে আছে কি ?

এখন যদি কেউ এঁড়ে হুজ্জুতির উপস্থাপন করে বলেন, আমরা বুখারী শরীফের তালাকের অধ্যায়ের বাব মানি না, তারাবীহর বাব মানি । তাহলে আমরা বলব, উক্ত হাদীসটাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) কেবলমাত্র তারাবীহর অধ্যায়ে বর্ণনা করেন নি তিনি উক্ত হাদীসটাকে তাহাজ্জুদ অধ্যায়েও তো বর্ণনা করেছেন, ইমাম মুসলিম (রহঃ) রাতের নামাযের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তাহাজ্জুদের নামাযের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । তাহলে গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা এতগুলো হাদীসের বাব কেন ছেড়ে পালালেন ?

এখনও যদি গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, আমরা কোন বাব মানি না কেবলমাত্র বুখারী শরীফের তারাবীহর অধ্যায়ের বাব মানি । তাহলে আমরা বলব, আপনাদেরকে কোন বাব মানতে হবে না, চলে যান রাঁচীর পাগলা গারদে এবং সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে ব্রেনের চিকিৎসা করান গিয়ে । তাছাড়া আপনাদের কোথাও যাবার রাস্তা নেই ।

বুখারী শরীফ থেকে ৮ রাকআত তারাবীহর প্রমাণ করা যযীফ মুক্ত নয়

গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বর্ণিত বুখারী শরীফের হাদীসটা থেকে ৮ রাকআত তারাবীহর প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন । অথচ উক্ত হাদীসটা যযীফ মুক্ত নয় । এই হাদীসটির দুটি অবস্থা রয়েছে । প্রথমত সনদের পরিপ্রক্ষিতে সহীহ হওয়া ও দ্বিতীয়ত মতনের পরিপ্রেক্ষিতে সহীহ হওয়া । একথা অবশ্যই সঠিক যে হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীসটা প্রথমত সনদের পরিপ্রক্ষিতে সহীহ । এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই । আর বুখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটা থাকায় সনদের দিকে সহীহ হওয়ার সব থেকে বড় দলীল । কিন্তু মতন ও বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে এই হাদীসটাকে মুহাদ্দিসিনে কেবলমাত্র কঠিনভাবে জেরা করেছেন । তারা বলেছেন যে এই হাদীসটির মতন দুর্বল এবং কিছু মুহাদ্দিস এই বর্ণনাটিকে ‘মুযতারিব’ অর্থাৎ যযীফ বলে গন্য করেছেন । এই সম্পর্কে আহলে হাদীসদের মহামান্য আব্দুর রহমান মুবারকপুরী লিখেছেন,

سلمنا صحة اسناده لكن قد تقرر ان صحة الاسناد لا يستلزم

صحة المتن . (ابكار المنن صفحه ٢٠)

“আমাদের নিকট সনদ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কবুল আছে কিন্তু সনদ সহীহ হলে মতন সহীহ হবে এটা আবশ্যিক নয় ।” (আবকারুল মানান, পৃষ্ঠা-২০)

তিনি আরও লিখেছেন,

كون رجال الحديث ثقات لا يستلزم صحته. (ابكار المنن صفحه ٤٩)

“রিজাল শাঈখে সিকাহ এবং গ্রহণযোগ্য হলে হাদীস সহীহ হবে এই আবশ্যিকভাবে হাদীস হাসান অথবা সহীহ হয়ে যায়না ।” (আবকারুল মানান, পৃষ্ঠা-৪৬)

তাই উসূলে হাদীসের পরি-প্রক্ষিতে বলা যায় হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসটি সহীহ কিন্তু মতনের দিক থেকে হাদীসটা ‘মুযতারিব’ যেটা অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেছেন । তাই এই যযীফ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা সঠিক নয় । আর রইল যে এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে এক্ষেত্রে বলা যায় বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস রইলে তার মতন এবং বিষয়বস্তু সহীহ হবে এটা আবশ্যিক নয় ।

প্রকাশ থাকে যে একথা কেবল হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে বলা হচ্ছে না বরং বুখারী শরীফে অন্য হাদীসও রয়েছে যার মতন তার বাহ্যিক অর্থ যদি পরিবর্তন না করা যায় এবং তার অর্থের তাবীল না করা যায় তাহলে তার মতন ও বিষয়বস্তু শুধু যযীফ নয় বরং একেবারেই ভুল সব্যস্ত হবে । উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি হাদীস পেশ করা হল,

হাদীস :- হযরত ইবনে মুসায়্যিব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হতে মরফু হাদীসে বর্ণিত আছে প্রথম ফিৎনা অর্থাৎ হযরত উসমান গনী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর শহাদাতের ঘটনায় বদরী সাহাবীদের মধ্যে একজনও জীবিত ছিলেন না । তারপর দ্বিতীয় ফিৎনা অর্থাৎ হিরার ঘটনায়

হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় একজন সাহাবীকেও ছাড়া হয় নি। (বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৮৩)

দেখুন এখানে পরিস্কারভাবে এই বর্ণনায় দুটি ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে,

(১) হযরত উসমান গনী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর শহাদাতের পর বদরী সাহাবীদের মধ্যে একজনও জীবিত ছিলেন না।

(২) হিরার ঘটনার পর হৃদয়বিয়ার সন্ধিতে অংশীদার কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না।

অথচ এই দুটি ঘটনা সম্পর্কে বলা যায় এটা সম্পূর্ণ ভুল। হযরত উসমান গনী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর শহাদাতের পর অনেক বদরী সাহাবী জীবিত ছিলেন। যেমন, হযরত তালহা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হযরত যুবাইর রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বদরী সাহাবী ছিলেন তবুও তাঁরা হযরত উসমান গনী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর শহাদাতের পর জীবিত ছিলেন এবং জামালের যুদ্ধে শহীদ হন।

ঠিক সেই রকম আন্মার বিন ইয়াসির রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, হযরত আলী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, হযরত খুজাইমাহ রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু প্রত্যেকেই বদরী সাহাবী ছিলেন তবুও তাঁরা হযরত উসমান গনী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর শহাদাতের পর জীবিত ছিলেন এবং সিফফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ঠিক সেই রকম আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, সালমা বিন আলাকু রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, জায়েদ বিন খালিদ আল জাহনী, রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু জায়েদ বিন রকীম রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এই সমস্ত সাহাবীরা হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় শরীক ছিলেন কিন্তু হিরার ঘটনার পর তাদের প্রত্যেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। হযরত সালমা বিন আলাকুর মৃত্যু হয় ৭৩ হিজরীতে। (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫০) ঠিক সেই রকম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর ইন্তেকাল ৭৩ হিজরীতে হয়। (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৮) এবং জায়েদ বিন রকীম এবং জায়েদ বিন খালিদ আল জাহনী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর ইন্তেকাল ৬৮ হিজরীতে

হিরার ঘটনার পর । সুতরাং সত্যের খাতিরে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হযরত ইবনে মুসায়্যিব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসের মত হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসের বাহ্যিক অর্থের কোন না কোন তাবীল করতে হবে তা নাহয় এই হাদীসের ইযতিরাবের জন্য যয়ীফ বলতে হবে ।

যাইহোক মুহাদ্দিরা হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা এর বর্ণনাগুলো এবং অন্যান্য সাহাবীদের সেই হাদীসগুলো যাতে ১১ রাকআত ছাড়াও ১৩ রাকআত বা তার অধিক রাকআতের পড়ানোর বর্ণনা রয়েছে সেগুলোকে সামনে রাখেই হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা এর বর্ণনাটিকে ‘মুযতারিব’ বলা হয়েছে । তাই হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), আল্লামা যুরকানী (রহঃ) এবং আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) এই হাদীসটা সম্পর্কে বলেছেন,

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেছেন যে, “হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা এর বর্ণনাগুলোতে আহলে ইলমদের (জ্ঞানীদের) জন্য জটিলতার সৃষ্টি করেছে । যাইহোক কিছু মুহাদ্দিস হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা এর বর্ণিত হাদীসটিকে ‘মুযতারিব’ বলে গন্য করেছেন ।” (ফতহুল বারী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬০১)

এই কথাই আল্লামা যুরকানী ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন । (দেখুন-উমদাতুল কারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৮৭)

আল্লামা জালালুদ্দিন (রহঃ) লিখেছেন,

واهل العلم يقولون ان الاضطراب عنها في الحج والرضاع
وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقصر صلاة المسافر .

“মুহাদিসরা বলেছেন যে হজ্বের মাসআলায় এবং রজআতের মাসআলায় এবং হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রাতের নামাযের মাসআলায় এবং মুসাফিরের নামাযের কসরের মাসআলায় হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে ‘মুযতারিব’ হয়েছে।” (তানবিরুল হাওয়ালেক, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১৮৭)

ইমাম নববী (রহঃ) লিখেছেন,

واما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من

الرواة عنها .

“হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে ‘ইখতিলাফ’ ও ‘ইযতিরাব’ হয়েছে।” (নববী, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা-২৫৩)

ইযতিরাব যার দ্বারাই হোক এই হাদীসের মধ্যে ইযতিরাব মওজুদ আছে। এখন এই ‘ইযতিরাব’ এবং ‘ইখতিলাফ’কে তাবীল না করে কোন উপায় নেই। তাই হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা এর বর্ণিত হাদীসে ইযতিরাব অর্থাৎ দুর্বলতা রয়েছে তাই এই হাদীস থেকে দলীল প্রতিষ্ঠা করা আহলে হাদীসদের নিকট জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের আর একটি জবাব

মুহাদিসিনে কেলামদের নিকটও হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসটি তারাবীহর নামাযের সঙ্গে কোন সম্পর্কিত নয়। কেননা, সাধারণভাবে মুহাদিসদের অভ্যাস হল, যে তাঁরা তাহাজ্জুদের

নামাযের জন্য ‘বাব কিয়ামুল লাইল’ এবং তারাবীহর নামাযের জন্য ‘বাব কিয়ামে রমযান’ নামে বাব (অধ্যায়) বৈধেছেন। যেমন,

গ্রন্থের নাম	আহাজ্জুদের বাব	আরাবীহর বাব
১. সহীহ বুখারী শরীফ	বাবু ফজলে কিয়ামুল লাইল	ফজলে মিন কিয়ামে রমযান
২. সহীহ মুসলিম শরীফ	বাবু সালাতুল লাইল	বাবুত তারগীব ফি কিয়ামে রমযান ওয়া হুয়াত তারাবীহ
৩. সুনানে আবু দাউদ	বাবু সালাতুল লাইল	বাবু কিয়ামে শাহরে রমযান
৪. সুনানে তিরমিযী	বাবু ফি ফজলে সালাতুল লাইল	বাবু মাজা ফি কিয়ামে শাহরে রমযান
৫. সুনানে নাসাই শরীফ	কিতাবু কিয়ামুল লাইল	শাওবাব মিন কিয়ামুস সাম
৬. সুনানে ইবনে মাজাহ	বাবু মাজা ফি কিয়ামুল লাইল	বাবু মাজা ফি কিয়ামে শাহরে রমযান
৭. মুআত্তা ইমাম মালিক	বাবু ফি সালাতুল লাইল	বাবু ফি কিয়ামে রমযান
৮. ওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ	বাবু ফি সালাতুল লাইল	বাবু কিয়ামে শাহরে রমযান
৯. মিশকাত শরীফ	বাবু ফি সালাতুল লাইল	বাবু কিয়ামে শাহরে রমযান
১০. রিয়াযুস সালেহীন	বাবু ফি ফজলে কিয়ামুল লাইল	বাবু আযতাবাব কিয়ামে রমযান ওয়া হুয়াত তারাবীহ
১১. সহীহ ইবনে হিব্বান	ফজলে কিয়ামুল লাইল	ফজলে ফিত তারাবীহ
১২. মাজমাওয়াউল যাওয়ায়েদ	বাবু ফি সালাতুল লাইল	কিয়ামে রমযান
১৩. সুনানে কুবরা বাইহাকী	বাবু ফি সালাতুল লাইল	বাবু ফি কিয়ামে শাহরে রমযান
১৪. জামেউল ফাওয়ায়েদ	সালাতুল লাইল	কিয়ামে রমযান ওয়াত তারাবীহ ওয়া গাইর মালিক
১৫. কিয়ামুল লাইলিল সারওয়াসী	বাবু ফি সালাতুল লাইল	কিয়ামে রমযান
১৬. বুলুগুল মারাম	সালাতুল তাওয়া	কিয়ামে রমযান

আর এদিকে হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসটিকে মুহাদ্দিসরা ‘বাবু সালাতুল লাইল’ অর্থাৎ তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। যেমন,

১. সহীহ বুখারী শরীফ - খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৫৪, কিতাবুত তাহাজ্জুদ,
২. সহীহ মুসলিম শরীফ - খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৫৪, বাবু ফি সালাতুল লাইল
ওয়া আদাদ রাকআতিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিল লাইল
৩. সুনানে আবু দাউদ - খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১৮৯ বাবু সালাতুল লাইল
৪. সুনানে তিরমিযী - খণ্ড-১, পৃষ্ঠা - ৯৮ বাবু সালাতুল লাইল
৫. মুআত্বা ইমাম মালিক - খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৯৯, বাবু ফি সালাতুল লাইল
৬. সুনানে নাসাই শরীফ - খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৩৭, কিতাবু কিয়ামুল লাইল
৭. যাদুল মাআদ - খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ১২৫, কিয়ামুল লাইল,

সুতরাং মুহাদ্দিসিনে কেলামদের উক্ত হাদীসটি ‘কিয়ামুল লাইল’ অর্থাৎ তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বাঁধা এব্যাপারে প্রকৃত দলীল যে এই হাদীসটি তাহাজ্জুদের সঙ্গে সম্পর্কিত তারাবীহর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

গায়ের মুকাল্লিদরা বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীসটাকে ‘বাবু ফজলে মিন কিয়ামে রমযান’ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বাবু কিয়ামে শাহরে রমযান এর অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে এই হাদীসটি তারাবীহর নামাযের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এর জবাব হল, ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এই হাদীসটাকে তাহাজ্জুদ এবং কিয়ামে রমযান প্রভৃতি অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যাতে প্রমাণ করেছেন তাহাজ্জুদ যেমন রমযান মাসের বাইরে পড়া হয় ঠিক সেই রকম রমযান মাসেও পড়া হয়।

২ নং দলীল

মুআত্বা ইমাম মালিকের হাদীস

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّهُ قَالَ :
أَمَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِأَحْدَى
نَشْرَةِ رَكْعَةٍ . قَالَ : وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمَعْنَيْنِ ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصِيِّ
بِإِنْ طُولِ الْقِيَامِ . وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ .

হাদীস :- সায়েব বিন ইয়াযীদ রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে হযরত উমর রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু হুকুম দিয়েছিলেন উবাই বিন কাব রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু ও তামীম দারী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহুকে ১১ রাকআত নামায পড়ানোর জন্য । সায়েব বিন ইয়াযীদ রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ইমাম এক রাকআতে ১০০ আয়াত করে পড়তেন । এ পর্যন্ত আমরা লাঠির সাহায্য নিতাম এবং ফজরের আগে পর্যন্ত ফারোগ হতাম না ।

(মুআত্বা ইমাম মালিক, পৃষ্ঠা-১০০, কৃত-হযরত ইমাম মালিক (রহঃ) উর্দু অনুবাদ- আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী, দিল্লী থেকে প্রকাশিত)

মুআত্বা ইমাম মালিকের এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে আহলে হাদীসরা ৮ রাকআত তারাবীহর নামায প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন ।

অথচ এই হাদীস দ্বারা ৮ রাকআত তারাবীহর নামায প্রমাণিত হয় না । কেননা এখানে ১১ রাকআত নামাযের কথা বলা হয়েছে ৮ রাকআতের কথা বলা হয়নি । আর এই হাদীসে ‘তারাবীহ’ শব্দটিও নেই এবং এই হাদীসে বিতের নামাযের কোন উল্লেখ নেই । আহলে হাদীসদের নিকটে বিতের নামায এক রাকআত, তিন রাকআত, পাঁচ রাকআত, সাত রাকআত এবং নয় রাকআত পর্যন্ত । তাই এই ১১ রাকআত নামাযের মধ্যে যদি ১ রাকআত বিতের নামায ধরা হয় তাহলে ১০ রাকআত তারাবীহর নামায হবে, আর যদি ৩ রাকআত বিতের নামায ধরা হয় তাহলে ৮ রাকআত

তারাবীহর নামায হবে, আর যদি ৫ রাকআত বিতের নামায ধরা হয় তাহলে ৬ রাকআত তারাবীহর নামায হবে, আর যদি ৭ রাকআত বিতের নামায ধরা হয় তাহলে ৪ রাকআত তারাবীহর নামায হবে, আর যদি ৯ রাকআত বিতের নামায ধরা হয় তাহলে ২ রাকআত তারাবীহর নামায হবে, তাই এই নামায দ্বারা তারাবীহর নামায প্রমাণিত হয় না। আর যদি এই নামাযকে আহলে হাদীসরা তারাবীহর নামায বলে গন্য করে থাকেন তাহলে তাঁরা কখনো ১০ রাকআত, কখনো ৮ রাকআত, কখনো ৬ রাকআত, কখনো ৪ রাকআত, কখনো ২ রাকআত, তারাবীহর নামায পড়েনা কেন ?

আর এই হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হুকুম দিয়েছিলেন উবাই বিন কাব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ও তামীম দারী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু কে ১১ রাকআত নামায পড়ানোর জন্য। তাই উভয় সাহাবী অর্থাৎ উবাই বিন কাব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ১১ রাকআত তামীম দারী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ১১ রাকআত করে পড়ান তাহলে মোট ২২ রাকআত হয় তাই এই হাদীস দ্বারা ৮ রাকআত তারাবীহর নামায প্রমাণিত হয় না। আর এই হাদীসে রমযান মাসের কোন উল্লেখ নেই তাই এটা কোন নামায ছিল এটা পরিস্কারভাবে বলা যায় না। যদিও ইমাম মালেক (রহঃ) এই হাদীসটাকে ‘বাবু মা-জা ফি কিয়ামে রমযান’ অধ্যায়ে লিখেছেন।

সনদের দিকে লক্ষ্য করুন

এই হাদীসটাকে আহলে হাদীসদের আলেম সাদিক সিয়ালকুটি তাঁর ‘সালাতুর রসূল’ কিতাবের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “এই হাদীসের সনদ সহীহ। কেউ এর উপর জেরা করেন নি।” এটা সাদিক সিয়ালকুটি সাহেবের অজ্ঞানতার পরিচয়। কেননা, আব্দুল বার মালিকি (রহঃ) ‘মুআত্বা ইমাম মালিকে’র শারাহ গ্রন্থে এই বর্ণনাটিকে বিভ্রান্তি বলে গন্য করেছেন। (যুরকানী শারাহ মুআত্বা)

‘কিয়ামুল লাইল’ এর হাশিয়ায় গায়ের মুকাল্লিদ মৌলবী আব্দুদ তাওয়াব মুলতানী এই হাদীসটাকে যয়ীফ বলেছেন । কেননা, এই হাদীসের প্রথম রাবী মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদকে যয়ীফ বলে স্বীকার করেছেন । এই হাদীসের দ্বিতীয় রাবী ইসা বিন যারিয়াকে মিথ্যাবাদী বলেছেন । সুতরাং আহলে হাদীস মৌলবী আব্দুদ তাওয়াব মুলতানী এই হাদীসটাকে যয়ীফ বলেছেন । মুআত্তা ইমাম মালিকের ১১ রাকআত হাদীসটাকে বর্ণনা করার পরেই ২০ রাকআতের হাদীস বর্ণিত রয়েছে । অথচ আহলে হাদীসদের চোখে সেটা সুজে না । হাদীসটা হল, হযরত ইয়াযীদ বিন রুমান থেকে বর্ণিত যে হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর জামানায় লোকেরা ২৩ রাকআত নামায পড়তেন । আর উসূলে হাদীসের পরিভাষা হল, যদি কোন পরস্পরবিরোধী হাদীস পরপর বর্ণিত হয় তাহলে দ্বিতীয় হাদীসটার দ্বারা প্রথম হাদীসটি মনসুখ হয়ে যায় । সুতরাং ১১ রাকআত হাদীসটি মনসুখ হাদীস । যা আমল করার যোগ্য নয় ।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ফতহুল বারীতে ২০১০ নং হাদীসের ব্যাখ্যার পরিশেষে লিখেছেন, “হযরত উবাই বিন কাব কত রাকআত তারাবীহ পড়তেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে । মুআত্তা মালিকের বর্ণনায় সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হতে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ১১ রাকআত বর্ণনা করেছেন । ইমাম মারওয়াযী (কিয়ামুল লাইল কিতাবে) উক্ত মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হতে ১৩ রাকআত বর্ণনা করেছেন । আবার ইমাম আব্দুর রায্যাক (স্বীয় মুসান্নাফে ৭৭৬০ ক্রমিক নম্বরে) উক্ত মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হতে ২১ রাকআত বর্ণনা করেছেন । এদিকে ইমাম মালিক (রহঃ) সায়েব বিন ইয়াযীদ নামক উক্ত সাহাবীর আর একজন ছাত্র হযরত ইয়াযীদ বিন খুসাইফা হতে ২০ রাকআত বর্ণনা করেছেন । (ফতহুল বারী, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮২) এই হাদীসটি সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হতে তাঁর দুইজন ছাত্র বর্ণনা করেছেন । হযরত ইয়াযীদ বিন খুসাইফা ও মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ । হযরত ইয়াযীদ বিন খুসাইফা এই হাদীসটি সংশয়মুক্ত দ্বিধাহীনভাবে ২০

রাকআত বর্ণনা করেছেন অপরদিকে সাহাবী সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদেদ ছাত্র মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সংশয়যুক্ত দ্বিধাগ্রস্তভাবে কখনও ১১ রাকআত, কখনও ১৩ রাকআত আবার কখনও ২১ রাকআত বর্ণনা করেছেন। উসুলে হাদীসের পরিভাষায় এই রকম বর্ণনাকে ‘মুযতারিব’ বলা হয়। যা যযীফ হাদীসের একটি প্রকার। এ সম্পর্কে ইলাউস সুনান কিতাবের হাশিয়ায় লেখা আছে, “এই শেষোক্ত ছাত্র মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের হাদীস ‘মুযতারিবুল মাতন’। অর্থাৎ মূল রাকআত সংখ্যা হ-য-ব-র-ল হয়ে আছে। এটা বর্ণনা করায় মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের বিভ্রম ঘটেছে। সুতরাং প্রথমত ছাত্র ইয়াযীদ বিন খুসাইফা (নামক নির্ভরযোগ্য তাবিয়ীর) সূত্রে বর্ণিত ২০ রাকআতটাই সংরক্ষিত হাদীস।” (সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৪)

হযরত উমার (রাঃ) এর যুগে তারাবীহর মানা-যর বর্ণনাকারী রাবীরা নিম্নলিখিত,

নং	রাবী নাম	রাকআত সংখ্যা	কিতাবের নাম
১	সাইব বিন ইয়াযীদ	বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে
২	ইয়াযীদ বিন রুমান	২০ (৩ রাকআত বিতের)	মুআত্তা ইমাম মালিক
৩	আব্দুল আজীজ বিন রুফাই	২০ (৩ রাকআত বিতের)	মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা
৪	উবাই বিন কা’ব	২০ (৩ রাকআত বিতের)	মুসনা-দ আহমদ
৫	ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ	২০ (৩ রাকআত বিতের)	মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা
৬	মুহাম্মাদ বিন কা’ব কুরজী	২০ (৩ রাকআত বিতের)	কিয়ামুল লাইল লিল মারওয়ানী
৭	হাসান বসরী	২০ (৩ রাকআত বিতের)	সুনানে আবু দাউদ

এই সমস্ত রাবীরা ২০ রাকআত তারাবীহর নামাযে বর্ণনা করেছেন বাকী রইল সাইব বিন ইয়াযীদ তো এর বর্ণনা নিচে দেওয়া হল,

নং	রাবী নাম	রাকআত সংখ্যা	কিতাবের নাম
১	ইয়াযীদ বিন খুসাইফা	২০ (৩ রাকআত বিতের)	সুনানে কুবরা
২	হারিশ বিন আব্দুর রহমান আবী যাহাব	২০ (৩ রাকআত বিতের)	মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক
৩	মুহাম্মাদ বিন ইনসুফ	বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে

এই বর্ণনাতে বোঝা গেল সাইব বিন ইয়াযীদের তিনজন ছাত্রের মধ্যে ইয়াযীদ বিন খুসাইফা ২০ রাকআত এবং হারিশ বিন আব্দুর রহমান আবী যাহাব ২০ রাকআত (বিতের সহ) বর্ণনা করেছেন। যেমন,

(ক) ইয়াযীদ বিন খুসাইফা এবং হারিশ বিন আব্দুর রহমান আবী যাহাব ক্বারীদের সংখ্যা বলেননি কিন্তু মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ দুজন ক্বারীর নাম বলেছেন একজন উবাই বিন কা'ব অন্যজন তামীম দারী।

(খ) বর্ণনাকারী রাবী তারাবীহর নামায ২০ রাকআতই বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি রাকআতের সংখ্যা ১১ কখনো রাকআত, কখনো ১২ রাকআত আবার কখনো ২১ রাকআত বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের ছাত্ররা যা বর্ণনা করেছেন তা হল,

নং	রাবী নাম	রাকআত সংখ্যা	কিতাবের নাম
১	ইমাম মালিক	১১ রাকআত	মুআত্তা ইমাম মালিক
২	ইয়াহইয়া বিন সায়ীদুনিল ক্বাতান	১১ রাকআত	মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা
৩	আব্দুল আজীজ বিন মুহাম্মাদ আদদারা আমরদী	১১ রাকআত	যয়ীদ বিন আবী মনসুর
৪	মুহাম্মাদ বিন ইসহাক	১৩ রাকআত	কিয়ামুল লাইল লিল মারওয়াযী
৫	দাউদ বিন কায়েস	২১ রাকআত	মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক

এর দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় যে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের পাঁচজন ছাত্রের বর্ণনা পরস্পরবিরোধী এবং মতভেদী।

(ক) এখানে তিনজন ছাত্র ১১ রাকআত বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ১৩ রাকআত যদিও পঞ্চম ছাত্র দাউদ বিন কায়েস ২১ রাকআত বর্ণনা করেছেন।

(খ) ইমাম মালিকের বর্ণনায় ১১ রাকআত পড়বার ও নির্দেশ রয়েছে আমলের কোন বর্ণনা নেই। ইয়াহইয়া আল ক্বাতানের বর্ণনায় নির্দেশের কথা বলা নেই। আব্দুল আজীজ বিন মুহাম্মাদের বর্ণনায় ১১ রাকআতের কথা বলা রয়েছে কিন্তু এতে কোনো নির্দেশ নেই এবং উবাই বিন কা'ব এবং তামীম দারীর কোন উল্লেখ করা নেই। মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় ১৩ রাকআতের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু এতে কোন নির্দেশ নেই এবং উবাই বিন কা'ব এবং তামীম দারীর কোন উল্লেখ করা নেই। এবং দাউদ বিন কায়েসের বর্ণনায় নির্দেশ তো রয়েছে কিন্তু এতে ১১ রাকআতের পরিবর্তে ২১ রাকআতের কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং মুহাম্মাদ বিন ইউসুফের এই বর্ণনাটি ‘মুযতারিব’ এবং এর মতনে ‘ইযতিরাব’ থাকার জন্য যযীফ । আর ‘তাকরিবুন নববী’ কিতাবের ২৩৪ পৃষ্ঠায় আছে, **والاضطراب يوجب ضعف الحديث** “ইযতিরাব বর্ণনাকে যযীফ করে দেয় ।”

সুতরাং উক্ত হাদীসটি যযীফ ।

অপরদিকে দেখা যায় ইমাম মালিক (রহঃ) এর আমল হল উক্ত হাদীসের বিপরীত । তিনি ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন । আল্লামা ইবনে রুশদ (রহঃ) লিখেছেন,

واختار مالك في احد قوليه.... القيام بعشرين ركعة (بدايه المجتهد ج 1 ص 214)

“একটি বর্ণনা বোঝা যায় ইমাম মালিক (রহঃ) ২০ রাকআত তারাবীহর নামায গ্রহণ করেছেন ।” (বিদায়াতুল মুজতাহীদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১৪)

আর উসুলে হাদীসের কায়দা হল, “রাবীর আমল যদি রেওয়াতের বিপরীত হয় তাহলে এই ব্যাপারে এটা দলীল যে বর্ণনাটি ‘সাকিত’ অর্থাৎ রাবীর নিকট বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয় ।” (নুরুল আনওয়ার, পৃষ্ঠা-১৯০)

সুতরাং উক্ত বর্ণনাটি দলীলযোগ্য নয় ।

অপরদিকে আরও দেখা যায় এই বর্ণনাটির রাবী সাইব বিন ইয়াযীদে নিজেই আমল এর বিপরীত । কেননা, সহীহ সনদে বর্ণিত আছে,

عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر

“হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর যুগে ২০ রাকআত তারাবীহ এবং বিতের পড়তাম ।” (মা আরিফাতুস সুনান ওয়াল আশার লিল বাইহাকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৫)

“ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এর সমীকরণ এরকম করেছেন যে সম্ভবত প্রথমদিকে লোকেরা ১১ রাকআত পড়ত পরে ২০ রাকআত তারাবীহ এবং ৩ রাকআত বিতের এর পাবন্দী করেছিলেন ।” (হাশিয়া আসারুস সুনান, পৃষ্ঠা-২২১)

আর যে হাদীসের সনদ ‘মুযতারিব’ হয়ে যায় সেই হাদীসের উপর আমল করা সম্ভব নয়, কেননা একজন রাবীর বর্ণিত হাদীসের সনদে যখন ‘ইযতিরাব’ থাকে অর্থাৎ একজন রাবীই যখন পরস্পরবিরোধী একটাই হাদীসে একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেন তখন কোন বর্ণনাটি নেওয়া সঠিক হবে এক্ষত্রে মুহাদ্দিসরা দ্বিধায় পড়ে যান । (উসূলে হাদীসের পরিভাষায় ‘মুযতারিব’ সেই হাদীসকে বলা হয় যার মধ্যে একজন রাবী থেকে বর্ণনাকারীর বর্ণনাতে সনদে কিংবা মতনের মধ্যে বর্ণনা থাকে অথবা একজন রাবীই পরস্পরবিরোধী হাদীস বর্ণনা করেন ।)

আরও লক্ষ্য করলে দেখা যায় আহলে হাদীসরা এই হাদীসটার উপর আমল করেনা । কেননা,

(১) এই হাদীসে বিতের নামাযের কোন উল্লেখ নেই অথচ আহলে হাদীসরা ৮ রাকআত তারাবীহ ও ১ রাকআত বিতের মোট ৯ রাকআত নামায পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় যা উক্ত হাদীসের খেলাফ ।

(২) এই হাদীসে ১১ রাকআত নামাযের কথা উল্লেখ করা আছে, বিতের নামাযের উল্লেখ নেই, তাই যদি ১১ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে ১ রাকআত বিতের নামায পড়া হয় তাহলে মোট ১২ রাকআত নামায হয়, আর যদি ৩ রাকআত বিতের পড়া হয় তাহলে মোট ১৪ রাকআত নামায হয়, আর যদি ৫ রাকআত বিতের নামায পড়া হয় তাহলে ১৬ রাকআত নামায পড়া হয়, আর যদি ৭ রাকআত বিতের নামায পড়া হয় তাহলে ১৮ রাকআত নামায পড়া হয়, আর যদি ৯ রাকআত বিতের নামায পড়া হয় তাহলে ২০ রাকআত নামায পড়া হয় । যা আহলে হাদীসরা মানে না ।

যেহেতু এই বর্ণনাটি সমস্ত বর্ণনার বিপরীত সেজন্য উলামায়ে কেরামরা এর দু’রকম জবাব লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন,

(ক) এই ১১ রাকআত নামাযের রাবীকে বিভ্রান্তকর বলে গন্য করেছেন। যেমন, ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) লিখেছেন,

ان الاغلب عندى ان قوله احدى عشرة وهم (الزرقانى شرح موطا: ج 1 ص 215)

“আমার নিকট এটাই অধিক আশংখ্যায়ুক্ত যে রাবীর কথা ‘১১ রাকআত’ বিভ্রান্তীকর।” (যুরকানী শারাহ মুআত্ভা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১৫)

(খ) আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) লিখেছেন,

لعل هذا كان من فعل عمر اولا ثم نقلهم الى ثلاث وعشرين.

সম্ভবত ১১ রাকআত হযরত উমার (রাঃ) এর প্রথম যুগের আমল ছিল যা পরবর্তীকালে ২৩ রাকআত (২০ রাকআত তারাবীহ এবং ৩ রাকআত বিতের) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। (উমদাতুল কারী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৫)

(গ) মুন্না আলী ক্বারী হানাতী (রহঃ) লিখেছেন,

وجع بينهما بانه وقع اولا (اي احدى عشرة ركعة في زمان عمر) ثم استقر الامر

على العشرين فانه المتوارث

“এই দুটি ব্যাপারে সামঞ্জস্য এইভাবে করা যেতে পারে যে এটা প্রথম দিকে ছিল কিন্তু পরে ২০ রাকআতে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং এই আমলই উম্মতের মধ্যে ‘মুতাওয়াতির’ এবং ‘মুতাওয়ারিস’ হয়ে চলা আসছে।”

(ঘ) আল্লামা ইবনে আলী আন নিমোবী (রহঃ) লিখেছেন,

وجع البيهقي بينهما كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين واوتروا

بثلاث وقد عدوا ما وقع في زمن عمر كالا جماع.

(৩) এই হাদীসে দেখা যায় হযরত উমর রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু দু'জন সাহাবী অর্থাৎ হযরত উবাই বিন কা'ব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ও হযরত তামীম দারী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহুকে নামায পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু আহলে হাদীসরা মসজিদে একজন ইমাম নিযুক্ত করে যা উক্ত হাদীসের খেলাফ ।

(৪) উক্ত হাদীসে আছে, “সায়েব বিন ইয়াযীদ রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বলেন, ইমাম এক রাকআতে ১০০ আয়াত করে পড়তেন” অর্থাৎ ১১ রাকআতে ১১০০ আয়াত হয় যা আহলে হাদীসরা মানে না এবং এর উপর আমল করে না ।

(৫) উক্ত হাদীসে আছে, সাহাবীরা লাঠির সাহায্য নিতেন কিন্তু আহলে হাদীসরা লাঠির সাহায্য নেয় না যা উক্ত হাদীসের খেলাফ ।

(৬) উক্ত হাদীসে আছে, সাহাবীরা ফজরের আগে পর্যন্ত নামায থেকে ফারেগ হতেন না কিন্তু আহলে হাদীসরা এশার পরে রাতের প্রথম অংশে নামায শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েন । যা উক্ত হাদীসের খেলাফ ।

(৭) উক্ত হাদীসে কুরআন খতম করার কোন উল্লেখ নেই কিন্তু আহলে হাদীসরা তারাবীহর নামাযে কুরআন খতম করে যা উক্ত হাদীসে খেলাফ ।

(৮) উক্ত হাদীসে এরকম কোন উল্লেখ নেই যে সাহাবীরা কত রাকআতের নিয়ত করে নামায পড়তেন । দুই রাকআত করে, না চার রাকআত করে, না এক নিয়তে টানা ১১ রাকআত নামায পড়তেন । কিন্তু আহলে হাদীসরা দুই দুই রাকআত করে নামাযের নিয়ত করে নামায পড়ে যা উক্ত হাদীসের খেলাফ । যদি তারা দুই রাকআতের নিয়ত করে নামায পড়ায় তাহলে ৫ বার নিয়তে ১০ রাকআত হয় এবং ১ রাকআত বাকী থেকে যায় । এই ১ রাকআতটা আহলে হাদীসরা কিভাবে পড়ে ? আর যদি

তারা চার রাকআতের নিয়ত করে তাহলে ২ নিয়তে ৮ রাকআত হয় এবং ৩ রাকআত বাকী থেকে যায় । এই ৩ রাকআতটা আহলে হাদীসরা কিভাবে পড়ে ?

(৯) উক্ত হাদীসে লক্ষ্য করা যায়, হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হুকুম দিয়েছিলেন উবাই বিন কা'ব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ও তামীম দারী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহুকে ১১ রাকআত নামায পড়ানোর জন্য । তাই উভয় সাহাবী অর্থাৎ উবাই বিন কা'ব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ১১ রাকআত ও তামীম দারী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ১১ রাকআত করে পড়ান তাহলে মোট ২২ রাকআত হয় যা আহলে হাদীসরা মানে না এবং এর উপর আমল করে না ।

(১০) আর ২২ রাকআতের পর যদি ১ রাকআত বিতের পড়া হয় তাহলে মোট ২৩ রাকআত নামায হয়, আর যদি ৩ রাকআত বিতের পড়া হয় তাহলে মোট ২৫ রাকআত নামায হয়, যদি ৫ রাকআত বিতের পড়া হয় তাহলে মোট ২৭ রাকআত নামায হয়, যদি ৭ রাকআত বিতের পড়া হয় তাহলে মোট ২৯ রাকআত নামায হয়, যদি ৯ রাকআত বিতের পড়া হয় তাহলে মোট ৩১ রাকআত নামায হয়, যদি ৯ রাকআত বিতের পড়া হয় তাহলে মোট ৩১ রাকআত নামায হয় । যা আহ-ল হাদীসরা মানেও না এবং এর উপর আমলও করে না । সুতরাং নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, আহলে হাদীসরা ‘মুআত্বা ইমাম মালেকের’ উক্ত হাদীসটাকে তাদের আমলের স্বপক্ষে দলীল স্বরূপ পেশ করলেও তারা উক্ত হাদীসের এক অংশও মানে না ।

না তুম সদমে হমে দেতে, না য়ু ফরিয়াদ হাম করতে ।

না খুলতে রাজ সর বস্তা, না য়ু রুস ওয়াইয়াঁ হোতি ॥

৩ নং দলীল

সাহাবী জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

আহলে হাদীস ফিরকার লোকেরা ৮ রাকআত তারাবীহর নামায প্রমাণ করার জন্য নিম্নলিখিত হাদীসটিও পেশ করে থাকেন। হাদীসটি হল,
 عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات واوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا ان يخرج، فلم نزل فيه حتى اصبحت، ثم دخلنا، فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا ان تصلى بنا فقال اني خشيت ان يكتب عليكم

হাদীস :- জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাকআত তারাবীহ পড়িয়ে বিতের পড়িয়েছেন। তারপর আমরা মসজিদ প্রাঙ্গণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর আগমনের আশায় সমবেত হয়ে ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম তবুও তিনি বাড়ি থেকে বের হননি। তারপর আমরা তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে পুরো ঘটনা বললে, তিনি বললেন, আমি জানি তবুও এই নামায তোমাদের প্রতি ফরজ হবার সম্ভাবনা থাকায় আমি আসিনি। (সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযাইমা)

উক্ত হাদীসটি যযীফ

এই হাদীসটাকে বিভিন্ন মুহাদ্দিসিনে কেবলমাত্র যযীফ বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ ইয়াহইয়া বিন ময়ীন (রহঃ) এই হাদীসের রাবী ইসা বিন জারিয়াহ সম্পর্কে বলেছেন,

ليس بذلك عندنا من اكبر “তিনি রেওয়ায়েতের যোগ্য নয় । ইয়াকুব ছাড়া আর কোনও রাবী তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই । তার নিকট অনেক মুনকার রেওয়ায়েত ছিল ।” ইমাম নাসাই (রহঃ) বলেছেন, “ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, منكر الحديث ইসা বিন জারিয়া মুনকার ও পরিত্যক্ত ।” সাজী (রহঃ) ও উকাইলি (রহঃ) যযীফ রাবীদের সূচীতে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন । ইমাম ইবনে আদী (রহঃ) বলেছেন, “তাঁর হাদীস অসংরক্ষিত ।” আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন, “ঢিলেঢালা-যযীফ” (তকরীব)

আহলে হাদীসদের বিখ্যাত আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী এই হাদীসের রাবী ইসা বিন জারিয়া সম্পর্কে বলেছেন, “মুনকার হাদীস, কোনও ব্যক্তির এমন দোষ, যার কারণে তার হাদীস বর্জনের উপযুক্ত ।” (আবকারুল মেনান, পৃষ্ঠা-১৯১) আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানীর ছাত্র শুআইব আরনাউত বলেন, “এই হাদীসটির সনদ দুর্বল ।”

এই হাদীসটি দুটি সনদে বর্ণিত আছে । অপর সনদে রাবী আছেন ইয়াকুব বিন আলকামী । তিনিও মজরুহ রাবী । ইমাম দারকুতনী (রহঃ) বলেছেন, ليس بالقوى “তিনি হাদীসের ব্যাপারে মজবুত নন ।” (মিয়ানুল এ’তেদাল, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৭৮)

সুতরাং সাহাবী জাবীর (রাঃ) বর্ণিত ৮ রাকআত তারাবীহর হাদীসটি যযীফ । এর দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত করা যায় না । তাই আহলে হাদীসরা যে বলেন, সহীহ হাদীস ছাড়া মানা যাবে না এটা তাঁদের চূড়ান্ত ধাপ্তাবাজী ছাড়া আর কিছু নয় ।

৪ নং দলীল

সাহাবী জাবির (রাঃ) বর্ণিত আরও একটি হাদীস

হাদীস :- হযরত জাবির রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বলেন, উবাই ইবনে কা'ব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ওগো আল্লাহর রসূল আজ রাতে আমার দ্বারা একটি কাজ হয়েছে অর্থাৎ রমযানে । হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, সেটি কি ? উবাই রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বলেন, আমরা আপনার সঙ্গে নামায পড়বো । কাজেই আমি ৮ রাকআত ও ৩ রাকআত বিতের পড়েছি অতএব এটি সম্মতি সুন্নত ছিল । এবং তিনি কিছু বলেন নি । (মাজ মাউয জাওয়ায়েদ)

এই হাদীসেও আঠের বর্ণিত হাদীসের দুর্বল রাবী ইসা বিন জারিয়া রয়েছে । তাই এই হাদীসেও উপরোক্ত যাবতীয় দোষগুলি রয়েছে । আর এই হাদীসে তারাবীহর কোন উল্লেখ নেই । এই হাদীসটি উবাই ইবনে কা'ব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর ৮ রাকআত নামায পড়ানোর ঘটনা, অথচ উবাই ইবনে কা'ব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে ২০ রাকআত তারাবীহর ইমাম ছিলেন ।

৫ নং দলীল

সাহাবী উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

حدثنا عبد الأعلى حدثنا يعقوب عن عيسى بن جارية حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء أبي ابن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مني الليلة شيء يعني في رمضان قال وما ذاك يا أبي قال: نسوة في دارى قلن أنا لا نقرأ القرآن فنصلى بصلا تك قال فصليت بهن ثمان ركعات ثم اوترت قال فكان شبه الرضاء ولم يقل شيئاً - (مسند أبي يعلى)

হাদীস :- হযরত উবাই বিন কা'ব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আজ রাতে আমার সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটেছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উবাই সেটা কি? হযরত উবাই বললেন, আমার ঘরে মহিলারা ছিল। তারা বলল, “আমরা কুরআন পড়তে জানিনা। আমরা আপনার পিছনে নামায পড়তে চাই।” তখন আমি ৮ রাকআত এবং বিতের পড়লাম। এটা অনুমতির উদাহরণ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন প্রতিবাদ করলেন না। (মুসনাদে আবী ইয়ালা)

১ নং জবাব :

এই হাদীসের মধ্যে ইসা বিন জারিয়া এবং ইয়াকুব আলকামী রয়েছে। যারা কঠিন মজরুহ এবং যয়ীফ। এদের উপর যে জেরা করা হয়েছে তা আগে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এই হাদীসটি যয়ীফ হওয়ার জন্য দলীল যোগ্য নয়।

২ নং জবাব :

এই বর্ণনাটিকে যদি সমস্ত হাদীস গ্রন্থ থেকে একত্রিত করা যায় তাহলে বোঝা যায় এই বর্ণনাটি হল ‘মুযতারিব’। যেমন,

(ক) এই হাদীসটি তিনটি কিতাবে আছে। ‘মুসনাদে আহমদ’ এর মধ্যে পরিস্কার (رمضان) ‘রমযান’ শব্দটি নেই। ‘মুসনাদে আবী ইয়ালা’র মধ্যে (يعنى رمضان) ‘ইয়াঅনি রমযান’ শব্দ আছে। ‘কিয়ামুল লাইল লিল মারওয়াযী’তে (في رمضان) ‘ফি রমযান’ শব্দ আছে। যখন এই হাদীসটিতে ‘ফি রমযান’ এর মধ্যে এত গলযোগ্য তাই এই হাদীসটির তারাবীহর সঙ্গে কি সম্পর্ক ?

(খ) ‘মুসনাদে আবী ইয়ালা’ এবং ‘কিয়ামুল লাইল লিল মারওয়াযী’তে পরিস্কার বলা হয়েছে যে এই ঘটনা স্বয়ং হযরত উবাই বিন কা’ব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু অপরদিকে ‘মুসনাদে আহমদ’ এর বর্ণনায় আছে,

عن جابر عن أبي بن كعب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخ..

“হযরত জাবির হযরত উবাই থেকে বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসেছিলেন” এর দ্বারা বোঝা যায় এই ঘটনা অন্য কোন সাহাবীর, এটা উবাই বিন কা’ব এর নয়।

(গ) সব থেকে বড় কথা হল এই ৮ রাকআত তারাবীহ পাঠকারী বলেছেন, انه كان معي الليلة شئى “রাতে আমার দ্বারা এই কাজ হল” এবং عملت الليلة عملاً “আজ রাতে আমি এই আমল করেছি” বলেছেন। বোঝা গেল তিনি কেবল সেই রাতেই ৮ রাকআত তারাবীহ পড়েছিলেন এটা সব সময়ের জন্য ৮ রাকআত ছিল না। সেজন্যই তিনি বলছেন, “আমি এই আশ্চর্য কাজ করেছি। সেজন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চুপচাপ ছিলেন যে সাহাবী নিজেই এই কাজকে আশ্চর্যজনক মনে করছেন। সেজন্যই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কাজের কোন প্রতিবাদ করেন নি।

৮ রাকআত তারাবীহর বিরুদ্ধে হারামাইন শরীফের ফতোয়া

সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ কা'বা শরীফে এবং মসজিদে নববীতে এখনও পর্যন্ত জামাআতের সঙ্গে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়া হয়। গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখান থেকে কেবলমাত্র ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে ইমামকে পরিত্যাগ করে চলে আসেন। এদের প্রতি ইঙ্গিত করে শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন উসাইমিন বলেন,

“কিছু মানুষ তারাবীহর নামাযের কিছুটা পড়ে ইমামের পূর্বে চলে যায়; এটা তারাবীহর ফযীলত বঞ্চনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত দন্ডায়মান থাকবে, তাদের জন্য রাত্রী জাগরণের সওয়াব লেখা হবে। সুতরাং আপনারা ইমামের নামায খতম করা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করুন।” (যিয়া-উল লামিঅ, পৃষ্ঠা-৪৬৭)

উক্ত মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন উসাইমিন (রহঃ) সৌদী আরবের একজন বিখ্যাত আল্লামা। তাঁর জন্ম ১৩৪৭ হিজরীর ২১ শে রমযান। আর মৃত্যু ১৪২১ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল। তিনি ১৩৯৮ থেকে ১৪০০ হিজরী পর্যন্ত রিয়াযের ‘জামিয়াতুল ইমাম’ নামক সৌদী আরবের সর্ব বৃহৎ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবোর্ডের সদস্য ছিলেন। আর ১৪০৭ হিজরী থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ‘হাইয়াতু কিবা-রিল উলামা’ নামক সৌদী সরকারের উচ্চতম উলামা সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৪১৪ হিজরীতে ‘ফয়সাল অ্যাওয়ার্ড’ পেয়ে ধন্য হন। এছাড়া তিনি সৌদী রেডিওতে শ্রোতা দেরকে ফতোয়া প্রদান করতেন। আর ১৩৯২ হিজরীতে থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হজ্ব-উমরার মরসুমে লেকচারার হিসাবে খিদমত করেছেন। (হানাফী কেব্লা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৩-১৫৪)

সুতরাং এখানে মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন উসাইমিন (রহঃ) এর এই বক্তব্য থেকে পরিস্কার বোঝা যায় সৌদী আরবের উলামা এবং শাইখরাও তথাকথিত আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছেন। এখানে মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন উসাইমিন (রহঃ) এর বক্তব্য থেকে আরও একটি বিষয়বস্তু পরিস্কার যে সৌদী আরব আহলে হাদীসদের দখলে তা তাদের অস্তিত্বের মতো ষোল আনাই মিথ্যা। যদি তা সত্য সত্যই সৌদী আরব আহলে হাদীসদের দখলে থাকতো তাহলে মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন উসাইমিন (রহঃ) আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখতেন না।

আপনারা মুহাম্মাদী না অন্য কিছু ?

রমযান মাসের মতো অতীত বরকতময় মাসে বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও বঞ্চিত করার বর্তমান নাম ‘আমল বিল হাদীস’ বা ‘আহলে হাদীস’ রাখা হয়েছে। যখন তাদের সঙ্গে কথা বলা হয় তখন তারা বলে, “আমরা শুধু আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া কাউকে মানি না। আমরা শুধুমাত্র ‘মুহাম্মাদী’। আমরা না আবু বকরী, না উমরী, না হানাফী, না শাফেয়ী, না মালেকী, না হাম্বলী। আমাদের প্রত্যেক আমলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মোহর আছে।”

(১) যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে শুধুমাত্র তিন রাত জামাআতের সঙ্গে তারাবীহর নামায পড়িয়েছেন। তারপর আর পড়ান নি। আপনারা যে শুরু থেকে প্রত্যেক বছর পুরো মাস তারাবীহর নামায পড়েন এটা তো হাদীসের খেলাফ। এক্ষেত্রে তো আপনারা ‘মুহাম্মাদী’ রইলেন না। কেননা, এটা না সাহাবী থেকে প্রমানিত না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমানিত।

(২) আপনারা নিজে প্রত্যেক বছর পুরো মাস তারাবীহর নামায পড়েন। এটা তো আপনাদের উসুলের ভিত্তিতে ‘মুহাম্মাদী’ तरीকা নয় ?

কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তারাবীহর নামাযের কথা শেষ অর্থাৎ তৃতীয় দিনে বলেছিলেন ।

(৩) এই নামাযের নাম তারাবীহর নামায রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রেখেছেন না সাহাবারা রেখেছেন ? এই নামাযের নাম তারাবীহর নামায বলে গন্যকারীরা ‘মুহাম্মাদী’ না অন্য কিছু ?

(৪) আপনারা যে পুরো মাস এশার নামাযের সঙ্গে সঙ্গে রাতের প্রথম অংশে তারাবীহর নামায পড়েন এর প্রমাণও হাদীসে নেই । এতেও আপনারা না ‘মুহাম্মাদী’ রইলেন না ‘আহলে হাদীস’ ?

(৫) আপনারা যে রমযান মাসে বিতের নামায জামাআতের সঙ্গে পড়েন এক্ষেত্রেও তো আপনারা না ‘মুহাম্মাদী’ রইলেন না ‘আহলে হাদীস’ রইলেন ?

(৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তারাবীহর নামাযে কোনদিন কুরআন খতম করেন নি এবং কুরআন খতম করার নির্দেশও দেননি । আপনারা কিছু কিছু মসজিদে যে তারাবীহর নামাযে কুরআন খতম করা হয় এবং কিছু কিছু মসজিদে তো কুরআন খতম করার জন্য নামাযে কুরআন উঠিয়ে দেখে দেখে পড়া হয় । এই আমলের ক্ষেত্রে আপনারা না ‘মুহাম্মাদী’ রইলেন না ‘আহলে হাদীস’ রইলেন ?

(৭) আপনারা যে পুরো মাসে ৮ রাকআত তারাবীহ ও ১ রাকআত বিতের মোট ৯ রাকআত নামায পড়েন ও পড়ান । এটাও তো কোন হাদীসে নেই । এক্ষেত্রে আপনারা ‘মুহাম্মাদী’ রইলেন না অন্য কিছু ?

(৮) আপনারা যে বলেন, এগারো মাস এই নামায নফল এবং রমযান মাসে এই নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা হয়ে যায় । এগারো মাস এই নামাযের সময় রাতের শেষ অংশে এবং ঘরে পড়া উত্তম এবং রমযান মাসে এই নামায মসজিদে পড়া উত্তম । এগারো মাস এই নামায একা একা পড়া উত্তম

এবং রমযান মাসে এই নামায জামাআতের সাথে পড়া উত্তম । এই কথা আপনাদের নফসের হাদীসে থাকতে পারে কিন্তু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে কোন প্রমাণ নেই । যদি আপনারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে এক্ষেত্রে আপনারা না ‘মুহাম্মাদী’ রইলেন না ‘আহলে হাদীস’ রইলেন ?

(৯) আপনারা যে জামাআতের সঙ্গে ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পুরো মাস মসজিদে এশার তৎক্ষণাত্ পরে সূনাতে মুআক্কাদা বলেন এবং ২০ রাকআত তারাবীহর নামাযকে বিদ্আত এবং হারাম বলেন । এটাও আপনারা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন নি । এবং আপনারা আজ পর্যন্ত সুন্নত, বিদ্আত, হারাম, সহীহ হাদীস, যযীফ হাদীস কাকে বলে তার পরিপূর্ণ সংজ্ঞাও কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ করতে পারেন নি । প্রয়োজনের সময় আপনারা মুকাল্লিদ উম্মতির লেখা উসূলে ফেকাহ, উসূলে হাদীস প্রভৃতি থেকে চুরি করেছেন তার পরেও আপনারা ‘মুহাম্মাদী’ ও ‘আহলে হাদীস’ থেকেছেন । এর রহস্য কি ? [তথ্যসূত্র : হযরত আল্লামা মাওলানা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)]

এই ৯ টি বিষয়ে আপনারা মুহাম্মাদী না অন্য কিছু ? এটা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারবেন কি ? প্রমাণ করুন অপেক্ষায় থাকলাম । আপনাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেওয়া রইল ।

না খঞ্জর উঠেগা না তলওয়ার উনসে,
ইয়ে বাজু মেরে আজমায়ে হয়ে হাঁয় ।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কি একটাই নামায

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা বার বার একথা প্রচার করে থাকেন যে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামাযের দুইটি নাম । অথচ তাঁরা একথা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন নি । তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায একথার প্রমাণ চাইতে গেলে তারা বলে, যে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আলাদাভাবে পড়েন নি। সেজন্যই তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায। এটাও আহলে হাদীসদের চূড়ান্ত ধাপ্তাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা একথা কোন হাদীসে কোথাও পরিস্কারভাবে বলা নেই যে দুটি নামায আলাদা আলাদা ভাবে পড়ার সাব্যস্ত না থাকলে সেটা একটিই নামায বলে গন্য হবে। এখানে আমার তথাকথিত আহলে হাদীসদের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনারা যে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রামযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আলাদা আলাদা ভাবে পড়ার সাব্যস্ত নেই বলে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একটাই নামায এই বিচার আপনারা কোন হাদীসে পেয়েছেন একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

হাদীস গ্রন্থগুলো ভালোভাবে পড়লেই বোঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ), ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এই নামাযকে কিয়ামে রমযান অধ্যায়ে লিখেছেন। তবুও তাঁরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামাযকে একটাই নামায বলে গন্য করতেন না। কেননা তাঁরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের জন্য আলাদা আলাদা বাব বৈধেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে রমযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ উভয় নামায পড়া উচিৎ। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে বলেন যে ইমাম বুখারী (রহঃ) যেহেতু এই নামাযকে তারাবীহর অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন এবং তাহাজ্জুদের অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন সেজন্য এই দুটো নামায এক। আহলে হাদীসদের এই যুক্তিও ধোপে টিকেনা, কেননা আল্লামা খতীব বাগদাদী (রহঃ) ‘তারীখে বাগদাদ’ গ্রন্থে লিখেছেন যে ইমাম বুখারী (রহঃ) তারাবীহর পর তাহাজ্জুদ উভয় নামাযই পড়তেন। এই কথা আহলে হাদীসদের মহামান্য ও সিহাহ সিভাহর উর্দু তরজমাকারী আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদীও বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ‘তাইসীরুল বারী’তে লিখেছেন,

“ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজে তারাবীহর নামাযের পরে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।” (তাইসীরুল বারী, পৃষ্ঠা-৪৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) ঐর জীবনীতে আরও লেখা আছে যে তিনি রাতের প্রথমার্শে তার শগরিদদের নিয়ে তারাবীহ পড়তেন আর শেষরাতে একাকী তাহাজ্জুদ পড়তেন।

সুতরাং ইমাম বুখারী (রহঃ) নিজে তারাবীহর নামাযের পরে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং ঐ দুটি নামাযকে আলাদা আলাদা নামায বলে মনে করতেন । এখানে আহলে হাদীসরা যে বলেন তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের একটাই নামায তাঁরা কি ইমাম বুখারী (রহঃ) এর থেকে বেশী বুখারী শরীফ বুঝেন ? ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফ লিখে বুখারী শরীফকে বুঝতে পারলেন না আর ইংরেজ মহারানী ভিক্টোরিয়ার অবৈধ সন্তান আহলে হাদীসরা বেশী বুখারী শরীফ বুঝেন ? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! একেই বলে মায়ের থেকে খালার দরদ বেশী । ইমাম বুখারী (রহঃ) একা নন আহলে হাদীসদের মহামান্য এবং বড় মুহাদ্দিস ইংরেজ সরকারের কাছে ‘শামসুল উলামা’ খেতাব গ্রহণকারী আহলে হাদীসদের শাইখুল কুল ফিল কুল মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলবীও তারাবীহর পরে তাহাজ্জুদের নামায আলাদাভাবে পড়তেন । (আল হায়াত বা’দাল মামাত, পৃষ্ঠা-১৩৮) মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেবের দাদা উস্তাদ শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) ঐর পুত্র ছিলেন । তিনি লিখেছেন, “হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসের সঙ্গে তারাবীহর নামযর কোন সম্পর্ক নেই ।” (হাশিয়া মা-লা বুদা মিনহো, পৃষ্ঠা-৬৯ / ফতোয়ায়ে আজীজিয়া, পৃষ্ঠা-৪৮ ১-৪৮৬)

দশ লাখ হাদীসের হাফিয ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে আলাদা আলাদা বলে বিশ্বাস করতেন (মাকনা, পৃষ্ঠা-১৮৪)

অপরদিকে আরও দেখা যায় তাহাজ্জুদের মাঝে ডাকাডাকি জায়েয নয় কিন্তু তারাবীহর নামাযে ডাকাডাকি করা জায়েয । তারাবীহর নামাযের সময় ঘুমোনের আগে আর তাহাজ্জুদের সময় নির্ধারিত নয় তবে ঘুমোবার পরে । তারাবীহর হুকুম মদীনায় হয়েছে আর তাহাজ্জুদের হুকুম মক্কায় হয়েছে । তাহাজ্জুদের হুকুম কুরআন শরীফের সূরা ইয়াসার ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَنفَعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا অর্থাৎ আর রাতে তাহাজ্জুদ পড় এটি তোমার জন্য নফল, অচিরেই তোমাকে তোমার রব প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন । আর তারাবীহর ব্যাপারে নবী

سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ صِيَامَهُ
 আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযা তোমাদের উপর ফরয করেছেন আর আমি তোমাদের উপর এই কিয়ামকে (তারাবীহ) সুন্নত করেছি। (সুনানে নাসাই, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩০৮)

এখানে পরিস্কার বোঝা যায় তাহাজ্জুদের নামায আল্লাহর আয়াত দ্বারা আর তারাবীহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত। অতএব তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায দুটি আলাদা আলাদা নামায।

আহলে হাদীসদের শাইখুল ইসলাম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন, “তারাবীহ আউর তাহাজ্জুদ কো এক কেহনা চাকড়ালবীওঁ কা মাযহাব হয়।” অর্থাৎ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে এক মনে করা চাকড়ালবীদের (হাদীস অস্বীকারকারী) মাযহাব। (আহলে হাদীস কা মাযহাব)

আহলে হাদীসদের মহামান্য ইমাম শাওকানীও তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে এক বলে মান্যকারীদেরকে মূর্থ ও জাহিল বলে গন্য করেছেন।

সুতরাং আহলে হাদীসদের আকাবিরিন উলামাদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায এক নয়।

বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নয়

পশ্চিমবঙ্গের আহলে হাদীসদের বিখ্যাত মাওলানা আইনুল বারী সাহেব বুখারী শরীফের একটি হাদীস অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন, “তারপর (হযরত উমার) দৃঢ় পদক্ষেপ নিলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনু কাবের (রাঃ) পেছনে জামাআত করালেন। পরের রাতে তিনি আবার মসজিদে এলেন

এবং সবাইকে একটি করীর পিছনে জামাআতে নামায পড়তে দেখে বললেন, কি সুন্দর নতুন নিয়ম এটা। তবে হ্যাঁ (শেষরাতে তাহাজ্জুদের) যে নামায থেকে তোমরা শুয়ে থাকতে তাই এই (তারাবীহ) থেকে উত্তম যা তোমরা এখন পড়ছ। তখন লোকেরা প্রথম রাতে তারাবীহ পড়ত।” (আইনী তুহফা সলাতে মুস্তাফা, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০)

এখানে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন তারাবীহর নামায থেকে তাহাজ্জুদ উত্তম। এর দ্বারা বুঝা যায় তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায আলাদা। কেননা দুটি নামায আলাদা বলেই একে অপরের থেকে উত্তম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যায়েদ যদি রহীমের থেকে উত্তম হয় তার মানে যায়েদ ও রহীম আলাদা আলাদা ব্যক্তি। কেননা যায়েদ ও রহীম যদি একই ব্যক্তির দুটি নাম হত তাহলে কোনদিনই বলা সম্ভব নয় যায়েদ রহীমের থেকে উত্তম। অনুরূপভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায একই নামাযের দুটি নাম হত তাহলে কোনদিনই বলা সম্ভব নয় যে তাহাজ্জুদের নামায তারাবীহর থেকে উত্তম। সুতরাং বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমানিত তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায দুটি আলাদা।

তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত আরও কিছু হাদীস

আহলে হাদীসরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে একটাই নামায বলে গন্য করে। কিন্তু দেখা যায় তাহাজ্জুদের নামায বুখারী শরীফে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। এই নামাযকে বুখারী শরীফে কখনো ১১ রাকআত, কখনো ৭ রাকআত, কখনো ৯ রাকআত, আবার কখনো ১৩ রাকআত বর্ণিত আছে। অথচ আহলে হাদীসরা ৭ রাকআত, ৯ রাকআত, ১৩ রাকআতের হাদীসগুলিকে ত্যাগ করে কেবলমাত্র ১১ রাকআতের পিছনে পড়ে আছে। না জানি এর রহস্য কি? যেমন আহলে হাদীসদের মহামান্য ও ১৪ শতাব্দী হিজরীর একমাত্র রিজালশাস্ত্রবিদ আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী তাঁর ‘সালাতুত তারাবীহ’ গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তারাবীহর নামায ১১ রাকআতের থেকেও কম পড়া জায়েয।

তিনি আরও লিখেছেন, “হযরত আয়েশা (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কত রাকআত বিতর পড়তেন ? তখন তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চার রাকআত পড়তেন তারপর বিতর পড়তেন, কখনো তিনি ছয় রাকআত পড়তেন তারপর তিনি ৩ রাকআত বিতর পড়তেন, কখনো তিনি ১০ রাকআত পড়তেন তারপর তিনি ৩ রাকআত বিতর পড়তেন এবং ৭ এর থেকে কম তিনি পড়েন নি এবং ১৩ এর থেকে বেশী পড়েন নি।” (সালাতুত তারাবীহ, পৃষ্ঠা-১০৬)

সুতরাং আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানীর নিকট তারাবীহর নামায ৪ রাকআত, ৬ রাকআত, ৭ রাকআত, ১০ রাকআত ও ১৩ রাকআত তারাবীহর নামায পড়া চলবে। কিন্তু ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়া চলবে না।

বুখারী শরীফের হাদীসেও তাহাজ্জুদের নামায বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। যেমন,

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ يَسْجُدُ السُّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَنَادُ لِلصَّلَاةِ .

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ১১ রাকআত নামায আদায় করতেন এবং তা ছিল তাঁর (স্বাভাবিক) নামায। সে নামাযে তিনি এক একটি সিজদা এত পরিমান করতেন যে, তোমাদের কেউ (সিজদা থেকে) তাঁর মাথা তোলার আগে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারত। আর ফরজের (ফরজ) নামাযের আগে তিনি দু’রাকআত নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি ডান কাতে শুইতেন

যতক্ষণ না নামাযের জন্য তাঁর কাছে মুআজ্জিন আসতো। (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৮)

এই হাদীসটাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে দেখা যায় আহলে হাদীসরা উক্ত হাদীসের উপর আমল করে না। কেননা, (ক) এই হাদীসে ১১ রাকআত নামাযের কথা উল্লেখ করা আছে। এখানে বিতর নামাযের কোন উল্লেখ নেই। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ১১ রাকআত নামায পড়তেন ৮ রাকআতের উল্লেখ নেই। তাই আহলে হাদীসরা এই হাদীসের উপর আমল করতঃ ১১ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে না। ১১ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে না। (খ) এই হাদীসে উল্লেখ আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি সিজদা এত পরিমান করতেন যে, যে কেউ সিজদা থেকে মাথা তোলার আগে পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করতে পারতো। কিন্তু আহলে হাদীসরা এত লম্বা সিজদা করে না। তাই তারা এই হাদীসটাকে মানে না। (গ) এই হাদীসে উল্লেখ আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ডান কাতে শুইতেন যতক্ষণ না নামাযের জন্য তাঁর কাছে মুআজ্জিন আসতো। কিন্তু আহলে হাদীসরা মুআজ্জিন আসা পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকে না। তাই আহলে হাদীসরা এই হাদীসটাকে মানে না। সুতরাং আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায একই হয় তাহলে তারাবীহর নামায পড়ার সময় আহলে হাদীসরা উক্ত বিষয়বস্তু মানে না কেন? অর্ধেক মানা ও অর্ধেক ছেড়ে দেওয়া এটাই কি আহলে হাদীসদের নীতি।

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَغْنِي بِاللَّيْلِ .

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নামায ছিল ১৩ রাকআত অর্থাৎ রাতে। (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৯)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে দেখা যায় আহলে হাদীসরা উক্ত হাদীসের উপর আমল করে না। কেননা, (ক) এই হাদীসে ১৩ রাকআত নামাযের কথা উল্লেখ করা আছে আর আহলে হাদীসরা ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে। (খ) যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদি ১ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ১২ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়, যদি ৩ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ১০ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়, যদি ৫ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ৮ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়, যদি তিনি ৭ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ৬ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়, যদি তিনি ৯ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ৪ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়। যদি আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে তারা কখনো ১২ রাকআত কখনো ১০ রাকআত কখনো ৮ রাকআত কখনো ৬ রাকআত কখনো ৪ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে না কেন? এর রহস্য কি?

(৩) হযরত মাসরুক (রাঃ)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوُتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ .

হযরত মাসরুক (রাঃ) থাকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) ব্যাতিরেকে সাত বা নয় কিংবা এগারো রাকআত। (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯০)

এই হাদীসটাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আর এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায ৭ বা ৯ কিংবা ১১ রাকআত পড়তেন কিন্তু আহলে হাদীসরা ৭ রাকআতও পড়েনা, ৯ রাকআতও পড়েনা এবং ১১

রাকআতও পড়ে না। কেবলমাত্র ৮ রাকআত পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় যা উক্ত হাদীসের খেলাফ। আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে তারা কখনো ৭ রাকআত, কখনো ৯ রাকআত, কখনো ১১ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে না কেন? বলতে পারেন এর গোপন রহস্য কি?

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوُتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ .

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা ১৩ রাকআত নামায আদায় করতেন, বিতর এবং ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) ও এর অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯০)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আর ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত নামায বাদ দিলে তাহাজ্জুদের নামায ১১ রাকআত হয়। আর যদি দ্বারা বুঝা যায় যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিতর নামায ১ রাকআত বা ৩ রাকআত বা ৫ রাকআত বা ৭ রাকআত বা ৯ রাকআত পড়ে থাকেন তাহলে তাহাজ্জুদের নামায ১০ রাকআত বা ৮ রাকআত বা ৬ রাকআত বা ৪ রাকআত বা ২ রাকআত হয়। আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি একটাই হয় তাহলে তারা কখনো ১০ রাকআত কখনো ৮ রাকআত কখনো ৪ রাকআত কখনো ২ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে না কেন? তারা কেন ৮ রাকআত নামায পড়ে মসজিদ থেকে পালিয়ে যায়? বলতে পারেন এর গোপন রহস্য কি?

(৫) আসওয়াদ (রাঃ)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ
قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ
فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذِنَ الْمُؤَذِّنُ وَتَبَّ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ .

আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাতে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর নামায কিরূপ ছিল ? তিনি বললেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রির প্রথমাংশে ঘুমোতেন এবং শেষভাগে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন । নামায শেষে স্বীয় বিছানায় একটু আরাম করতেন । এরপর মুআজ্জিন যখন ফজরের আজান দিতেন তখন তিনি তাড়াহুড়ো করে উঠতেন । গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করতেন । অন্যথায় অজু করে মসজিদে চলে যেতেন । (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯০)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে দেখা যায় আহলে হাদীসরা উক্ত হাদীসের উপর আমল করে না । কেননা, (ক) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রির প্রথম অংশে ঘুমোতেন ও শেষ ভাগে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন । কিন্তু আহলে হাদীসরা তার উল্টো কাজ করে । তারা রাত্রের প্রথম অংশে তারাবীহর নামায আদায় করে নেয় এবং শেষ অংশে ঘুমোয় । যা উক্ত হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত । (খ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায শেষে স্বীয় বিছানায় একটু আরাম করতেন যা আহলে হাদীসরা করেনা । আহলে হাদীসদের কাজই হল হাদীসের বিপরীত আমল করা ।

(৬) হযরত আয়েশা (রাঃ)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصُّبْحِ
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে ১৩ রাকআত নামায আদায় করতেন এরপর সকালে (ফজরের) আজান শোনার পর সংক্ষিপ্ত (কিরআতে) দু'রাকআত আদায় করতেন। (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৯৩)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে দেখা যায় আহলে হাদীসরা উক্ত হাদীসের উপর আমল করে না। কেননা, (ক) এই হাদীসে ১৩ রাকআত নামাযের কথা উল্লেখ করা আছে আর আহলে হাদীসরা ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে। (খ) যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদি ১ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ১২ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়, যদি ৩ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ১০ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়, যদি ৫ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ৮ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়, যদি তিনি ৭ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ৬ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়, যদি তিনি ৯ রাকআত বিতর পড়তেন তাহলে ১৩ রাকআত তাহাজ্জুদ হয়। আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি এক হয় তাহলে তারা কখনো ১২ রাকআত কখনো ১০ রাকআত কখনো ৮ রাকআত কখনো ৬ রাকআত কখনো ৪ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে না কেন? এর রহস্য কি?

(৭) হযরত মাসরুক (রাঃ)

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَىَّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ يَقُومُ
إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ

হযরত মাসরুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কোন আমলটি সর্বাধিক প্রিয় ছিল? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি

জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন ? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন ? (বুখারী শরীফ, পৃষ্ঠা-১৮৯)

এই হাদীসটাকেও ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন । এই হাদীস থেকে বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোরগের ডাক যখন শুনতে পেতেন তখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন । অর্থাৎ তিনি ভোর বেলায় (রাতের শেষ অংশে) তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন । তাই আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায যদি একই হয় তাহলে তারা মোরগ ডাকার সময় তারাবীহর নামায পড়েনা কেন ? বলতে পারেন এর গোপন রহস্য কি ?

এই হাদীসগুলোর পর্যালোচনা করার পর বলা যায়, এই হাদীসগুলির মধ্যে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করেছে তাই । তাই আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী (রহঃ) লিখেছেন,

“কুরতুবী বলেছেন, বিজ্ঞজনের নিকট হাদীসে আয়েশার জটিলতা এমনকি অনেকে হাদীসটিকে মুযতারাব (হ-য-র-ল-) বলেছেন অর্থাৎ এলোমেলো ও পরস্পর বিরোধ দোষে দুষিত ।” (ফতহুল বারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬) এই কথাই আল্লামা যুরকানী ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল কারী গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৪৭২ পৃষ্ঠায় বলেছেন ।

আল্লামা আব্দুল বার মালিকী (রহঃ) বলেছেন,

“হজ্জ, শিশুদের দুধপান, রাতের নামায ও মুসাফিরের কসর বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস পরস্পর বিরোধ দোষে দুষিত ।” (আত তামহীদ) মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, আয়েশা (রাঃ) নয়, নীচের কোন রাবী ভুল করেছেন ।” (নববী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৩)

সুতরাং বুখারী শরীফে আম্মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৮ রাকআতের হাদীস দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠা করা যায় না ।

২০ রাকআত তারাবীহর প্রমাণ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত বুখারী শরীফের যে হাদীস আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা ৮ রাকআত তারাবীহর কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে তা উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেল সেটা তারাবীহর নামায নয় বরং তাহাজ্জুদের নামায। এখন আমরা দেখব ২০ রাকআত তারাবীহর নামায সম্পর্কে হাদীস শরীফে কি বলা হয়েছে।

১ নং দলীল

২০ রাকআত তারাবীহর মরফু হাদীস

عن ابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين
ركعة والوتر (مصنف ابن أبي شيبة ج 2 ص 284 باب كم يصلي في رمضان من رعدة)

হাদীস : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু কত্বক বর্ণিত যে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ২০ রাকআত ও বিতের নামায পড়তেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৪, সুনানে বাইহাকী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৮৯)

এই হাদীসের রাবীর অবস্থা

এই হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন উসমানকে বিভিন্ন মুহাদ্দিসরা যয়ীফ বলেছে। তিনি ১৬৯ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ‘ওয়াসিত’ নামক জায়গার বিচারপতি ছিলেন। হযরত ইয়াযীদ বিন হারুন বলেন, “ما قضى على الناس يعنى في زمانه اعدل في قضاء منه” “তঁার যুগে মানুষের বিচার করায় তার চেয়ে বেশী ন্যায় পরায়ন কেউ ছিল না।” (তাহযীব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন উসমান সম্পর্কে লিখেছেন, “ইবরাহীম বিন উসমান ‘ওয়াসিত’ এর কাযী, হাকাম নামক মুহাদ্দিস হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে হাদীস বেত্তাগণ নিরবতা পালন করেছেন। ইসমাইল বিন আবান তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।” (তরীখুল কাবীর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১০) ইমাম ইবনে আদী লিখেছেন, “وهو وإن نسبوه إلى الضعف خير من إبراهيم بن أبي حية” “ইবরাহীম বিন উসমানকে যয়ীফ বলা হলেও ইনি ইবরাহীম বিন আবী হাইয়াহ নামক রাবী থেকে উত্তম।” (কামিল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৯) ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উস্তাদ আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন (রহঃ) বলেছেন, “شيخ ثقة كبير” “ইনি ‘সিক্বাহ’ (নির্ভরযোগ্য) ও বড় শাইখ।” (লিসানুল মিয়ান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭)

কোন রাবীকে ‘সিক্বাহ’ হতে গেলে বুনিয়াদীভাবে দুটি গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথমত তাঁর ‘হুফফায়’ অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি প্রমানিত হওয়া চায় আর দ্বিতীয়ত তাঁকে ‘আদিল’ প্রমানিত হওয়া চায়। ইবরাহীম বিন উসমান আবু শায়বাকে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ‘হুফফায়’ বলেছেন এবং কেউ তাঁর হুফফায়ের উপর জেরা করেননি। আর রইল ‘আদিল’ হওয়ার ব্যাপারে তাঁকে ইমাম শায়বা জেরা করেছেন। ইমাম শায়বার এই

জেরা করাকে আল্লামা যাহাবী (রহঃ) ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছেন। আর আহলে হাদীসরা যে ইবরাহীম বিন উসমানকে জেরা করেন তাঁরা ইমাম শায়বার উপর তকলীদ করেই করেন। ‘তাহযীব’ কিতাবে লিখা আছে, শায়বা সবসময় ‘সিক্বাহ’ রাবী হতেই হাদীস নিতেন। এবং এও লেখা আছে, শায়বা আবু শায়বা থেকে হাদীস নিতেন। এর দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত হয় শায়বা নিজের জেরা থেকে রুজু করে নিয়েছিলেন। শায়বার রুজু করাকে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে রাবী ‘সিক্বাহ’ এবং হাদীসের দরজা সহীহ। আর যদি রুজু প্রমাণিত না হয় তাহলে রাবী বিতর্কিত বলে বিবেচিত হবে। তাহলে হাদীসের দরজা ‘হাসান’ পর্যায়ে আসবে। আহলে হাদীসদের এই হাদীসকে না মানার সব থেকে বড় কারণ হল এই হাদীস হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসের খেলাফ। আর আমি আগেই প্রমাণ করে দিয়েছি হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহা বর্ণিত হাদীসটি তাহাজ্জুদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তারাবীহর ব্যাপারে বলা হয়নি। আর তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা আলাদা নামায। আর সব থেকে বড় কথা হল যদি উম্মত কোন আমলকে কবুল করে নেয় সেটা সহীহ। আর যেটা প্রচলিত আমলের বিপরীত সেটা ‘শায’। এই কথা হাফেজুল হাদীস আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) তাঁর ‘তাদরীবুর রাবী’ গ্রন্থে লিখেছেন। এটাকে অনেক মুহাদিস স্বীকার করেছেন। সুতরাং কোন আমলকে উম্মত কবুল করে নেয় সেটা সহীহ তাই ২০ রাকআতের হাদীসটাকে উম্ম কবুল করে নিয়েছে সেজন্য এই হাদীসটা সহীহ। এর সব থেকে বড় প্রমাণ হল কা’বা শরীফে ও মসজিদে নববীতে ১৪০০ বছর ধরে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায জামাআতের সঙ্গে পড়া হচ্ছে। আর সব থেকে বড় কথা হল ২০ রাকআতের মধ্যে ৮ রাকআতের শামিল আছে। যিনি ২০ রাকআত পড়েন তাঁর ৮ রাকআতের উপরও আমল হয়ে যায়। আর যারা ৮ রাকআত নামায পড়ে মসজিদ ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা বাকী ১২ রাকআত নামাযের সওয়াব থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আর রমযান মাসে সওয়াব থেকে বঞ্চিত ও সওয়াব থেকে বঞ্চিত করার বর্তমান নাম হল ‘আমল বিল হাদীস’ বা ‘আহলে হাদীস’।

হাদীসটা কি সত্যিই যয়ীফ

উসুলে হাদীসের নিয়ম অনুযায়ী বলা যায় ২০ রাকআত তারাবীহর মরফু হাদীসটা যয়ীফ নয়। বরং হাসান পর্যায়ের সহীহ। তার কারণ হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য ৮টি শর্ত থাকা প্রয়োজন। এই ৮টি শর্তের মধ্যে ৪টি রাবীর মধ্যে ও ৪টি রেওয়াতের মধ্যে থাকতে হবে। ৪টি রাবীর মধ্যে যেমন,

(১) রাবীকে মুসলমান হতে হবে, (২) রাবীকে আদিল হতে হবে, (৩) রাবীকে যাবিত হতে হবে এবং (৪) রাবীকে আকিল হতে হবে।

৪টি রেওয়াতের মধ্যে যেমন,

(১) রেওয়াতটা (বর্ণনাটা) যেন কুরআনের বিপরীত না হয়, (২) রেওয়াতটি মশহুর সুন্নতের বিপরীত না হয়, (৩) উম্মে বালওয়ার সঙ্গে যেন সম্পর্কিত না হয় এবং (৪) খয়রুল কুরুন যুগে যেন মাতরুক ওয়াল এহতেজাজ না হয়।

উসুলে হাদীসের এই শর্ত অনুযায়ী ২০ রাকআতের মরফু হাদীসটা সহীহ। কেননা, ৮টি শর্তই এই হাদীসের মধ্যে ফিট হয়ে যায়। রাবীর মধ্যে ৪টি শর্ত যেমন,

(১) রাবীকে মুসলমান হতে হবে :- এই হাদীসের রাবী আবু শায়বা মুসলমান ছিলেন।

(২) রাবীকে আদিল হতে হবে :- এই হাদীসের রাবী আবু শায়বা কেবলমাত্র আদিল ছিলেন তা নয় বরং তিনি ন্যায় বিচারকও ছিলেন। তিনি ‘ওয়াসিত্ব’ নামক জায়গার বিচারপতি ছিলেন। (তাহযীব)

(৩) রাবীকে যাবিত হতে হবে :- রাবীকে যাবিত অর্থাৎ হাদীস সংরক্ষনকারী হতে হবে। আর এই হাদীসের রাবী আবু শায়বা যাবিত ছিলেন। (ফতহুল বারী)

(৪) রাবীকে আকিল হতে হবে :- রাবীকে আকিল অর্থাৎ জ্ঞানবান হতে হবে । আর এই হাদীসের রাবী আবু শায়বা আকিল অর্থাৎ জ্ঞানবান ছিলেন । তা নাহলে তিনি ‘ওয়াসিত্ব’ নামক জায়গার বিচারপতি হতে পারতেন না ।

আর ৪টি রেওয়াতের মধ্যে যে শর্ত রয়েছে সেটিও এই হাদীসের মধ্যে ফিট হয়ে যায় । যেমন,

(১) রেওয়াতটা যেন কুরআনের বিপরীত না হয় :- আর দেখা যায় এই রেওয়াতেটি কুরআনের বিপরীত নয় ।

(২) রেওয়াতটি মশহুর সুন্নতের বিপরীত না হয় :- আর দেখা যায় রেওয়াতটি মশহুর সুন্নতের বিপরীত নয় ।

(৩) উমুমে বাল্‌ওয়ার সঙ্গে যেন সম্পর্কিত না হয় :- আর দেখা রেওয়াতেটি উমুমে বাল্‌ওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় ।

(৪) খয়রুল কুরুন যুগে যেন মাতরুক ওয়াল এহতেজাজ না হয় :- আর দেখা যায় খয়রুল কুরুন যুগে যেন মাতরুক ওয়াল এহতেজাজ ছিল না ।

সুতরাং উসূলে হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলা যায় ২০ রাকআত তারাবীহর মরফু হাদীসটা সহীহ । আর তর্কের খাতিরে যদি এই হাদীসের সনদটিকে যয়ীফ মেনে নেওয়া যায় তাহলেও উম্মত যে আমল গ্রহণ করে নেয় তার সনদ সহীহ না হলেও সেই হাদীসটা সহীহ । কেননা, আব্বাসী জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ) লিখেছেন,

قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له
اسناد صحيح. (تدريب الراوى ص 29)

“উন্মত যদি কোন হাদীসকে গ্রহণ করে নেয় তাকে সহীহ বলা যাবে, যদিও তার সহীহ সনদ না থাকে।” (তাদরীবুর রাবী, পৃষ্ঠা-২৯)

‘নুজহাতুন নজর’ কিতাবে লেখা আছে, “উন্মতের কেবল কবুল করে নেওয়া, বহুল সূত্রে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী।” (পৃষ্ঠা-৪৯)

আল্লামা আব্দুল বার (রহঃ) এর ‘ইসতেযকার’ কিতাবে ১ম খন্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় তিরমিযী শরীফ থেকে বর্ণনা করেছেন, “সমুদ্রের পানি পবিত্র।” ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, যদিও মুহাদ্দিসিনরা এমন সনদের হাদীসকে সহীহ বলেন না। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, “এই হাদীসটি আমার নিকট সহীহ। কেননা উন্মত এটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন।” (আল আজবেবাতুল ফাজেলা, পৃষ্ঠা-২২৯)

আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রহঃ) বলেছেন, “মাইয়েত জীবিতদের অবস্থা, জিয়ারত ও সালাম সব জানতে পারে। এর দ্বারা বোঝা যায় লোকেরা যে তালকিন করে তা সঠিক। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো : তিনি বলেন, ভালো। তিনি লোকদের আমল থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন নতুবা যে হাদীসে এই বিষয়ে বর্ণিত তা যয়ীফ।” (কিতাবুর রুহ, পৃষ্ঠা-১৯)

সুতরাং আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ), আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহঃ), ইমাম বুখারী (রহঃ), আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) প্রভৃতিদের অভিমত অনুযায়ী উন্মত যদি কোন আমল গ্রহণ করে নেয় তা সহীহ। অপরদিকে ২০ রাকআত তারাবীহর নামাযকে উন্মত গ্রহণ করে নিয়েছে তাই এটা সহীহ।

ইবরাহীম বিন উসমানের প্রতি জেরার পরিপূর্ণ জবাব

উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন উসমানকে জেরা করা হলেও উসুলে হাদীসের ভিত্তিতে সেই জেরা সঠিক নয় । কেননা, ইমাম ইবনে আদী বলেছেন, “আবু শায়বার হাদীস সঠিক ।” (তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭০)

তিনি আরও লিখেছেন, “লোকেরা ইবরাহীম বিন আবু শায়বার প্রতি যয়ীফ হওয়া নকল করেছেন কিন্তু তিনি ইবরাহীম বিন আবী হাইয়াহ থেকে উত্তম ।” (তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭০)

আর ইবরাহীম বিন উসমান যদি ইবরাহীম বিন আবী হাইয়াহর থেকে উত্তম হন তাহলে তিনি যয়ীফ কিভাবে হতে পারেন ? আর তাঁর হাদীস কিভাবে যয়ীফ হতে পারে ?

ইবরাহীম বিন উসমানের প্রতি যে ঘেরা করা হয়েছে তা অগ্রহণীয় ও মরদুদ । যেমন, পাকিস্তানের জুবাইর আলী জঙ্গ লিখেছেন, “শায়বা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছেন ।” (তা’দাদ রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-২৯)

যদিও আল্লামা যাহাবী (রহঃ) ও ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর পুরো ইবারতকে সামনে রাখলে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে ইমাম শায়বার জেরা অগ্রহণযোগ্য । স্বয়ং আল্লামা যাহাবী নিকট এই জেরা ভুল প্রমাণিত হয় । যেমন আল্লামা যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন,

كذبه شعبة لكونه روى عن الحكم عن ابن ابي ليلى انه قال شهد صفين من اهل
 بدر سبعون فقال شعبة كذب والله لقد ذاكرت الحكم فما وجدنا شهد صفين
 احدا من اهل بدر غير خزيمة - قلت: سبحان الله! اما شهد ها على! اما شهد ها
 عمار؟ (ميزان الاعتدال للذهبي: ج 1 ص 84)

“ইমাম শায়বা ইবরাহীম বিন উসমানকে এই জন্যই মিথ্যাবাদী বলেছেন যে ইবনে আবী ইয়াল্লা বলেছেন যে সিফফিনের যুদ্ধে ৭০ জন বদরী সাহাবী অংশগ্রহণ করেছেন । শায়বা বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম ইবরাহীম বিন উসমান মিথ্যা কথা বলেছে । আমি নিজে হাকিমের সঙ্গে আলোচনা করেছি তবে খুযাইমাহ ছাড়া কাউকে বদরী পাইনি’ আমি বলছি, (আল্লামা যাহাবী) সুবহান আল্লাহ সিফফিনের যুদ্ধে কি হযরত আলী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু কি উপস্থিত ছিলেন না ? ” (মিয়ানুল এ’তেদাল, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৪)

সুতরাং ইমাম শায়বার মিথ্যাবাদী বলার কারণ বোঝা গেল যে তিনি এই জন্যই মিথ্যাবাদী বলেছেন যে ইবরাহীম বিন উসমান হাকিমের সূত্রে ইবনে আবী ইয়াল্লার এই বানী নকল করেছেন সিফফিনের যুদ্ধে ৭০ জন বদরী সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন । তবে ইবরাহীম বিন উসমানের মিথ্যাবাদী হওয়া কিভাবে প্রমাণিত হয় ? বরং মিথ্যাবাদী তো তখনই প্রমাণিত হতো যখন শায়বা হাকিমের কাছে আলোচনা করতে গেলেন তখন হাকিম এই বর্ণনাটিকে পরিস্কার অস্বীকার করে নিতেন কিন্তু হাকিম অস্বীকার করেন নি । বরং উক্ত আলোচনায় শুধুমাত্র একজন সাহাবীর কথা বলা হয়েছে । বোঝা গেল ইমাম হাকিম বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু সেই ৭০ জন সাহাবীর সংখ্যা বলতে পারেন নি । তাহলে এতে ইবরাহীম বিন উসমানের অপরাধ কি ? আল্লামা যাহাবী (রহঃ) ইমাম শায়বার এই বর্ণনাকে এইভাবে রদ করে দিয়েছেন যে সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আম্মার (রাঃ)ও নিঃসন্দেহে অংশীদার ছিলেন । তাহলে কেবল একজন বা খুযাইমাহ নামক সাহাবীই কিভাবে প্রমাণিত হল ? বোঝা আল্লামা যাহাবীর নিকট এই জেরা মরদুদ । কিন্তু এসব কথা গায়ের মুকাল্লিদদেরকে বোঝাবে

কে ? তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে ইবরাহীম বিন উসমানের উপর কিছু কালাম করা হয়েছে এবং তাকে যযীফ বলা হয়েছে কিন্তু তিনি এমন রাবী নন যে তাঁর বর্ণনা একেবারেই অস্বীকার করা যেতে পারে । হযরত মাওলানা জইবুর রহমান আজমী লিখেছেন,

ابوشیبه کی یہ حدیث چاہے اسناد کے لحاظ سے ضعیف ہو مگر اس لحاظ سے وہ بے حد قوی اور ٹھوس ہے کہ عہد فاروقی کے مسلمانوں کا علانیہ عمل اس کے موافق تھا یا کم از کم آخر میں وہ لوگ اسی پر جم گئے اور روایتوں سے حضرت علی کے زمانہ کے مسلمانوں کا عمل بھی اسی کے موافق ثابت ہوتا ہے اور ہر چار ائمہ مجتہدین کے اقوال بھی اسی کے مطابق ہیں اور عہد فاروقی کے بعد سے ہمیشہ امت کا عمل بھی بلا اضافہ یا اضافہ کے ساتھ اس کے موافق رہا ہے۔ ان باتوں کے انضمام سے ابوشیبه کی حدیث اس قدر قوی و مستحکم ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کو ضعیف کہہ کر جان چھڑانا ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔

“আবু শায়বার এই হাদীস যদিও সনদের পরিপ্রেক্ষিতে যযীফ কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে অধিক মজবুত এবং শক্তিশালী যে উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে মুসলমানদের প্রকাশ্য (২০ রাকআত তারাবীহ) আমলের মুতাবিক । শেষ পর্যন্ত সেই সব লোকেরা তার উপরেই কায়েম ছিলেন এবং হযরত আলী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে মুসলমানদের আমল ও এর মুতাবিক প্রমাণিত হয় এবং চারজন আয়েম্মায়ে মুজতাহীদিনদের বানীও এর মুতাবিক এবং উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগের পর সর্বক্ষণ উম্মতের আমল কোন রকম বাড়াবাড়ী ব্যাতিরেকে এর মুতাবিক ছিল । সুতরাং উপরিউক্ত কথার ফলস্বরূপ বলা যায় আবু শায়বার এই হাদীস এমন মজবুত এবং গ্রহণযোগ্য যে এর পর এই হাদীসকে যযীফ বলা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ।” (রাকআতে তারাবীহ, পৃষ্ঠা-৬০)

অপরদিকে দেখা যায় উম্মত ২০ রাকআত তারাবীহর নামাযকে কবুল করে নিয়েছেন সেইজন্য উক্ত হাদীসটি সহীহ । যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন,

حديث لا وصيه لوارث إنه لا يثبت له أهل الحديث ولكن العامة تلقتة بالقبول
وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآيه الوصيه له۔

“মুহাদিসরা এই হাদীসটাকে প্রমাণিত বলে মনে করেন না কিন্তু উলামারা এটাকে কবুল করে নিয়েছেন এবং এর উপর আমলও করেন সেজন্য মুহাদিসরা এই হাদীসটাকে নাসিক বলে গন্য করেছেন।” (ফতহুল মুগিব শারাহ আল ফকিহাতুল হাদীস লিস সাখাবী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৯)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) লিখেছেন,
وذهب بعضهم الى ان الحديث اذا تأيد بالعمل ارتقى من حال الضعف الى مرتبة
القبول۔ قلت: وهو الاوجه عندى۔

“অধিকাংশ মুহাদিসের মতামত হল যে কোন হাদীসের সম্পর্ক যদি উম্মতের আমলের সাথে হয় তাহলে সেটা যয়ীফ পর্যায় থেকে গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আমি (আল্লামা কাশ্মিরী) বলছি যে এই মতামতটি আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।” (ফয়জুল বারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪০৯)

আহলে হাদীসদের শাইখুল ইসলাম সানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন,
بعض ضعف ایسے ہیں جو امت کی تلقی بالقبول سے رفع ہو گئے ہیں
(اخبار اہل حدیث مورخہ ۱۹ اپریل ۱۹۰۷ بحوالہ رسائل اعظمی ص ۳۳۱)

“কিছু যয়ীফ এমনও আছে যা উম্মত গ্রহণ করে নেওয়ার ফলে প্রচলিত হয়ে গেছে।” (আখবারে আহলে হাদীস, ১৯ এপ্রিল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ)

সুতরাং উক্ত হাদীসটি উম্মত গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য সহীহ।
অপরদিকে দেখা যায় এই হাদীসটাকে চারজন মুহাদিস ইবরাহীম বিন উসমান
আবু শায়বা থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন,

(১) ইয়াযীদ বিন হারুন, (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৪)

- (২) আলী বিন যাআদ, (মুজামে কাবীর লিত তিবরানী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৩৩)
 (৩) মনসুর বিন আবী মুজাহম, (সুনানে কুবরা লিল বাইহাকী, খণ্ড-৪৯৬)
 (৪) আবু নুআইম ফজল বিন দকীন, (আল মুনতাখাব মিন মুসনাদে আবিদ বিন হাম্মাদ, পৃষ্ঠা-২১৮)

এই চারজনই ‘সিক্বাহ’ ছিলেন । যেমন ‘তাহযীবুত তাহযীব’ কিতাবের ৬৩৮ পৃষ্ঠায় ইয়াযীদ বিন হারুনকে, ৪৭৫ পৃষ্ঠায় আবু নুআইম ফজল বিন দকীনকে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় মনসুর বিন আলী মুজাহমকে ‘সিক্বাহ’ বলা হয়েছে এবং আল্লামা যাহাবী (রহঃ) ‘সিয়ারু আলামুন নুবালা’ গ্রন্থের ১০ খন্ডের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় আলী বিন যাআদকে ‘সিক্বাহ’ বলেছেন ।

এই চারজন ‘সিক্বাহ’ এবং মহান মুহাদিসগণ ইবরাহীম বিন উসমান আবু শায়বা থেকে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায একমত হয়ে নকল করায় এটা শক্তিশালী দলীল যে উক্ত হাদীসটা প্রমাণিত এবং সহীহ । তা নাহলে এই ‘সিক্বাহ’ মুহাদিসরা উক্ত হাদীসটাকে একমত হয়ে নকল করতেন না ।

২ নং দলীল

২০ রাকআত তারাবীহর আর একটি মরফু হাদীস

عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلی الناس اربعة وعشرين ركعة واوتر بثلاثة (تاريخ جرجان السهمی ص 317، فی نسخة 142)

হাদীস : হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের একটি রাত্রে এলেন এবং লোকদেরকে ৪ রাকআত ফরজ এবং ২০ রাকআত

(তারাবীহ) এবং ৩ রাকআত বিতের পড়ালেন । (তারীখে জর জান লিল হায়শামী, পৃষ্ঠা-৩১৭)

এই হাদীসটি হাসান পর্যায়ের সহীহ । এই হাদীসটাকে উম্মত কবুল করে নিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামগণ খাস করে খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে খাস করে হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, হযরত উসমান রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, হযরত আলী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এবং তাবায়ীনগণ, চারজন আয়েম্মা, উম্মতের মাশায়েখগণ এর উপর আমল করেছেন । এবং হারামাইন শরীফাইনে এই ২০ রাকআত তারাবীহর নামায চালু আছে । আর মুহাদ্দিসরা একথা স্বীকার করেছেন যে উম্মত কবুল করে নেওয়াতে হাদীসের দরজা সহীহ পর্যায়ে পৌঁছে যায় । সুতরাং উক্ত হাদীসটি সহীহ ।

অভিযোগ : এই হাদীসের জন্য বলা হয় যে এই হাদীসে দু'জন রাবী আছেন মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদ আল জওযী এবং উমার বিন হারুন আল বলখী যযীফ ।

জবাব : তিনি হাসানুল হাদীস পর্যায়ের রাবী ।

(১) মুহাম্মাদ বিন হারুন আল জওযী : তিনি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ প্রভৃতির রাবী । (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৭)

যদিও কিছু মুহাদ্দিস তাঁকে জেরা করেছেন কিন্তু অনেক জবরদস্ত মুহাদ্দিস এবং আয়েম্মাগণ তাঁকে ‘সিক্বাহ’ এবং নির্ভরযোগ্য বলেছেন । যেমন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু (وثقه) ‘সিক্বাহ’ বলেছেন । (তাবাক্বাতে হুফায, সুয়ুতী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০) এবং তিনি এও বলেছেন, لا يزال بالرى علم مادام محمد بن حميد حياً “যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদ জীবিত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে আলেম বাকী থাকবেন ।” (তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৫২)

সাহায্যে কেরামদের আমল

৩ নং দলীল

হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ

عن يحيى بن سعيد، ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة
(مصنف ابن أبي شيبة: ج 2 ص 285، باب كم يصلي في رمضان من ركعة)

হাদীস : হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত যে, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে (হযরত উবাই বিন কা'বকে) মানুষদের ২০ রাকআত নামায পড়ানোর নির্দেশ করেছিলেন । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-২৮৫)

অভিযোগ : আহলে হাদীসরা এই হাদীস সম্পর্কে বলেন যে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগ পাননি সেজন্য এই হাদীসটি ‘মুনকাতি’ ।

জবাব : হযরত ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ১৪৪ হিজরীর খাইরুল কুরুন যুগের নেক এবং ‘সিক্বাহ’ মুহাদ্দিস ছিলেন । (তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা-৬২২) আর এটা পরিস্কার যে আহনাফের নিকট খাইরুল কুরুন যুগের ‘ইনকিতা’ এবং ‘ইরসাল’ গ্রহণযোগ্য ।

সুতরাং এই হাদীস সহীহ ।

৪ নং দলীল

হযরত আব্দুল আজীজ বিন রুফাই

كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث
(مصنف ابن ابي شيبة ج 2 ص 285 كم يصلي في رمضان من ركعة)

হাদীস : হযরত আব্দুল আজীজ বিন রুফাই বলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব মদীনায়ে রমযান মাসে মানুষদের ২০ রাকআত (তারাবীহর নামায) পড়াতেন। আর ৩ রাকআত বিতের নামায পড়াতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-২৮৫)

এই হাদীসের রাবী আব্দুল আজীজ বিন রুফাই একজন বিখ্যাত তাবেয়ীন ছিলেন। তিনি হযরত আনাস রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ইবনে জুবাইর রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ইবনে উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং অন্যান্য বড় সাহাবীর শাগরিদ ছিলেন এবং ‘সিক্বাহ’ রাবীও বটেন। (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৯-১৯০)

অভিযোগ : অধিকাংশ গায়ের মুকাল্লিদ বলেন, উক্ত রাবী আজীজ বিন রুফাই এর সাথে হযরত উবাই বিন কা'ব এর সাক্ষাত প্রমাণিত নয় সেজন্য এই হাদীসটি ‘মুনকাতি’।

জবাব : আজীজ বিন রুফাই ১৩০ হিজরীর সিহাহ সিত্তাহর রাবী এবং খাইরুল কুরুন যুগের ‘সিক্বাহ’ রাবী। (তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা-৩৮৯) আহনাফের নিকট খাইরুল কুরুন যুগের ‘ইনকিতা’ এবং ‘ইরসাল’ গ্রহণযোগ্য।

সুতরাং এই হাদীস সহীহ।

كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث
(مصنف ابن ابي شيبة ج 2 ص 285 كم يصلي في رمضان من ركعة)

হাদীস : হযরত আব্দুল আজীজ বিন রুফাই বলেন, হযরত উবাই বিন কা'ব মদীনায় রমযান মাসে মানুষদের ২০ রাকআত (তারাবীহর নামায) পড়াতেন। আর ৩ রাকআত বিতের নামায পড়াতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-২৮৫)

এই হাদীসের রাবী আব্দুল আজীজ বিন রুফাই একজন বিখ্যাত তাবেয়ীন ছিলেন। তিনি হযরত আনাস রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, হযরত ইবনে জুবাইর রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, হযরত ইবনে উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এবং অন্যান্য বড় সাহাবীর শাগরিদ ছিলেন এবং ‘সিক্বাহ’ রাবীও বটেন। (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৯-১৯০)

অভিযোগ : অধিকাংশ গায়ের মুকাল্লিদ বলেন, উক্ত রাবী আজীজ বিন রুফাই এর সাথে হযরত উবাই বিন কা'ব এর সাক্ষাত প্রমাণিত নয় সেজন্য এই হাদীসটি ‘মুনকাতি’।

জবাব : আজীজ বিন রুফাই ১৩০ হিজরীর সিহাহ সিভাহর রাবী এবং খাইরুল কুরুন যুগের ‘সিক্বাহ’ রাবী। (তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা-৩৮৯) আহনাফের নিকট খাইরুল কুরুন যুগের ‘ইনকিতা’ এবং ‘ইরসাল’ গ্রহণযোগ্য।

সুতরাং এই হাদীস সহীহ।

৫ নং দলীল

হযরত ইয়াযীদ বিন রুমান

عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في

رمضان بثلاث وعشرين ركعة (موطأ امام مالك: ص 98)

হাদীস : হযরত ইয়াযীদ বিন রুমান বর্ণনা করেন যে মানুষরা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের জামানায় রমযান মাসে (৩ রাকআত বিতের সহ) ২৩ রাকআত (তারাবীহর নামায) পড়তেন। (মুআত্বা ইমাম মালিক, পৃষ্ঠা-৯৮)

অভিযোগ : গায়ের মুকাল্লিদরা অভিযোগ করেন যে হযরত ইয়াযীদ বিন রুমান হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর যুগ পাননি সেজন্য এর সনদ ‘মুনকাতি’।

১ নং জবাব : এই হাদীস মুআত্বা ইমাম মালিকের মধ্যে মওজুদ রয়েছে। আর মুআত্বা ইমাম মালিকের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মতামত হল :

قال الشافعي: أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك، واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى، فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه، وقد صنف في زمان مالك موطآت كثيرة في تخریج أحاديثه ووصل منقطعه، مثل كتاب ابن أبي ذئب وابن عيينة والثوري ومعر.

“ইমাম শাফেয়ী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বলেছেন, ‘কিতাবুল্লাহর পর সহীহ কিতাব হল মুআত্বা ইমাম মালিক। আর মুহাদ্দিসরা এব্যাপারে

একমত যে এতে যত বর্ণনা রয়েছে সব ইমাম মালিক ও তার মত অনুযায়ী সহীহ । (এজন্যই তাঁরা ‘মুরসাল’ হাদীসকেই সহীহ বর্ণনাযোগ্য মনে করতেন) এবং অন্যের রায়ের উপর এর মধ্যে কোন ‘মুরসাল’ বা ‘মুনকাতি’ এমন নেই যার সনদ অন্যের নিকট মুস্তামিল নয় । এবং ইমাম শাফেয়ী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে ‘মুআত্বা’ এর হাদীসের তাহকীকের জন্য এবং তার ‘মুনকাতি’ কে মুস্তাসিল প্রমাণিত করার জন্য অনেক মুআত্বা রচয়িতা হয়েছেন যেমন, ইবনে আবী যায়েব, ইবনে আওয়ানা, সওরী এবং মুআমির প্রভৃতিদের কিতাব তার প্রমাণ ।” (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃষ্ঠা-২৮১)

তাই গায়ের মুকাল্লিদদের এই অভিযোগ বাতিল সাব্যস্ত হল ।

২ নং জবাব : ইয়াযীদ বিন রুমান ১৩০ হিজরীর ‘সিক্বাহ’ রবী ছিলেন । (তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা-৬৩২) এর আগেই বলা হয়েছে খাইরুল কুরুন যুগের ‘ইনকিতা’ এবং ‘ইরসাল’ মুহাদিসদের নিকট খাস করে হানাফী ও মালেকীদের নিকট সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য । সুতরাং এই হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে । তাই গায়ের মুকাল্লিদদের এই অভিযোগ বাতিল ।

৩ নং জবাব : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, “ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন, ‘মুরসাল’ হাদীসের সমর্থনে অন্য কোন ‘মুরসাল’ অথবা ‘মুসনাদ’ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে । এক্ষেত্রে সে হাদীসটি দুর্বল হলেও আপত্তি নেই ।” (নুখবাতিল ফিকার, পৃষ্ঠা-১০১)

এদিকে ইয়াযীদ বিন হারুনের হাদীসের সমর্থনে অনেক ‘মুরসাল’ হাদীস রয়েছে তাই এটা গ্রহণযোগ্য ।

৬ নং দলীল

হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ

عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقرءون بالمئين، وكانوا يتوكلون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام. (السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 496)

হাদীস : হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর খেলাফতের যুগে রমযান মাসে ২০ রাকআত তারাবীহর পাবন্দী সমস্ত সাহাবা করতেন এবং ২০০ করে আয়াত পড়তেন এবং হযরত উসমান গনী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর খেলাফতের যুগে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারনে লোকেরা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। (সুনানে কুবরা, পৃষ্ঠা-৪৯৬)

এই হাদীসটি বুখারী শরীফের শর্তানুযায়ী সহীহ।

৭ নং দলীল

হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ

عن السائب بن يزيد قال... القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة. (مصنف عبد الرزاق ج 4 ص 201، حديث نمبر 7763)

হাদীস : হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বলেছেন, হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে ৩ রাকআত

বিতের ও ২০ রাকআত তারাবীহ পড়া হত । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০১)

৮ নং দলীল

হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ

عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر

হাদীস : হযরত সাইব বিন ইয়াযীদ রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বলেছেন, আমরা হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে ২০ রাকআত তারাবীহ এবং বিতের পড়তাম । (বাইহাকী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৫)

সাইব বিন ইয়াযীদের বর্ণনার তাহকীক :-

(ক) ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, এর সনদ সহীহ । (মিরকাত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯৪)

(খ) আল্লামা নীমিবী (রহঃ) বলেছেন, এই হাদীস সহীহ । (আসারুস সুনান, পৃষ্ঠা-২২২)

গায়ের মুকাল্লিদরা এই হাদীসের প্রতি অভিযোগ করে বলেন যে এই হাদীসে অংশগ্রহণকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি । এর জবাব হল, এই হাদীসটাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে লোকেরা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এবং হযরত উসমান রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগের মানুষ ছিলেন । তাহলে এটা পরিষ্কার যে তারা সাহাবা অথবা তাবায়ীনরাই হবেন । অমুসলিম হবেন না । কেননা, বাইহাকী শরীফে বলা হয়েছে যে সাইব বিন ইয়াযীদ স্বয়ং বলেছেন, “আমরা উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে ২০ রাকআত তারাবীহ এবং বিতের পড়তাম ।”

গায়ের মুকাল্লিদরা বলেন, “এই বর্ণনাটি ‘শায়’ ।” (তা’দাদ রাকআতে কিয়াম, পৃষ্ঠা-১৬)

গায়ের মুকাল্লিদদের এই দাবী দলীল বিহীন হওয়ার জন্য মরদুদ । সাইব বিন ইয়াযীদে হাদীস এই জন্যই ‘শায়’ নয় যে উবাই বিন কা’ব, ইয়াযীদ বিন হারুন, আব্দুল আজীজ বিন রুফাই, ইয়াহইয়া বিন সাযীদ, মুহাম্মাদ বিন কা’ব কুরাজী এর বর্ণনার মুতাবিক যার মধ্যে ২০ রাকআতের প্রমাণ আছে । সুতরাং এই হাদীসের প্রতি গায়ের মুকাল্লিদদের অভিযোগ বাতিল ।

৯ নং দলীল

হযরত আলী

عن ابى عبد الرحمن السلى عن على رضى الله عنه قال : دعا القراء فى رمضان ، فامر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة . قال : وكان على رضى الله عنه يوتر بهم . (السنن الكبرى للبيهقى ج 2 ص 496)

হাদীস : হযরত আলী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু রমযান মাসে ক্বারীদেরকে ডাকতেন এবং তাঁদের মধ্যে ডেকে একজনকে ২০ রাকআত তারাবীহ পড়ানোর জন্য ইমাম হওয়ার আদেশ করতেন এবং নিজে বিতের পড়াতেন । (সুনানে কুবরা, পৃষ্ঠা-৪৯৬)

১ নং অভিযোগ : গায়ের মুকাল্লিদরা এই হাদীসের উপর অভিযোগ করে বলেন এই হাদীসের রাবী হাম্মাদ বিন সাইব যযীফ ।

জবাব : এর জবাব হল, কিছু কিছু আয়েম্মা হাম্মাদ বিন সাইবকে যযীফ বলেছেন কিন্তু অধিকাংশ আয়েম্মা তাঁকে ‘সিক্বাহ’ রাবীদের মধ্যে গন্য করেছেন । যেমন,

(ক) ইমাম আদী (রহঃ) বলেছেন, **يكتب حديثه مع ضعفه** “এই হাদীস যযীফ হওয়া সত্যেও লেখা যেতে পারে।” (লিসানুল মিয়ান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠ-৩৪৮)

(খ) ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ) তাঁকে ‘সিক্বাহ’ রাবীদের মধ্যে গন্য করেছেন। (তাহযীবুল কামাল, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠ-৩৭৮)

(গ) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) হাম্মাদ বিন সাইব এর হাদীস থেকে ইস্তেদলাল করেছেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠ-২২৪)

(ঘ) ইমাম বাইহাকী (রহঃ) এর নিকটও এই হাদীসটি মজবুত।

(ঙ) আল্লামা যাহাবী (রহঃ) এর মত বিচক্ষণ মুহাদ্দিস তাঁর ‘আল মুনকাতা’ কিতাবের ৫৪২ পৃষ্ঠায় হাম্মাদ বিন সাইব এর ব্যাপারে নিরবতা পালন করেছেন। (তজল্লিয়াতে সফদর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৩)

তাই উসুলে হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে হাম্মাদ বিন সাইব ‘হাসান’ হাদীসের দরজার রাবী। তাই এই হাদীস গ্রহণযোগ্য।

(২) নং অভিযোগ : গায়ের মুকাল্লিদরা এটাও অভিযোগ করে থাকেন যে আত্বা বিন সাইব স্মৃতিশক্তিহীন রাবী। হাম্মাদ বিন সাইব তাদেরই মধ্যে নন যিনি তাঁর কাছ থেকে সাক্ষাত হওয়ার আগে শুনেছেন। (আট রাকআত নামাযে তারাবীহ, পৃষ্ঠা-১৩)

জবাব : প্রথমত আত্বা বিন সাইব যদিও শেষ জীবনে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন কিন্তু এতটাই নয় যে তার হাদীসগুলোকে যযীফ বলে গন্য করা হবে। তাঁর বর্ণিত হাদীস হাসান দরজার সহীহ। ইমাম হায়সামী একটি বর্ণনার ভিত্তিতে লিখেছেন, **وفيه عطاء بن السائب وفيه كلام وهو حسن الحديث** “এই বর্ণনা আত্বা বিন সাইব আছে। এর উপর কালাম করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর হাদীস ‘হাসান’ পর্যায়ের সহীহ।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪২)

আল্লামা যাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, تابعى مشهور حسن الحديث “তিনি বিখ্যাত তাবেয়ীন এবং তাঁর হাদীস ‘হাসান’ পর্যায়ে সহীহ।” (আল মুগনী ফি আজ যুআফা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৯)

ইমাম হাকিম (রহঃ) তাঁর হাদীসকে সহীহ বলে মেনেছেন।
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন,

وكان اختلط بآخره ولم يفحش حتى يستحق ان يعتدل به عن مسلك العدول
(تهذيب التهذيب ج 4 ص 493)

“আত্বা বিন সাইব শেষ জীবনে স্মৃতিশক্তিহীনতার শিকার হয়েছিলেন কিন্তু এতটাই স্মৃতিশক্তিহীন হয়ে যাননি যে তার স্মৃতিশক্তিহীনতার কারণে তাঁকে ‘আদিল’ রাবীদের থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।” (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৯৩)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আত্বা বিন সাইবকে ‘মুকাদামাহ মুসলিম’ এর মধ্যে গ্রহণের যোগ্য এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবীদের মধ্যে গন্য করেছেন।
(মুকাদামাহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-৩)

সুতরাং তিনি হাসান হাদীসের রাবী এবং তাঁর হাদীস ‘হাসান’ পর্যায়ে সহীহ।

অপরদিকে এই হাদীসের সমর্থনে আরও অন্য ২০ রাকআতের হাদীস রয়েছে। তাই এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। তাই গায়ের মুকাল্লিদদের এই হাদীসের প্রতি অভিযোগ বাতিল।

১০ নং দলীল

হযরত আত্বা

ادركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر-

(مصنف ابن أبي شيبة: ج 2 ص 285)

হাদীস : হযরত আত্বা বলেন যে আমি সাহাবাদের এই অবস্থায় পেয়েছি যে তাঁরা রমযান মাসে ২৩ রাকআত ২০ রাকআত তারাবীহ এবং

৩ রাকআত বিতের পড়তেন । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-২৮৫)

এই হাদীসটা বুখারী ও মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী সহীহ ।

১১ নং দলীল

হযরত সাইব বিন উবাইদ

হাদীস : হযরত সাইব বিন উবাইদ বলেন যে হযরত আলী বিন রাবীয়াহ রমযান মাসে পাঁচ তরবীহা (২০ রাকআত) এবং বিতের (৩ রাকআত) মানুষদিগকে পড়াতেন । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-৩৯০)

এই হাদীসটির সনদ ‘হাসান’ পর্যায়ের সহীহ ।

১২ নং দলীল

হযরত আবুল খসীব (রহঃ)

كان يومنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويجات عشرين ركعة
(السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 496 باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان.)

হাদীস : হযরত আবুল খসীব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত সুওয়াইদ বিন গাফালাহ (মৃত্যু ১৩০ বছর বয়সে ৮০ হিজরীতে, মুখাযরাম তাবিয়ী) রমযান মাসে আমাদের ইমামত করবেন । তিনি পাঁচবার বিশ্রাম বৈঠকে করে মোট ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন । (বাইহাকী শরীফ, পৃষ্ঠা-৪৯৬)

এই হাদীসের রাবী সুওয়ায়েদ বিন গাফালাহ একজন বিখ্যাত তাবিয়ী ছিলেন । তিনি আবু বকর রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আলী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ইবনে মাসউদ রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এবং অন্যান্য বিখ্যাত সাহাবীদের দর্শন করেছেন এবং তাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৭) আবুল খাসীব থেকেই এই হাদীসটা বর্ণনা করেছেন ।

১৩ নং দলীল

হযরত নাফী বিন উমার

كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة

(مصنف ابن أبي شيبة: ج 2 ص 285 باب كم يصلي في رمضان من رخصة.)

হাদীস : হযরত নাফী বিন উমার (মৃত্যু ১৬ হিজরী, তাবিয়ী) বলেন, হযরত ইবনে আবী মুলাইকা (মৃত্যু ১১৭ হিজরী তাবিয়ী) রমযান মাসে আমাদের ২০ রাকআত তারাবীহ পড়তেন । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, পৃষ্ঠা-২৮৫)

এই হাদীসটা বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ । এই হাদীসের রাবী হযরত ইবনে আবী মুলাইকা একজন বিখ্যাত তাবেয়ীন ছিলেন । জ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল । ৩০ জন সাহাবীকে তিনি দর্শন করেছেন । (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৫৯)

হযরত নাফী ইবনে উমার ইবনে মুলাইকা থেকে এই হাদীসটা বর্ণনা করেছেন ।

১৪ নং দলীল

মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাজী

قال محمد بن كعب القرظي كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان
عشرين ركعة (قيام الليل للروزي ص 157)

হাদীস : মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাজী বলেন, লোকেরা হযরত উমার (রাঃ) এর যুগে রমযান মাসে ২০ রাকআত তারাবীহ ও ৩ রাকআত বিতের পড়তেন। (কিয়ামুল লাইল, পৃষ্ঠা-১৫৭)

অভিযোগ : গায়ের মুকাল্লিদরা এই হাদীসের প্রতি অভিযোগ করে বলেন, এই হাদীসটা 'মুরসাল' এবং 'মুনকাতি'। কেননা, মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাজীর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সাথে সাক্ষাত প্রমানিত নেই।

জবাব : মুহাম্মাদ বিন কা'ব কুরাজী ১২০ হিজরী সনের খাইরুল কুরুন যুগের 'সিক্বাহ' মুহাদিস ছিলেন। (তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা-৫৩৪) আর জুমহুর মুহাদিসদের নিকট বিশেষ করে হানাফী ও শাফেয়ীদের নিকট খাইরুল কুরনের 'মুরসাল' এবং 'মুনকাতি' গ্রহণযোগ্য। সেজন্য এই হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫ নং দলীল

শুতাইর বিন শ'কল

عن شتير بن شكل: انه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر
(مُصَنَّف ابْن أَبِي شَيْبَةَ: ج 2 ص 285 باب كم يصلي في رَمَضَانَ مِنْ رُكُوعَةٍ)

হাদীস : শুতাইর বিন শ'কল হযরত আলী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ছাত্র, তিনি রমযান মাসে ২০ রাকআত ও ৩ রাকআত বিতের পড়তেন। (বাইহাকী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৮ / মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৫)

এই হাদীসটা 'হাসান' পর্যায়ের সহীহ। এই হাদীস বর্ণনাকারী শুতাইর বিন শ'কল হযরত আলী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ছাত্র ছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত উম্মে হাবীবা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা, হযরত হাফসা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ১৩৮) সুতরাং এই 'হাসান' পর্যায়ের হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

১৬ নং দলীল

আবুল বুখতরী

عن أبي البختري: انه كان يصلي خمس ترويجات في رمضان ويوتر بثلاث
(مُصَنَّف ابن أبي شيبة: ج 2 ص 285 باب كم يصلي في رَمَضَانَ مِنْ رُغَّةٍ.)

হাদীস : আবুল বুখতরী (আলীর ছাত্র) পাঁচ তরবীহা (২০ রাকআত) পড়তেন ও ৩ রাকআত বিতের পড়তেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫)

এই হাদীসের রাবী আবুল বুখতরী হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ইবনে উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, আবু

সায়ীদ খুদরী (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীদের শাগরিদ ছিলেন । কুফাবাসীদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল । (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৭৯)

এই হাদীসের সনদ ‘হাসান’ পর্যায়ের সহীহ ।

১৭ নং দলীল

হযরত সায়ীদ বিন আবী হাসান

হাদীস : হযরত সায়ীদ বিন আবী হাসান (আসহাবে আলী) লোকেদের ৫ তরবীহা (২০ রাকআত) পড়াতেন । (কিয়ামুল লাইল)

১৮ নং দলীল

হযরত আবুল হাসান

عن أبي الحسناء: ان علياً امر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة
(مصنف ابن أبي شيبة ج 2 ص 285، السنن الكبرى ج 2 ص 497)

হাদীস : হযরত আবুল হাসান থেকে বর্ণিত যে হযরত আলী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এক ব্যক্তিকে হুকুম দিয়েছিলেন লোকেদেরকে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়বার জন্য । (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫)

এই বর্ণনাটির সনদ ‘হাসান’ পর্যায়ের সহীহ । এই হাদীসে বলা হয়েছে যে হযরত আলী (রাঃ) হুকুম দিয়েছিলেন লোকেদেরকে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়বার জন্য ।

অভিযোগ : গায়ের মুকাল্লিদরা বলেন আবুল হাসান নামক রাবী ‘মজহুল’ সেজন্য বর্ণনাটি যরীফ ।

জবাব : প্রথমত হানাফীদের নিকট খাইরুল কুরূনের জেহালত তাদলীস এবং ‘ইরসালে’ কোন জেরাই নেই । এবং শাফেয়ীদের নিকট মুরসাল হাদীসের সমর্থনে অপর মুরসাল হাদীস থাকলে জেরা খতম হয়ে যায় । কেননা, আব্দুর রহমান সুলামী ও হযরত হোসেন রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু ও হযরত আলী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ২০ রাকআত তারাবীহর নামায বর্ণনা করেছেন ।

দ্বিতীয়ত আবুল হাসান দু’জন রাবী থেকে এই হাদীস নকল করেছেন ।

(ক) আমরু বিন কায়েস (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৯৭)

এই দু’জন রাবীই হলেন ‘সিক্বাহ’ এবং ‘স্বুদুক’ রাবী ।
(তাকরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা-২৯৯ ও ৪৫৯)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) তাঁর ‘তাকরীবুত তাহযীব’ কিতাবের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তার সারাংশ হল, যে রাবী একাধিক রাবী থেকে বর্ণনা করেন এবং যিনি ‘সিক্বাহ’ তাকে মজহুল বলা যাবে না । আর এদিকে আবুল হাসান থেকে দু’জন রাবী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাই উসুলের ভিত্তিতে বলা যায় আবুল হাসান ‘মজহুল’ নয় । সুতরাং গায়ের মুকাল্লিদদের আবুল হাসানকে ‘মজহুল’ বলা চরম ধৃষ্টতা ।

১৯ নং দলীল

হযরত হাসান বসরী

عن الحسن ان عمر بن الخطاب جمع الناس على ابي بن كعب في قيام رمضان فكان

يصلى بهم عشرين ركعة. (سنن ابي داود ج 1 ص 211 باب القنوت في الوتر)

হাদীস : হযরত হাসান বসরী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহ বর্ণনা করেছেন, হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহ লোকেদেরকে উবাই বিন কা'ব এর ইমামতিতে একত্রিত করেছিলেন । তারা ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন । (সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১১)

এই হাদীসের সমস্ত রাবী ‘সিক্বাহ’ ।

অভিযোগ : গায়ের মুকাল্লিদরা এই হাদীসটির উপর অভিযোগ করে বলেন যে **عشرين ركعة** (আশরিন রাকআতিন) -এই শব্দটি দেওবন্দীরা সংযুক্ত করেছেন । মাহমাদুল হাসান দেওবন্দী (১২৬৮-১৩৩৯) এটা সংযুক্ত করেছেন এবং **عشرين ليلة** (আশরিন লাইলাতিন) ‘২০ রাত’কে **عشرين ركعة** (আশরিন রাকআতিন) অর্থাৎ ২০ রাকআত করে দিয়েছেন । (আট রাকআত নামাযে তারাবীহ, পৃষ্ঠা-৯) কিছু গায়ের মুকাল্লিদ বলেছেন, এই হাদীসটি মিথ্যা । (মিকদার রাকআতে কিয়ামে রমযান, পৃষ্ঠা-৩০)

জবাব : পাকিস্তানের আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ) গায়ের মুকাল্লিদ সুলতান মাহমুদ জালালপুরীর জবাবে লিখেছেন, “আবু দাউদ শরীফের দুটি নুসখা আছে । কিছু নুসখায় ‘আশরিন রাকআতিন’ আছে কিছু নুসখায় ‘আশরিন লাইলাতিন’ রয়েছে । যেরকম কুরআন পাকে দুটি কিরআত থাকলে দুটিকেই মানা উচিত । আমরা দুটি নুসখাকেই স্বীকার করি । কিন্তু ভ্রষ্টতার ইমাম সুলতান মাহমুদ জালালপুরী এই হাদীসটাকে অস্বীকার করলেন এবং অপবাদ দেওবন্দীদের উপর চাপিয়ে দিলেন । (তজল্লিয়াতে সফদর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৬)

অধিকাংশ মুহাদিস এবং মুহাক্কিক এই হাদীসটাকে নকল করেছেন এবং ‘আশরিন রাকআতিন’ অর্থাৎ ২০ রাকআত নকল করেছেন । যেমন,

(ক) আল্লামা যাহবী (রহঃ) আবু দাউদ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে ‘আশরিন রাকআতিন’ নকল করেছেন । (সিয়ারু আলামুন নুবালা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭৬-১৭৭)

- (খ) আল্লামা ইবনে কাসীর । (জামেউল মাসানিদ ওয়া সুনান, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৫)
- (গ) শায়খ মুহাম্মাদ আলী সাবুনী । (আল হাদীউন নবী আসসহীহ ফি সালাতুত তারাবীহ, পৃষ্ঠা-৫৬)
- (ঘ) শাইখুল হিন্দ মাহমাদুল হাসান । (তাহকীক সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১১)
- (ঙ) সৌদী আরবের নুসখা । (১৪২৯ পৃষ্ঠা)

হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে ২০ রাকআত তারাবীহর ছয়জন রাবী আছেন যারা **عشرين ركعة** ওয়ালা নুসখার আবু দাউদ শরীফের হাদীস সহীহ সূত্রে প্রমাণিত । আলহামদু লিল্লাহ ।

এই বর্ণনা থেকে হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে কওলী, ফেলী ও তাকরীরি ২০ রাকআত তারাবীহ সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়ে গেল । আর হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর যুগে যখন এই আমল শুরু হয় তখন সমস্ত মুহাজিরিন এবং আনসারী সাহাবীরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা কেউ এই আমলকে অস্বীকার করেননি । সেজন্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন,

“এটা প্রমাণিত যে হযরত উবাই বিন কা’ব লোকেদেরকে ২০ রাকআত তারাবীহ এবং ৩ রাকআত বিতের পড়াতেন । সেজন্য অধিকাংশ উলামার মতামত হল তারাবীহর নামায ২০ রাকআত সুন্নাত । কেননা, হযরত উবাই বিন কা’ব মুহাজিরিন এবং আনসারদেরকে ২০ রাকআত পড়াতেন । এবং কেউ (২০ রাকআত তারাবীহ সুন্নাত হওয়াকে) অস্বীকার করেন নি ।” (ফতওয়া ইবনে তাইমিয়া, খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১২২)

২০ নং দলীল

হযরত ইমাম য়ায়েদ

روى الامام الحافظ زيد بن علي الهاشمي في مسنده كما حدثني زيد بن علي عن
ابيه عن جده عن علي انه امر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان ان
يصلي بهم عشرين ركعة يسلم في كل ركعتين ويرأوح ما بين كل اربع ركعات
(مسند الامام زيد ص 158، 159)

হাদীস : হযরত ইমাম য়ায়েদ রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু তাঁর পিতা ইমাম জইনুল আবেদীন রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু থেকে তিনি তাঁর পিতা হযরত ইমাম হোসেন রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে হযরত আলী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু যে ইমামকে রমযান মাসে তারাবীহর নামায পড়বার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে বলা হয়েছিল লোকেদেরকে ২০ রাকআত পড়াবে । প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম ফিরাবে । প্রত্যেক চার রাকআত পর ৩৩ পরিমান আরাম করবে যাতে মানুষ ওজু করতে পারে এবং (এও হুকুম দিয়েছিলেন যে ক্বারী) সর্বশেষ বিতের পড়বেন । (মুসনাদে ইমাম য়ায়েদ, পৃষ্ঠা-১৬৮-১৬৯)

এই হাদীসের সমস্ত রাবী আহলে বায়েত এবং ‘সিদ্ধাহ’ ছিলেন ।

২১ নং দলীল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ

كان عبدالله بن مسعود يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف و عليه ليل، قال
الاعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث (قيام الليل للروزي ص 157)

হাদীস : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু আমাদেরকে তারাবীহ পড়াতেন এবং বাড়ি ফিরে যেতেন তখন রাত বাকী থাকতো । এই হাদীসের রাবী আ'মাশ বলেন যে তিনি (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) ২০ রাকআত তারাবীহ এবং ৩ রাকআত বিতের পড়াতেন । (কিয়ামুল লাইল, পৃষ্ঠা-১৫৭)

এই হাদীসের পূর্ণাঙ্গ সনদ আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) এর ‘উমদাতুল কারী শারাহ সহীহ বুখারী’ এর মধ্যে মওজুদ রয়েছে । যেমন,

رواه محمد بن نصر البروزي قال أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن زيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود -

(عمدة القاري ج 8 ص 246 باب فضل من قام رمضان)

এই হাদীসের সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ ।

২২ নং দলীল

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী

ان الناس كانوا يصلون خمس ترويجات في رمضان (كتاب الآثار برواية أبي يوسف: ص 41 باب السهو)

হাদীস : হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) বলেন, লোকেরা রমযান মাসে পাঁচ তরবীহা (২০ রাকআত) পড়তেন । (কিতাবুল আসার, পৃষ্ঠা-৪১)

এই হাদীসের সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ । এবং এই হাদীসের রাবী ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) বিখ্যাত ফকিহ এবং কুফার বিখ্যাত

মুফতী ছিলেন । ইমাম শো'বা (রহঃ) বলেছেন, “তঁার থেকে বড় আলিম আমি দেখিনি ।” (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৮)

১ নং অভিযোগ : গায়ের মুকাল্লিদরা এই হাদীসের উপর অভিযোগ করেন । যেমন, জুবাইর আলী জঈ এই হাদীসের প্রতি কতকগুলি অভিযোগ করেছেন । তিনি লিখেছেন, “এই হাদীসের রাবী ইউসুফ বিন ইউসুফের ‘সিক্বাহ’ হওয়াটি অজ্ঞাত ।”

জবাব : উসুলে হাদীসের কায়েদা হল, গ্রন্থের নিসবত লেখকের নামে মশহুর থাকে তাহলে নিচের রাবীকে দেখার কোন প্রয়োজন নেই । আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, “যে কিতাব বিখ্যাত যে (অমুক লেখকের) তাহলে তার খ্যাতি এবং লিখিত গ্রন্থের মধ্যে সনদ দেখার প্রয়োজন বেকার করে দেয় ।” (আল নাকতুল ইবনে হাজার, পৃষ্ঠা-৫৬)

সুতরাং জুবাইর আলী জঈ সাহেবের ইউসুফ বিন ইউসুফের ‘সিক্বাহ’ না হওয়ার অভিযোগ বাতিল ।

‘আল জাওয়াহীরুল মজিয়াহ’ কিতাবে আল্লামা কুরশী (রহঃ) ইউসুফ বিন ইউসুফের জীবনীতে লিখেছেন যাতে তঁার ফকীহ হওয়া বোঝা যায় । আর ফকীহরা ‘সিক্বাহ’ রাবী । (দেখুন ৪৩৮ ও ৪৩৯)

২ নং অভিযোগ : জুবাইর আলী জঈ লিখেছেন যে কাযী আবু ইউসুফের উপর জেরা হয়েছে ।

জবাব : জুবাইর আলী জঈ সাহেবের এই জেরা মরদুদ । কেননা, ইমামে আযম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে তঁার সত্যতা এবং ‘সিক্বাহ’ হওয়া প্রমাণিত হয় । একবার ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) অসুস্থ হয়েছিলেন । তখন ইমামে আযম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু

তাআলা আনহু তার খবর নেওয়ার জন্য গেলেন । তখন তিনি বললেন, “যদি এই জোয়ান মারা যায় তাহলে ইলমের ক্ষতি হবে কেননা এ একজন আলিম ।”

আয়েম্মা জরাহ ওয়াত তাদিল এবং মুহাদ্দিসরা তাঁকে হাফিজুল হাদীস, সাহিবুস সানাহ, সিক্বাহ প্রভৃতি বলেছেন । সুতরাং জুবাইর আলী জঈ সাহেবের এই জেরা বাতিল ।

২৩ নং দলীল

হযরত সাঈদ বিন জাবির

كان سعيد بن جبير يؤمننا في شهر رمضان فكان يقرأ بالقراءتين جميعاً يقرأ الليلة بقراءة ابن مسعود فكان يصلي خمس ترويضات.

(مصنف عبد الرزاق: ج 4 ص 204 باب قيام رمضان)

হাদীস : হযরত সাঈদ বিন জাবির রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু রমযান মাসে আমাদের ইমামতি করাতেন । তিনি দুই রকম কিরআত পড়তেন । একরাতে ইবনে মাসউদ রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কিরআত এবং অন্যরাতে হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কিরআত । তিনি পাঁচ তরবীহা (অর্থাৎ ২০ রাকআত) পড়তেন । (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৪)

তিনি একজন বিখ্যাত তাবিয়ীন ছিলেন । তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ইবনে যুবাইর রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আদী বিন হাতিম প্রভৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন । কুফার মধ্যে তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি ছিল । হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে অত্যাচার করে হত্যা করেছিল । (তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬২৫)

২৪ নং দলীল

হযরত ইউনুস (রহঃ)

ادرکت مسجد الجامع قبل فتنة ابن الاشعث يصلى بهم عبدالرحمن بن ابي
بکروسعيد بن ابي الحسن وعمران العبدی كانوا يصلون خمس تراویح۔
(قیام اللیل للمروزی: ص 158)

হাদীস : হযরত ইউনুস (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা ইবনুল আশআশ এর ফিৎনার আগে জামে মসজিদ বসরাতে দেখলাম হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী বকরা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু, হযরত যায়ীদ বিন আবী আল হাসান, হযরত ইমরান আবদী রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু লোকেদেরকে পাঁচ তরবীহা (২০ রাকআত) পড়াতেন । (কিয়ামুল লাইল লিল জাওয়ী, পৃষ্ঠা-১৫৮)

সুতরাং এই হাদীসগুলো দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত হয় সাহাবারা, তাবায়ীনরা রমযান মাসে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন । তাঁরা কেউ ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন না ।

উপরিউক্ত হাদীসগুলি দ্বারা পরিস্কার প্রমাণ হয় তারাবীহর নামায ২০ রাকআত । আর ২০ রাকআত তারাবীহর উপর সমস্ত সাহাবায়ে কেরামদের এবং সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর ইজমা হয়ে গেছে । আর হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমার উম্মত গুমরাহীর উপর সমবেত (ইজমা) হবে না ।”

এই হাদীসটি সহীহ । এই হাদীসটিকে বিখ্যাত আহলে হাদীস মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান মুবারকপুরী লিখেছেন, “এই হাদীসটি ইজমা দলীল হওয়ার

প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। এটা (মরফু রূপে) যযীফ হাদীস; কিন্তু এর সমর্থনে বিভিন্ন সাহাবা থেকে কিছু হাদীস বর্ণিত আছে।”

এই হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, “এর সনদ সহীহ। আর এ ধরনের কথা নিজের পক্ষ থেকে বলা সম্ভব নয়।” (তালখীস)

সুতরাং এক কথায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর কথা অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মাদী কোনদিন গুমরাহীর উপর সমবেত (ইজমা) হবে না আর ২০ রাকআত তারাবীহর উপর সমস্ত সাহাবা ও উম্মতে মুহাম্মাদীর ‘ইজমা’ কায়েম হয়ে গেছে তাই ২০ রাকআত তারাবীহর নামায আদায়কারী গুমরাহ নয়।

মহান আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ‘ইজমা’ সম্পর্কে বলেছেন,

“আর যে কেউ রসুলের বিরুদ্ধাচারণ করবে তার কাছে হিদায়াত প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানদের অনুসৃত পন্থা (অর্থাৎ ইজমায়ী আমল) ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে (দুনিয়াতে) ঐ দিকেই ফেরাব যেদিক সে ধারণ করেছে এবং (আখিরাতে) তাকে জাহান্নামে দক্ষীভূত করব; আর জাহান্নাম নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল।”

এই আয়াতের তফসীরে মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) লিখেছেন,

“এই আয়াতে দুটি জিনিসের মারাত্মক অপরাধ ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচারণ। আর এটা স্পষ্ট যে, রসূলের বিরোধিতা কুফর ও মহাপাপ।

(২) যে কাজের উপর সমস্ত মুসলমান একমত সেটা ছেড়ে তাদের খেলাফ কোন পথ ধারণ করা।

এ দ্বারা বোঝা যায় যে, উম্মতের ইজমা দলীল। অর্থাৎ যেমন ভাবে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধানাবলীর উপর আমল করা অপরিহার্য,

তেমনইভাবে যে বিষয়ে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তার উপরও আমল করা জরুরী। তার বিরুদ্ধাচারণ করা মস্ত বড় পাপ। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে ইরশাদ করেছেন : আল্লাহর (রহমতের) হাত জামাআতের (মাথার) উপর থাকে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাআত থেকে আলাদা হবে, সে পৃথক ভাবে জাহান্নামে পতিত হবে।”

সুতরাং কুরআন শরীফের উক্ত আয়াত দ্বারাও প্রমাণ হয়ে গেল, যারা ইজমা মানে না তারা মুসলমানদের জামাআত থেকে আলাদা এবং পৃথকভাবে জাহান্নামী। আর যেহেতু ২০ রাকআত তারাবীহর উপর সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সহ উম্মতে মুহাম্মাদীর ইজমা হয়ে গেছে তাই সাহাবায়ে কেরামদের এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর ইজমা অস্বীকার করতঃ গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা গায়ের জোরে ঐড়ে হুজুতি করে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায ত্যাগ করে ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে তাহলে তারা কুরআন শরীফের হুকুম অনুযায়ী জাহান্নামী হতে বাধ্য।

মুরসাল হাদীসের হুকুম

হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু থেকে যতগুলি হাদীস ২০ রাকআত তারাবীহর প্রমাণ আছে তার অধিকাংশ হাদীসই ‘মুরসাল’ হাদীস। সেজন্যই আহলে হাদীসরা বলেন, হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু থেকে ২০ রাকআতের কোন প্রমাণ নেই। ‘মুরসাল’ হাদীস বলা হয় সনদের শেষের দিক থেকে তাবিয়ীন পরে কোন রাবী বাদ পড়ে যায় তাহলে ঐ হাদীসকে ‘মুরসাল’ বলে। আর এই ধরনের বিলোপ সাধনকে ‘ইরসাল’ বলে। [মুকাদ্দিমাতুল মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪৬, প্রণেতা-শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ)]

হযরত ইমাম আবু হানীফা রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু ও ইমাম মালিক রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর মতে ‘মুরসাল’ হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। তারা বলেন, ইরসালকারী রাবীর নিকট মুরসাল হাদীসটি সনদের

ক্ষেত্রে আস্থাপূর্ণ থাকায় এবং তা গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে পৌঁছাবার কারণেই তিনি ‘ইরসাল’ করেছেন। কেননা আলোচনা হল ‘সিক্বাহ’ বা গ্রহণযোগ্য রাবী বিষয়। যদি ‘ইরসাল’ করীর নিকট উহ্য রাবী গ্রহণযোগ্য না হতেন তাহলে তিনি এভাবে ‘ইরসাল’ করতেন না এবং “রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন” একথাও বলতেন না। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু ইমাম মালিক রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর মতে ‘মুরসাল’ হাদীস গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট যদি ‘মুরসাল’ হাদীসের সমর্থনে অন্য কোন ‘মুরসাল’ বা ‘মুসনাদ’ পাওয়া যায় তাহলে তাকে গ্রহণ করা যাবে। এক্ষেত্রে হাদীসটি দুর্বল হলেও আপত্তি নেই।” (মুকাদিমাতুল মিশকাত, পৃষ্ঠা-৪৮)

এই কথা আহলে হাদীসদের মহামান্য নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীও লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, “আমি (নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী) বলছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত কোন বিশিষ্ট কিংবা সাধারণ তাবীয়ীর ‘মুরসাল’ হাদীস ইমাম শাফেয়ী ও জুমহুরের মতে দলীলযোগ্য নয়। তবে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদের মতে প্রসিদ্ধ মতে দলীলযোগ্য। অতঃপর যদি অন্য কোন ‘মুসনাদ হাদীস’ অথবা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির অন্য কোন ‘মুরসাল’ হাদীস দ্বারা তার সমর্থন হয় কিংবা যদি সেটা সাহাবাদের রায় মোতাবিক হয় এবং অধিকাংশ উলামা সেই সেই অনুযায়ী ফতওয়া প্রদান করে থাকেন, তবে সেই ‘মুরসাল’ হাদীস নিশ্চিবভাবে সহীহ বলে বিবেচিত হবে।” (আল হিতাহ ফি জিকরে সিহাহ সিভাহ, পৃষ্ঠা-১২৯)

সুতরাং এখানে দেখা যায় ইমাম শাফেয়ী রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু ও আহলে হাদীসদের মহামান্য নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেবের নিকট ‘মুরসাল’ হাদীসের সমর্থনে অন্য কোন ‘মুরসাল’ হাদীস পাওয়া যায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য এবং সহীহ। অপরদিকে দেখা যায় হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একাধিক ‘মুরসাল’ হাদীস পাওয়া যায় সুতরাং সেগুলি সহীহ হাদীস। এই কথা ইমাম নববী (রহঃ) ‘শরহে মুকাদ্দামাহ মুসলিম’ এর ২২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। তিনি

লিখেছেন, “ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে ‘মুরসাল’ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ।” (শরহে মুকাদ্দামাহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-২২) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) লিখেছেন, “‘মুরসাল’ হাদীস কবুল করার বিষয়ে তাবয়ীনদের ইজমা আছে; এটা সর্বপ্রথম অস্বীকার করেছেন ইমাম শাফেয়ী।” (তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৬) তিনি আরও লিখেছেন, “ইবনে জরীর বলেছেন, ‘মুরসাল’ হাদীস গ্রহণীয় হওয়ার উপর সমস্ত তাবয়ীনদের ‘ইজমা’ আছে। তাঁদের কারও এটা অস্বীকার করা বর্ণিত নাই। আর তাঁদের পরবর্তীকালে দু’শ বছর পর অবধি কোন ইমাম হতে এর অস্বীকার বর্ণিত নাই।” (তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৮) এই কথা ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ‘মারা-সীলে মুকাদ্দামাহ’ ১ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন। সুতরাং সমস্ত তাবয়ীন ও জমহুর উলামাগণের মতে ‘মুরসাল’ হাদীস গ্রহণযোগ্য। এমনকি আহলে হাদীসদের নিকট বিংশ শতাব্দীর একমাত্র রিজালবিদ আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেবও লিখেছেন, “وإن كان مرسلًا فهو حجة عند الجميع” “মুরসাল হাদীসতো সবার নিকট গ্রহণযোগ্য।” (জানাইয) এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু থেকে ‘মুরসাল’ সনদে বর্ণিত ২০ রাকআত তারাবীহ সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য। ইমাম তাহির আল জাযাইরী লিখেছেন, “যদি কোন হাদীস ‘মুরসাল’ হয় কিংবা হাদীসের কোন রাবীর মধ্যে দুর্বলতা থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে, এই হাদীসটিকে সকলে গ্রহণ করেছেন সেই মুতাবিক বলেছেন, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝাব যে সেটা নিঃসন্দেহে সহীহ হাদীস।” (তাওযীহুন নাযার ইলা উসুলিল আসার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪১) এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু থেকে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। কেননা উম্মত এটিকে কবুল করে নিয়েছেন। আর আহলে হাদীসরা ‘মুরসাল’ হাদীসকে অস্বীকার করার দরুন হাদীস অস্বীকারকারী (মুনকিরিনে হাদীস), ইজমা বহির্ভূত, ৭২ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত ও জাহান্নামী দল।

২০ রাকআত তারাবীহর উপর

উম্মতের ইজমা

২০ রাকআত তারাবীহর উপর উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে। এই কথা আহলে হাদীসদের মহামান্য নও মুসলিম ইংরেজ খন্দানের নাসীরুদ্দীন

আলবানী সরাসরি অস্বীকার করেছেন । অথচ মালিকি মাযহবের আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালিকি (রহঃ) ২০ রাকআত তারাবীহর উপর উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন, “২০ রাকআত তারাবীহ জুমহুর উলামার মত; এটাই সহীহ । হযরত উবাই বিন কা’ব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হতে সাহাবীদের দ্বিমত বিহীব ভাবে বর্ণিত ।” (আল ইস্তিযকার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭) শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম নববী (রহঃ) লিখেছেন, “২০ রাকআত তারাবীহর উপর উপর ধারাবাহিক আমল চালু হয়ে গেছে ।” আল্লামা ইবনে ক্বাদামাহ হাম্বলীও ‘মুগনী’ কিতাবে ২০ রাকআত তারাবীহকে উম্মতের ‘ইজমা’ বলে উল্লেখ করছেন । তিনি লিখেছেন, “শাফেয়ী মাযহাবের আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ)ও ২০ রাকআত তারাবীহর উপর উম্মতের ‘ইজমা’ হওয়ার ব্যাপারে লিখেছেন ।” আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)ও একথা লিখেছেন । এছাড়াও মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) ‘শরহুন নিকায়াহ’ গ্রন্থের ২য় খন্ডের ২৪১ পৃষ্ঠায়, আল্লামা ক্বাস্তালানী (রহঃ) ‘ইরসাদুস সারী’ (বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ) তৃতীয় খন্ডের ৬১৫ পৃষ্ঠায় ২০ রাকআত তারাবীহর নামাযকে উম্মতের ইজমা বলে উল্লেখ করেছেন । ২০ রাকআত তারাবীহর উপর চার ইমামের ইজমা হয়ে গেছে । মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত ‘উম্মুল কুরা’-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী সাবুনী ১৪০৩ হিজরীর শা’বান মাসে তারাবীহ সংক্রান্ত (الهدى النبوى الصحيح في صلاة التراويح) ‘আল হুদা নাবিয়্যিন আস সহীহ ফি সালাতুত তারাবীহ’ নামক বই লিখে প্রমাণ করে দিয়েছেন ২০ রাকআত তারাবীহ পড়াটাই উম্মতের সর্বকালের ধারাবাহিক আমল । ঠিক সেই রকম মসজিদে নববীর মুদারিস ও মদীনা হাইকোর্টের বিচারপতি শাইখ আতিয়্যহ মুহাম্মাদ সালিম ১৪০৭ হিজরীতে তারাবীহ সংক্রান্ত বই লিখে প্রমাণ করে দিয়েছেন ২০ রাকআত তারাবীহ হল গোটা মুসলিম বিশ্বের ধারাবাহিক আমল । সুতরাং ২০ রাকআত তারাবীহর উপর উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে । আর এই ইজমাকে ইংরেজদের ঐরশজাত সন্তান নও মুসলিম নাসীরুদ্দীন আলবানী এবং ইংরেজদের পা-চাটা দালাল, মহারানী ভিক্টোরিয়ার গর্ভজাত নাজায়েজ সন্তান আহলে হাদীস ছাড়া আর কে অস্বীকার করতে পারে ?

২০ রাকআত তারাবীহর স্বপক্ষে বিদগ্ধ উলামাদের ফতোয়া

তারাবীহর নামাজ ৮ রাকআত নয় ২০ রাকআত তা বিদগ্ধ উলামায়ে
কেরামরা ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন-

(১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ)

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) স্বীয় সুনানে লিখেছেন, “তারাবীহ নামাযের
বিষয়ে উলামাদের মতানৈক্য আছে। কেউ বলেছেন, রাতের সহ ৪১
রাকআত পড়বে। এটা মদীনা বাসীদের মত। মদীনায় তাদের আমল
এটাই। তবে আধিকাংশ উলামাগণের মত এই যে, হজরত উমার হজরত
আলী প্রমুখ সাহাবা হতে যে ২০ রাকআতের কথা বর্ণিত আছে, সেটাই
পড়বে। এটা সুফিয়ান সাওরী, ইবনুন মোবারক ও ইমাম শাফেয়ীর ফতোয়া।
ইমাম শাফিযী বলেছেন, আমি আমাদের মক্কা শহরে এইভাবে মানুষদের ২০
রাকআত পড়ার পরিবেশ দিয়েছি।” (সুনানে তিরমিযী, পৃষ্ঠা-১৬৬)

(২) আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌবী (রহঃ)

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌবী (রহঃ) স্বীয় কিতাবে লিখেছেন,
“তারাবীহ নামায পূর্ণ ২০ রাকআত পড়াটাই সুন্নতে মুআক্কাদাহ। কেননা,
খুলাফায়ে রাশেদীন এটা পাবন্দী সহকারে আদায় করেছেন। যদিও নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর পাবন্দী করেন নি। ইতিপূর্বে আলোচনা
করা হয়েছে যে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতও জরুরীভাবে অনুসরণীয় এটা
পরিত্যাগকারী গোনাহগার। তবে নবীর সুন্নত পরিত্যাগকারীর তুলনায়
খুলাফাগণের সুন্নত পরিত্যাগকারীর গোনাহ কম। সুতরাং কেউ (তথাকথিত
আহলে হাদীস) তারাবীহ নামায কেবলমাত্র ৮ রাকআত পড়লে খুলাফায়ে
রাশেদীনের সুন্নত পরিত্যাগের কারনে ভুল হবে।” (তুহফাতুল আখয়ার,
পৃষ্ঠা-২০৯)

(৩) আল্লামা ইবনে রুশদ (রহঃ)

আল্লামা ইবনে রুশদ (রহঃ) লিখেছেন, “কত রাকআত তারাবীহ পড়া ভাল, এ বিষয়ে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিকের এক উক্তি মতে এবং ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম দাউদের মতে বিতের ছাড়া ২০ রাকআত পড়া দরকার। আর ইবনুল কাসিম (রহঃ) ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি ৩৬ রাকআতকে মুস্তাহসান বলেছেন।” (বিদায়াতুল মুজতাহীদ, পৃষ্ঠা-২১০)

(৪) আল্লামা ইবনে ক্বাদামাহ (রহঃ)

হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে ক্বাদামাহ (রহঃ) লিখেছেন, “ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর পছন্দ মতে তারাবীহর নামায ২০ রাকআত। ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীও এটাই বলেন। আর ইমাম মালিক বলেছেন, তারাবীহ ৩৬ রাকআত, তাঁর ধারণা হল, ৩৬ রাকআত তারাবীহ পড়াটাই প্রাচীন নিয়ম। তিনি মদীনাবাসীদের আমল আঁকড়ে ধরেছেন। কতিপয় উলামা বলেছেন, মদীনাবাসীরা ৩৬ রাকআত এই জন্য পড়তেন যে তাঁরা মক্কাবাসীদের সমান হতে চেয়েছিলেন। কেননা, মক্কাবাসীরা প্রথম চারবার বিশ্রামের সময় প্রত্যেক বিশ্রামে সাত চক্কর তাওয়াফের জায়গায় ৪ রাকআত নামায পড়ে নিতেন। আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐর সাহাবাগণ যে আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেটাই শ্রেয় ও বেশী অনুসরণযোগ্য।” (মুগনী, পৃষ্ঠা-৭৯৮)

(৫) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ)

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) লিখেছেন, “তারাবীহর নামাযের রাকআত সংখ্যা হযরত উমার হতে বিভিন্ন রকম বর্ণিত আছে; তবে শেষমেষ ৩ রাকআত বিতের নামাযের সাথে ২০ রাকআতের আমল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর উম্মত যখন এটা সর্বসম্মতিক্রমে কবুল করে নিয়েছে, তখন আমাদের আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই যে এটা হযরত উমরের নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে ছিল না অন্য কিছু? যারা হাদীসের

আমলের দাবী করে থাকে, এদের উচিৎ হবে, তারাবীহ নামায এত দীর্ঘক্ষণ পড়া যেন সাহরী ছেড়ে যাওয়ার অশংখ্যা হয়। কেননা, শেষদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায এমনটাই ছিল। যারা শুধুমাত্র ৮ রাকআত পড়ে এবং উম্মতের বৃহত্তম দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের প্রতি বিদ্‌আতের তির নিক্ষেপ করে থাকে, তারা নিজেদের পরিণাম চিন্তা করে দেখুক !” (ফায়যুল বারী, ২০১০ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

(৬) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন, “অতি উত্তম হওয়া মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে হয়। যদি মানুষের মধ্যে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর কারণে কষ্ট সহ্য করার শক্তি না থাকে তাহলে ১০ রাকআত তারাবীহ এবং ৩ রাকআত বিতের পড়া। যেমন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান বা অন্যান্য মাসে নিজের ইচ্ছামত করতেন যেটা একটি উত্তম আমল। আর যদি মানুষের মধ্যে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর কষ্ট সহ্য করার শক্তি থাকে তো এমতাবস্থায় ২০ রাকআত তারাবীহ পড়া অতি উত্তম হবে। এবং ইহার প্রতিবেশী সংখ্যক মুসলমানের আমল আছে।” (ফতোয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা-২৭২)

(৭) আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালিকি (রহঃ)

মালিকি মাযহাবের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালিকি (রহঃ) লিখেছেন, “২০ রাকআত তারাবীহ জুমহুর উলামার মত; এটাই সহীহ। হযরত উবাই বিন কা’ব রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু হতে সাহাবীদের দ্বিমত বিহীনভাবে বর্ণিত।” (আল ইস্তিযকার, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭)

(৮) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, “মুআত্তা ইমাম মালিক, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা এবং সুনানে বাইহাকী গ্রন্থে হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি সাহাবায়ে কিরামদিগকে হযরত উবাই বিন কা’ব রাজিআল্লাহু

তাআলা আনহু এর পিছনে একত্রিত করেছিলেন । উবাই রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু তাদেরকে রমযান মাসে ২০ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন ।” (তালখীসুর হাবীর, পৃষ্ঠা-৫৪১)

(৯) মুফতী আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ)

আরবের বিখ্যাত মুফতী আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, “সাহাবায়ে কেরামগণ হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর জামানায় বিতের সহ ২৩ (২০+৩) রাকআত তারাবীহ পড়তেন ।” (ফতোয়া ইবনে বায, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৮৬)

(১০) মুহাদ্দিস হুসামুদ্দিন

আরবের বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস হুসামুদ্দিন লিখেছেন, “তারাবীহ নামাযের রাকআতের সংখ্যা সম্পর্কে উলামাদের মতভেদ আছে । অধিকাংশ ফুকাহা বলেন, তারাবীহ ২০ রাকআত এবং বিতের ৩ রাকআত । এটিই উমার ইবনুল খাত্তাব রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু হতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মত । কেননা, হাদীসের কিতাবে এসেছে যে তিনি লোকদিগকে ২৩ (২০+৩) রাকআত পড়াতেন ।” (ইয়াসআলুনাকা, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২)

(১১) আল্লামা ওয়াহীদুজ্জমান হায়দ্রাবাদী

আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জমান হায়দ্রাবাদী বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন, “হযরত উমার (রাঃ) থেকে সহীহ সনদ দ্বারা ২০ রাকআত তারাবীহ সাব্যস্ত আছে ।” (তাইসীরুল বারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৪৭)

(১২) বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ)

বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জ্বিলানী (রহঃ) বলেছেন,

صلوة التراويح سنة النبي وهي عشرون ركعة. (ص: 267, 268)

“তারাবীহর নামায নবীর সুন্নত এবং সেটা ২০ রাকআত ।” (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, পৃষ্ঠা-২৬৭-২৬৮)

(১৩) ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখেছেন,

التراويح وهي عشرون ركعة وكيفية مشهوره وهي سنة مؤكدة -

(احياء العلوم ج 1 ص 123)

“তারাবীহ ২০ রাকআত । এটিই জুমহুর উলামার মত । কারণ মুআত্তা ইমাম মালিকে আছে, ইয়াযীদ বিন রুমান বলেন, হযরত উমারের যুগে লোকেরা অর্থাৎ সাহাবারা ২৩ রাকআত (২০+৩) পড়তেন ।” (ইহয়াউলুমিদীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৬)

(১৪) হযরত আব্দুল ওহাব শা’রানী (রহঃ)

বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল ওহাব শা’রানী (রহঃ) লিখেছেন, রমযান মাসের তারাবীহর নামায হল ২০ রাকআত । (মিযানুল কুবরা, পৃষ্ঠা-১৫৩)

এছাড়াও ইমাম নববী (রহঃ) ‘আল মাজমুআ’ কিতাবে, মুল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) ‘শরহুন নিকায়াহ’ কিতাবে, আল্লামা ক্বস্তালানী (রহঃ) ‘ইরশাদুস শারী’ গ্রন্থে, ইমাম মুয়ানী (রহঃ) ‘মুখতাসার’ গ্রন্থে, ইমামুল হারামাইন আব্দুল মালিক জুওয়াইনী (রহঃ) ‘নিহয়াতুল মাত্বলাব’ গ্রন্থে ২০ রাকআত তারাবীহর নামাযকেই সহীহ এবং আমলযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন । তাঁরা কেউ ৮ রাকআত তারাবীহর নামাযের কথা উল্লেখ করেননি । সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় তারাবীহর নামায ২০ রাকআত ৮ রাকআত নয় ।

আর একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় সিহাহ সিভাহর হাদীস সংকলনকারীরাও ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন । যেমন, ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম নাসায়ী (রহঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ), ইমাম

তিরমিযী (রহঃ) এবং মুসলিম (রহঃ) প্রভৃতিরা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মুকাল্লিদ হওয়ার দরুন ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন এবং ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দরুন ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন ।

এছাড়াও জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ), ইমাম অকীঅ্ ইবনুল জারাহ (রহঃ), ইমাম ইয়াহইয়া বিন সায়ীদুনিল কাত্তান (রহঃ), ইমাম ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়া বিন যাইদাহ (রহঃ), ইমাম ইয়াহইয়া বিন ময়ীন (রহঃ), আল্লামা তাহবী (রহঃ), শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) প্রভৃতিরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দরুন ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন ।

ইমাম দারকুতুনী (রহঃ), ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহঃ), ইমাম নববী (রহঃ), ইমাম বাগবী (রহঃ), ইমাম ইবনুস সালাহ (রহঃ), আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ইমাম ইবনে আসাকির (রহঃ), আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ), ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) প্রভৃতিরা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মুকাল্লিদ হওয়ার দরুন ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন । ঐরা কেউ ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন না ।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহঃ), আল্লামা ইবনে ক্বাদামাহ (রহঃ), বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), প্রভৃতিরা হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ হওয়ার দরুন ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন । ঐরা কেউ ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন না ।

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহঃ), আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালিকী (রহঃ) প্রভৃতিরা মালিকী মাযহাবের হওয়ার দরুন দরুন ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন । ঐরা কেউ ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন না ।

সুতরাং প্রত্যেক মাযহাবের প্রথিতযশা মুহাদিসরা প্রত্যেকেই ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন। তাঁরা কেউ ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়তেন না। তাই এখানে পরস্কার বোঝা যায় তারাবীহর নামায ২০ রাকআত ৮ রাকআত নয়। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরও দেখা যায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার সাহাবার মধ্যে কেউ ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়েন নি। তাঁরা প্রত্যেকেই ২০ রাকআত তারাবীহর নামায পড়েছেন।

এখানে আমার তথাকথিত নামধারী আহলে হাদীস বা গায়ের মুকাল্লিদের কাছে প্রশ্ন, ইসলামের ইতিহাসে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার সাহাবী থেকে শুরু করে হাজার হাজার মুহাদিসীনদের মধ্যে কেউ ৮ রাকআত তারাবীহর রহস্য বুঝতে পারলেন না, আর এই ইংরেজদের নুংফায় পয়দা হওয়া মহারানী ভিক্টোরিয়ার নাজায়েয সন্তান গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা ৮ রাকআত তারাবীহর রহস্য বুঝতে পেরে গেলেন? কি আশ্চর্য ব্যাপার।

হযরত উমার (রাঃ) কি বিদ্আতী ছিলেন

হযরত ফারুকে আযম উমার ফারুক রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদে নববীতে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায কায়েম করিয়েছিলেন। সেটাকে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা ‘বিদ্আতে উমারী’ বলে কটাক্ষ করে। অর্থাৎ তাঁদের ফতোয়া অনুযায়ী হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু ২০ রাকআত তারাবীহর নামায কায়েম বিদ্আত এবং হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু বিদ্আতী। (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক)

এই নামধারী হাদীস ভক্তদের এরকম রোমহর্ষক কথা শুনলে আঁতকে উঠতে হয় । হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর মতো জবরদস্ত সাহাবী যদি বিদ্আতী হন তাহলে এই পৃথিবীতে আর কে আছে সুন্নতের উপর আমল করনেওয়ালা । আগেই বলেছি মুসলিম উম্মতের ছোট রাফেযী হল এই তথাকথিত নামধারী আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা । বড় রাফেযীরা তো হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর ইমানে সন্দেহ করে আর এই উম্মতের ছোট রাফেযীরা অর্থাৎ গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর আমলে সন্দেহ করে তাঁকে বিদ্আতী বলে । আহলে হাদীস হওয়ার পর তাদের দলের প্রথম স্তর হল, আসলাফের প্রতি বদগুমানি এবং বদজুমানী ।

যাইহোক হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু বিদ্আতী ছিলেন না । কেননা, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কর্তব্য হল, আমার সুন্নত এবং পরিপূর্ণ হিদায়াত প্রাপ্ত খলিফাগণের (খুলাফায়ে রাশেদীনের) সুন্নত আঁকড়ে ধরা; এটা দৃঢ় হস্তে ধারণ করবে ও মাড়ির দাঁত দ্বারা আঁকড়ে ধরবে ।” (আবু দাউদ শরীফ, পৃষ্ঠা-৬৩৫)

এই হাদীসটাকে আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী ‘ইরওয়া-উল গলীল’ গ্রন্থে সহীহ বলেছেন ।

উপরিউক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন । তাহলে খলিফা হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু এর সুন্নত ২০ রাকআত তারাবীহ বিদ্আত হয় কি করে ? তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বিদ্আত কর্ম করতে বলে গেছেন ? সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পরিস্কার বলে দিয়েছেন, “কুন্লু বিদ্আতিন যালালাহ ওয়া কুন্লু যালালাতিন ফিন নার ।” অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ্আতই হল ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম । সুতরাং প্রত্যেক বিদ্আতের পরিণাম যদি

জাহান্নাম হয় তাহলে আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু জাহান্নামী হলেন কিনা ?

রাফেযীরা হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহুকে সরাসরী প্রত্যক্ষভাবে জাহান্নামী বলে আর ছোট রাফেযীরা অর্থাৎ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা পরোক্ষভাবে তাঁকে জাহান্নামী বলে । সুতরাং এখানে একটি কথা পরিস্কার হয়ে গেল যে হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে রাফেযী ও আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের আকিদা এক ।

যাইহোক হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু বিদ্আতী ছিলেন না । হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর ২০ রাকআত তারাবীহর নামায কায়েম করা সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, “একদা আমি ইমাম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহুকে তারাবীহ নামায বিষয়ে এবং হযরত উমারের (২০ রাকআত নির্ধারণ করা) আমলটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি উত্তরে বলেছিলেন : তারাবীহ নামায সুন্নতে মুআক্কাদাহ । আর হযরত উমার রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু ২০ রাকআত নিজের ধারণা ভিত্তিক নির্ধারণ করেন নি; এ বিষয়ে তিনি বিদ্আতী নন । তার কাছ এর কোন না কোন দলীল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বিশেষ তথ্য ছিল বলেই তিনি এ আদেশ জারি করেছিলেন ।” (মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা-৮২)

আল্লামা তাহাবী (রহঃ) লিখেছেন, “ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ইমাম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ২০ রাকআত নির্ধারণ করা সম্পর্কে হযরত উমারের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে কোন তথ্য ছিল কি ? তদুত্তরে ইমাম সাহেব (রাঃ) বলেছিলেন : হযরত উমার (রাঃ) বিদ্আতী ছিলেন না ।” (তাহাবী শরীফ, পৃষ্ঠা-২৪৬)

সুতরাং এক কথায় হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহু কোন বিদ্আতী ছিলেন না । আর যারা হযরত উমার রাজিআল্লাহ তাআলা আনহুকে বিদ্আতী মনে করে তারা নিজেরাই বিদ্আতী ও জাহান্নামী ।

আহলে হাদীসদের মাথার উপর ৫ টি বজ্রপাত

(১) আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখেছেন, “যদি কোন ব্যক্তি এরকম মনে করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারাবীহর অধ্যায়ে তারাবীহর রাকআতের সংখ্যা নির্ধারিত প্রমাণিত আছে । যা এর থেকে কম বেশী হতে পারে না সে ব্যক্তি বিভ্রান্তির মধ্যে আছে ।” (ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৬)

(২) আল্লামা সুবকী শাফেয়ী (রহঃ)

আল্লামা সুবকী শাফেয়ী (রহঃ) লিখেছেন, “এটা বর্ণিত নাই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই রাতে কত রাকআত (তারাবীহর নামায) পড়তেন । ২০ না তার থেকে কম ।” (মাসাবিহ, পৃষ্ঠা-৪৪)

(৩) আল্লামা শাওকানী

আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা শাওকানী লিখেছেন, “তারাবীহর নামাযকে কোন নির্ধারিত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করে দেওয়া এবং এর খাস পরিমাণ কিরআত নির্ধারিত করা সুন্নতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় ।” (নাইনুল আওতার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬)

(৪) ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী

আহলে হাদীসদের মহামান্য ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন, “রমযান মাসের রাতে তারাবীহর জন্য কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই।” (নজলুল আবরার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬)

(৫) মীর নুরুল হাসান খান

নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীর পুত্র মীর নুরুল হাসান খান লিখেছেন, “তারাবীহর নামাযের কোন নির্ধারিত রাকআতের সংখ্যা মরফু হাদীসে আসে নি।” (আল ইস্তেকাদুর রাজী, পৃষ্ঠা-৬১)

সুতরাং আহলে হাদীস সহ পাঁচজন মুহাদ্দিস বলেছেন তারাবীহর নামাযের নির্ধারিত রাকআতের সংখ্যা মরফু হাদীসে আসে নি। আর বর্তমানের আহলে হাদীসরা বলেন ৮ রাকআত তারাবীহর নামায ইমাম বুখারী (রহঃ) এর মরফু হাদীস থেকে প্রমাণিত। এটা তাদের দ্বিচারিতা ও পাগলামী নয় তো আর কি? এখন আমাদের প্রশ্ন উপরিউক্ত ছয়জন মুহাদ্দিস মিথ্যাবাদী না বর্তমানের নামধারী আহলে হাদীসরা মিথ্যাবাদী। একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

কে এই নাসীরুদ্দীন আলবানী?

১৪০০ শতাব্দীর একমাত্র রিজাল শাস্ত্রবিদ আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী (১৩৩২ হিজরী) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮৫ বছর বয়সে মারা যান। তিনি তারাবীহ সংক্রান্ত ‘সালাতুত তারাবীহ’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। সেই পুস্তকে আলবানী সাহেবের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, “সেখ আলবানী জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা ইউনিভার্সিটির সদর মুদারিস। তিনি বংশগতভাবে ইংরেজ ছিলেন। তাঁর পরিবার যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁরা হানাফী মাযহাব অবলম্বন করেন। তাঁকে আল্লাহ পাক ইলম ও কামাল দান করেছেন যে তিনি তাহকিক করে আহলে হাদীস হয়ে যান। শাম দেশে

তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন । তিনি হাদীসের জ্ঞান খাস করে আসমায়ে রিজাল শাস্ত্রে এক বিশেষ স্থান অর্জন করেন । আরব দেশে তার ইলমী যোগ্যতা ও খ্যাতি ছাড়িয়ে যে হাদীসের দক্ষতায় তার চেয়ে বেশী তাহকীক আর কেউ করে নিকট ।” (ফতোয়ায়ে উলামায়ে হাদিস, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৬)

আলবানীর আসল রহস্য

এতে কোন সন্দেহ নেই যে জলের বুদবুদ যখন ফেনা তুলে উঠে তখন অনেক জায়গা সে ঘিরে নেয় কিন্তু যখন সে বিলুপ্ত হয় তখন তার আসল রহস্য ফাঁস হয়ে যায় । ঠিক সেই রকম এতেও কোন সন্দেহ নেই যে আলবানীর যখন উদয় হয় তখন অনেক মানুষ তাঁর প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়েন । কিন্তু যখন মুহাদ্দিসে কবীর জইবুর রহমান আল-আজমীর দুরবীন লাগিয়ে আলবানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হল তখন আলবানীর আসল রহস্য ফাঁস হয়ে গেল । মুহাদ্দিস জইবুর রহমান আল-আজমী কয়েক খন্ড **الباني وشذوذه** নামক গ্রন্থ লিখে প্রকাশ করেন এবং এই নও মুসলিম আলবানীর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেন । তারপর হাম্বলী মাযহাবের আর এক মুহাদ্দিস উঠে এলেন, তিনিও (عقائد الباني الواضحات) ‘তানাকুজাত আলবানী ওয়াজেহাত’ নামে পুস্তক লিখে এই নও মুসলিম আলবানীর গোপন রহস্য ফাঁস দুনিয়ার সম্মুখে ফাঁস করে দেন । তারপর আলবানী সাহেব যখন ৮ রাকআত তারাবীহর নামায প্রমাণ করার জন্য ‘সালাতুত তারাবীহ’ লিখলেন এবং ২০ রাকআত তারাবীহর নামাযকে বিদ্আত বলে ১৪০০ বছরের আহলে সুন্নতকে বিদ্আতী বলে আখ্যায়িত করলেন তখন এই নও মুসলিম আলবানীকে আরব থেকে বিতাড়িত করা হয় । (তথ্যসূত্র : তজল্লিয়াতে সফদর/ আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী রহ.)

এর পর যখন গায়ের মুকাল্লিদরা এই নও মুসলিম আলবানীকে নিয়ে আকাশ পাতাল এক করে দেন তখন এবং তাঁকে মাথায় তুলে কুদোকুদি করতে শুরু করে দিল তখন মহাশয় আলবানী সাহেব মুসলমানদের

প্রাণ প্রিয় হাদীস গ্রন্থ সিহাহ সিভাহর উপর হাত চালানেন । এই আলবানী মহাশয় সুনানে আরবাহকে প্রকাশ্যে দুই টুকরো করে দিলেন । যেমন, সহীহ আবু দাউদ ও যয়ীফ আবু দাউদ, সহীহ নাসাই ও যয়ীফ নাসাই, সহীহ তিরমিযী ও যয়ীফ তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ও যয়ীফ ইবনে মাজাহ । ঠিক সেই রকম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের উপরও তিনি হামলা চালান । যখন সিহাহ সিভাহ হাদীসের এই অবস্থা আলবানী সাহেব করে ফেললেন তখন বাকী হাদীসের কিতাবের আর কি মহত্ব রয়ে গেল । আর এই কাজ ইংরেজদের ঐরশজাত সন্তান নও মুসলিম নাসীরুদ্দীন আলবানীর মতো গায়ের মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবী ছাড়া আর কে করতে পারে ?

আলবানীর আর একটি কুকর্ম

যদিও বর্তমান যুগের কিছু উদারমনা আহলে হাদীস বলেন যে তারাবীহর নামায ২০ রাকআত পড়া জায়েয । এর মধ্যে ৮ রাকআত সুন্নত হবে এবং ১২ রাকআত নফল বলে গন্য হবে । কিন্তু এই কথা আলবানী সাহেব মানতে রাজী নন । তিনি বলেন যে তারাবীহর নামায ১১ রাকআতের বেশী পড়া জায়েয নয় । তবে ১১ রাকআতের থেকে কম পড়া জায়েয । আলবানী মনে করেন ১ রাকআত তারাবীহর নামাযও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত যার উপর সলফ সালাহীনদের আমল আছে । (সালাতুত তারাবীহ, পৃষ্ঠা-১০৮) আলবানী সাহেব এও মনে করেন তারাবীহর, তাহাজ্জুদ ও বিতের একটাই নামায । যদি এক রাকআত নামায পড়া হয় তাহলে তারাবীহও আদায় হয়ে গেল, তাহাজ্জুদও আদায় হয়ে গেল এবং বিতের নামাযও আদায় হয়ে গেল । (সালাতুত তারাবীহ, পৃষ্ঠা-৪৬) কিন্তু এর উপর আলবানী সাহেব কোন প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যে আল্লাহ বা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একথা বলেছেন যে তারাবীহর, তাহাজ্জুদ ও বিতের একটাই নামায এবং ১ রাকআত পড়লে তিনটি নামাযই আদায় হয়ে যাবে । যদিও সমস্ত মুহাদিসরা একমত যে তারাবীহর, তাহাজ্জুদ ও বিতের আলাদা আলাদা নামায ।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় কিছুদিন আগে আহলে হাদীসরা তারাবীহর, তাহাজ্জুদকে আলাদা আলাদা নামায বলে মনে করতেন। যেমন আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী, ইমাম শাওকানী, মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী, মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী প্রভৃতিরা তারাবীহর, তাহাজ্জুদের নামাযকে আলাদা বলে মনে করতেন। এরপর আহলে হাদীসরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযকে একই নামাযের দুটি নাম বলে মনে করেন। তারা বলেন তারাবীহর নামায পড়লেই তাহাজ্জুদ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু আলবানী সাহেব সবাইকে টেক্কা মেরে বলে দিলেন ১ রাকআত নামায পড়লেই তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ও বিতের সব আদায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে যে যত কমতি করতে পারবে সে তত বড় আহলে হাদীস। ইবাদত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও বঞ্চিত করার এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মানোর বর্তমান নাম হল আহলে হাদীস। এখন আলবানী বলছে ১ নামায পড়লে তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ও বিতের সব আদায় হয়ে যাবে কিছুদিন পর দ্বিতীয় কোন আলবানীর উদয় হবে এবং সে বলবে, দু’রাকআত ফজরের নামায পড়লে জোহর, আসর, মাগরীব, এশা, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, বিতের, আইয়োবীন, চাশত, এশরাক সব নামায আদায় হয়ে যাবে। তারপর হয়তো তৃতীয় আলবানীর উদয় হবে এবং বলবে বছরে একবার ঈদের নামায পড়লে সারা বছরের নামায আদায় হয়ে যাবে। তারপর হয়তো চতুর্থ কোন আলবানীর উদয় হবে এবং বলবে, জীবনে একবার জানাযার নামায পড়লে সারা জীবনের সমস্ত নামায আদায় হয়ে যাবে। সত্যই আহলে হাদীসদের রহস্য বোঝা ভার। লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিয়া সম্প্রদায়ের কাছে তারাবীহর নামায বলে কোন নামায নেই। অপরদিকে ছোট শিয়া (রাফেযী) অর্থাৎ আহলে হাদীসরাও তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ও বিতের নামাযকে এক বলে তারাবীহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসল। এখন আমি আহলে হাদীসদের বলি, ভায়েরা আপনারা ১ রাকআতের ঘোমটাটা কেন মুখে দিয়ে বসে আছেন? সেটাকে ছিঁড়ে ফেলুন এবং বলুন, “আমরা শিয়া।” আহলে হাদীস দলের বিখ্যাত আলেম আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী তো লিখেই দিয়েছেন, “আমরা আহলে হাদীসরা শিয়া।” (নজুলুল আবরার, পৃষ্ঠা-৭)

তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ

গায়ের মুকাল্লিদরা তারাবীহর নামাযকে নফল বলেন । এটা তাঁদের চরম পর্যায়ের ভুল ধারণা । তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ । কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “এই মাসে রোযাকে আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন এবং আমি এই কিয়ামকে (তারাবীহ) তোমাদের জন্য সুন্নত করেছি ।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-৯৪)

সুতরাং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তারাবীহর নামাযকে সুন্নাত বলছেন অপরদিকে গায়ের মুকাল্লিদরা তারাবীহর নামাযকে নফল বলেন । এর আগে প্রমাণ করা হয়েছে যে ২০ রাকআত তারাবীহর নামায খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত । আর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“তোমাদের কর্তব্য হল, আমার সুন্নত এবং পরিপূর্ণ হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নত আঁকড়ে ধরা । এটা দৃঢ়দন্তে ধারণ করবে ও মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরবে ।” (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৩৫)

এখানে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে বলছেন তাই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের ২০ রাকআত তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ।

আইনুল বারী সাহেবের জালিয়াতী ও খেয়ানত

ঃ ১ নং জালিয়াতী ::

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত আহলে হাদীস মাওলানা আইনুল বারী সাহেব তাঁর ‘সিয়াম ও রমযান’ কিতাবে ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “আল্লামা আনওয়ার

শাহ কাশ্মিরী বলেন, ২০ রাকআত সম্পর্কে যতগুলো হাদীস আছে সবগুলোর সনদই যযীফ । ঐ গুলোর যযীফ হওয়া সম্পর্কে সমস্ত মোহাদ্দেসগণ একমত ।” (আল আরফুশ শাযী, পৃষ্ঠা-৩০৯)

এটা আইনুল বারী সাহেবের সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । কেননা আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) ২০ রাকআত তারাবীহর সমস্ত হাদীসকে যযীফ বলেন নি । কেবলমাত্র ২০ রাকআতের মারফু হাদীসটাকে যযীফ বলেছেন । কিন্তু আইনুল বারী সাহেব ২০ রাকআতের মারফু, মাওকুফ ও মুরসাল সমস্ত হাদীসের কথা বলে লেখনীতে হেরফের করেছেন এবং পাঠককে ধোকা দেবার চেষ্টা করেছেন । অথচ আল্লামা কাশ্মিরী (রহঃ) লিখেছেন, “যারা শুধু মাত্র ৮ রাকআত পড়ে এবং বৃহত্তম দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের প্রতি বিদ্‌আতের তির নিক্ষেপ করে থাকে তারা তাদের পরিণাম চিন্তা করে দেখুক ।” (ফয়যুল বারী, ২০১০ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

ঃ ২ নং জালিয়াতী ::

আইনুল বারী সাহেব তাঁর ‘আইনী তুহফা সলাতে মুস্তাফা’ গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় ‘রদুুল মুহতার হাশিয়া দুররে মুখতার’ ১ম খণ্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে, “আল্লামা ইবনু আবেদীন বলেন, আট রাকআতের সুন্নত হওয়াটা দলীল মোতাবেক ।”

এটাও আইনুল বারী সাহেবের সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । তিনি আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়েছেন । অথচ আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহঃ) একথা বলেন নি । আইনুল বারী সাহেব যে ‘হাশিয়া দুররে মুখতার’র হাওয়ালা দিয়েছেন আমি সেই কিতাবের সেইখান থেকেই আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহঃ) এর সম্পূর্ণ কথাটা উল্লেখ করছি । আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহঃ) বলেছেন, “তারাবীহ নামায বিশ রাকআত, এটাই অধিকাংশ উলামাদের মত । সমগ্র বিশ্ববাসী এর উপর আমল করে । ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ৩৬ রাকআত, ‘ফতহুল ক্বাদীর’ কিতাবে লেখা আছে,

দলীলের চাহিদা অনুযায়ী ৮ রাকআত সুন্নত ও বাকী মুস্তাহাব হওয়া উচিত । এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোচনা ‘আল বাহার’ কিতাবে আছে । (‘ফতহুল ক্বাদীর’ কিতাবে আট রাকআতকে সুন্নত বলা হয়েছে) আমি তার উত্তর ‘আল বাহার’ কিতাবে ‘টীকা’র মধ্যে উল্লেখ করেছি ” (হাশিয়া রদুল মুহতার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৪)

কিন্তু খেয়ানতের সরদার আইনুল বারী সাহেব আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহঃ) এর লেখনীকে কাটছাঁট করে জালিয়াতীর প্রশয় নিয়ে নির্দিধায় লিখে দিলেন, “আল্লামা ইবনু আবেদীন বলেন, আট রাকআতের সুন্নত হওয়াটা দলীল মোতাবেক ।” অথচ আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহঃ) পরিস্কার ভাবে বলেছেন, “ ‘ফতহুল ক্বাদীর’ কিতাবে ৮ রাকআত সুন্নত হওয়ার কথা লেখা আছে । পরিশেষে ‘টীকা’র মধ্যে উল্লেখ করেছি ।” এই কথাগুলো আইনুল বারী সাহেব চোখ বন্ধ করে হজম করে গেলেন এবং নিজের গাঁজাখুরী কথাকে আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহঃ) এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন । এই হল আহলে হাদীসদের মহামান্য আইনুল বারী সাহেবের জালিয়াতী ও খেয়ানতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট নমুনা । যাঁরা হানাফী ফেকাহ গ্রন্থের এবারতকে নিয়ে জালিয়াতী করতে পারেন তাঁরা কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে কতই জালিয়াতী করবেন প্রিয় পাঠক ভেবে দেখুন ।

উপসংহার

সুতরাং এতক্ষণ দীর্ঘ আলোচনার পর পরিস্কার ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে ৮ রাকআত তারাবীহর কোন প্রমাণ নেই । আর ২০ রাকআত তারাবীহর প্রচুর প্রমাণ রয়েছে । আর আহলে হাদীসরা যতই ৮ রাকআত তারাবীহর নামায পড়ে মসজিদ থেকে পলায়ন করুক তারা কোনদিন ৮ রাকআত তারাবীহর নামায প্রমাণ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ ।

আব্দুল্লাহ সালাফীর বাপের চ্যালেঞ্জ

গ্রহণ

পশ্চিম বঙ্গের আহলে হাদীসদের বিখ্যাত মুনাযির আব্দুল্লাহ সালাফী সাহেব-বর আক্বা আবু আব্দুল্লাহ সালাফী ওরফে ইসমাইল শামশীর ইবনু আব্দুল কাইয়ুম ওরফে আনওয়ার হেসেন, বীরভূমী কিছুদিন আগে একটি “আল জাওয়াবুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ” নামক পুস্তক লিখে সারা বিশ্বের সকল হানাফীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন “ সারা বিশ্বের অন্ধ বিশ্বাসী বিদ্‌আতী হানাফী আলিমগণ আসুন । পশ্চিম বাংলার মধ্যে সাগরদীঘিতে ৮ ও ২০ রাকআতের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছে । সেখানে উপস্থিত হয়ে যে কোন হাদীস গ্রন্থ হতে একটি সহীহ হাদীস দেখিয়ে দিন । অক্ষম হলে ২০ রাকআতেই চারি ইমামের এজমা প্রমাণ করুন । প্রমাণ করতে পারলে সারা পশ্চিম বাংলার আহলে হাদীস আলিমবৃন্দের পক্ষ হতে হানাফী হওয়ার অ’দা করছি । অন্যথায় আপনাদিগকে তওবা করে ৮ রাকআত তারাবীহ স্বীকার করে সুন্নাতে রসূল (সাঃ) এর প্রকৃত তাবেদার মুহাম্মাদী ফের্কাভুক্ত হতে হবে । প্রথমে চুক্তি পত্রে লিখে, দিন, স্থান নির্বাচন পরে বহুল প্রচারিত সংবাদ পত্রিকাতে প্রচার করে বাহাসে-তর্কে অবতরণ করতে হবে ।”

আব্দুল্লাহ সালাফীর বাপের এই চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম । আব্দুল্লাহ সালাফীর আক্বা আবু আব্দুল্লাহ সালাফী ওরফে ইসমাইল শামশীর আপনার যদি হিম্মত থাকে এবং আপনার শরীরে যদি মানুষের রক্ত থাকে তাহলে তাহলে আপনি লিখিত ভাবে জানিয়ে দিন যে আমরা যে আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম তাতে আপনি প্রস্তুত আছেন কিনা এবং আপনি আমাদের সঙ্গে বাহাস করতে প্রস্তুত আছেন কিনা ? চ্যালেঞ্জ দিয়ে ছুটে পালালে চলবে না । আপনার কতদূর দৌড় এইবার ইনশাআহ দেখা যাবে । আপনি বাহাসের চ্যালেঞ্জ করেছেন শীঘ্রই আপনি আমাদের সঙ্গে বসে ‘শারায়তে মুনাযারা’ লিখে বাহাসের দিন নির্ধারণ করে বাহাস করে নিজেকে

এবং নিজেদের দলকে হক বলে প্রমাণ করুন। তানাহয় আপনি স্বীকার করে নিন যে আপনি এবং আপনার দল মিথ্যাবাদী এবং দাজ্জাল।

এই বই ইন্টারনেটে আপলোড করে ফেসবুকে সেয়ার করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যে আপনার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম তা সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পেরে যাবে। এই বার আপনি বলুন আপনি কবে আমাদের সঙ্গে বাহাস করবেন। যদি আপনি বাহাসে প্রস্তুত না হন তাহলে সারা বিশ্বের মানুষ জানতে পেরে যাবে আহলে হাদীসরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ময়দান থেকে ছুটে পালায়। তারা বুজদিল এবং এতই ভিত্তি যে হানারীদের সামনে দাঁড়াবারও হিম্মত রাখেনা। চ্যালেঞ্জ দিয়ে জনগনকে বিভ্রান্ত করে মাত্র।

সালাফী সাহেব আপনার পুস্তক “আল জাওয়াবুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ” এর দাঁতভাঙ্গা জবাব মুফতী ইবরাহীম সাহেব “তারাবীহ প্রসঙ্গ” নামে দিয়েছেন কিন্তু তার জবাব এখনও পর্যন্ত আপনি বা আপনার গোষ্ঠীর কেউ দিতে পারেনি। আর কিয়ামত পর্যন্ত তার সঠিক জবাব দিতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বলি আপনি বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন সুতরাং বাহাসের জন্য প্রস্তুত হন। দালায়েলের ময়দানে আপনাদেরকে লটকিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। প্রস্তুত হন।

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

একটি চ্যালেঞ্জ

আব্দুল্লাহ সালাফীর আরা আবু আব্দুল্লাহ সালাফী ওরফে ইসমাইল শামশীর ইবনু আব্দুল কাইয়ুম ওরফে আনওয়ার হেসেন সহ সারা পৃথিবীর যে কোন গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীস, বিদ্আতী, লা-মায়হাবী ফিরকার লোক আমার কাছে কুরআন শরীফ বা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে দিতে পারেন যে ৮ রাকআত তারাবীহর নামায সুন্নত এবং ২০ রাকআত তারাবীহর নামায বিদ্আত তাহলে আমার তরফ থেকে ১ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দানের ওয়াদা রইল। যদি টাকা দিতে না পারি তাহলে আমি আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করে নেব। যদি আহলে হাদীসরা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তারা স্বীকার করে নিক যে তারা মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ ও কাজ্জাব।

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

গ্রাম :- শালজোড়, জেলা :- বীরভূম,

পো :- লোকপুর, থানা :- খয়রাশোল,

পিন নং :- ৭৩১১২৩ (পশ্চিম বঙ্গ)

মোবাইল :- +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

E-Mail – md.abdulalim1988@gmail.com

বিশেষ নিবেদন

পাঠকদের জানাই এই পুস্তকটি আমার লেখা ‘আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ’ নামক কিতাবটি পি.ড.এফ ভার্শনে কনভার্ট করে ফেসবুকে দেওয়া হল। পুরো কিতাবটি পড়ুন তারাবীহর নামায সংক্রান্ত আহলে হাদীসদের সমস্ত অপপ্রচারের জবাব পেয়ে জাবেন ইনশাআল্লাহ।

বন্ধুদের জানাই এই কিতাবটি এই বছর রমযান মাসের আগে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু অর্থের অভাবে তা পেরে উঠতে পারিনি

এছাড়াও আমার লেখা ‘ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডন’, ‘আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়’, ‘তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান’, ‘মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী’, ‘মাসআলা আমীন বিল জেহের’, ‘সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম’। (ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) ‘সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন’, ‘তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত’, ‘গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক’, ‘আকিদা হায়াতুন নবী (সা:)’ প্রভৃতি পুস্তক লেখা পড়ে আছে এবং কিছু পুস্তক প্রেসে পড়ে আছে যা আমি অর্থের অভাবে ছাপিয়ে উঠতে পারছি না যদি কোন দ্বীন-দার ভাই ঐ পুস্তক গুলি প্রকাশের দায়িত্ব নেন বা অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে বড়ই কৃতজ্ঞ হব। আপনারা আমার জন্য দুয়া করবেন। আমিও আপনাদের জন্য দুয়া করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান বানিয়ে দিন এবং সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন।

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফাস্ট ক্লাস), বি. এড., (ফাস্ট ক্লাস),

মহশী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

মোবাইল:- +০১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

E-Mail- md.abdulalim1988@gmail.com

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা

নাম- আব্দুল আলিম

গ্রাম-শালজোড়, জেলা-বীরভূম,

পোঃ- লোকপুর, থানা-খয়রাশোল,

মোবাইল-+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

A/C NO SBI-32693198221

Branch-Khayrasole.

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে ।
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ?
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ?
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ ।
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ ।
(৮ রাকআত তারাবীহর খণ্ডন ও ২০ রাকআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খণ্ডন ।
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় ।
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান ।
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদেষী ছিলেন ?
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ ।
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী ।
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা ।
১৩. আমরা সবাই তালিবান ।
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ?
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী ।
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের ।
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম ।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন ।
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত ।
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক ।
২১. আকিদা হয়াতুন নবী (সাঃ)

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য ।
[মূল উর্দু লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ ।
[মূল উর্দু লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]